উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৭২১.০৮ (+৭৬৯.০৯)
নিফটি : ২৪,৮৫৩.১৫ (+২৪৩.৪৫)

১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল
বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ভারত। ১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল করে পালটা দিল বাংলাদেশ। চুক্তিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য একটি টাগ জাহাজ নির্মাণের কথা ছিল। » ১০

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয়
এসএসসি'র ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর উত্তরপত্রে কারচুপি করা হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরাও আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩৩°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৫°	২৬°	২৫°

হার্ভার্ডে ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করার অনুমতি বাতিল করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। সেই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিল বস্টনের ফেডারেল কোর্ট। » ১০

শিলিগুড়ি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 24 May 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 6

ঢাকায় আজ জমায়েত

ইউনূস স্বপদে, ওয়াকারকে সরানোর চেষ্টা

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ২৩ মে : পদত্যাগপত্র লিখেও থমকে গেলেন মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি আমেরিকাগামী বিমানে উঠে পড়বেন বলে জল্পনা ছিল বৃহস্পতিবার রাত থেকে। বদলে শুক্রবার মাঠে নেমে পড়লেন ইউনূস সমর্থকরা। তাঁদের ডাকে শনিবার 'মার্চ ফর ইউনূস' অভিযান হবে ঢাকায়। শাহবাগে ওই জমায়েতের জন্য ঢাকা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে শুক্রবার।

মূলত দুটি দাবি ওই অভিযানের। প্রথমত, ইউনূসকে অন্তত পাঁচ বছর ক্ষমতায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন পরে, আগে সংস্কার করতে হবে। অথচ সেনাবাহিনী থেকে বিএনপি, দ্রুত নির্বাচন করানোর জন্য চাপ তৈরি করছিল অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। সংস্কারের ব্যাপারেও অন্তর্বর্তী সরকারের এক্তিয়ার খুব সীমিত বলে মন্তব্য করেছিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে, বলেছিলেন গত মঙ্গলবার।

শুক্রবার সেই সেনাপ্রধানকেই সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা শুরু হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্দরে। ১০ জুনের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে সেই ঘোষণাপত্র মেনে সংবিধান স্থগিত করে দেওয়া হতে পারে। সেই সুযোগে একসঙ্গে অপসারণ করা হতে পারে রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধানকে। জুলাই অভ্যুত্থানের নেতারা প্রথম থেকেই রাষ্ট্রপতিকে সরানোর পক্ষে ছিলেন। সেই তালিকায় এখন যোগ হল ওয়াকারের নাম।

জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বৃহস্পতিবার যমুনা ভবনে বৈঠক করার পর ইউনূসের ইস্তফার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুক্রবার

দিনভর তৎপরতা
- ইউনূসকে স্বপদে বহাল রাখার পক্ষে সক্রিয় অনেক মহল
- শনিবার 'মার্চ ফর ইউনূস' অভিযানের ডাক
- সেনাপ্রধানকে অপসারণের তৎপরতা অন্তর্বর্তী সরকারে
- ইউনূস বিরোধিতায় ভারতের হাত আছে বলে অভিযোগ

১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ফেসবুক পোস্টে তিনি পুরো বিষয়টির জন্য ভারতকে নিশানা করেন। তিনি লেখেন, 'দিল্লি থেকে ছক আঁকা হচ্ছে দেশকে অস্থিতিশীল করার। গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে বাধাগ্রস্ত করে আরেকটা এক-এগারোর বন্দোবস্ত করার পাঁয়তারা চলছে।'

এরপর বারোর পাতায়

সাতপাকের সাক্ষী ওয়ালিমার মঞ্চ

মানবতাই আসল ধর্ম, বুঝিয়ে দিল পুনের সাম্প্রতিক এই ঘটনা। বৃষ্টির জন্য নষ্ট বিয়ের কুঞ্জ। পেরিয়ে যাচ্ছিল লগ্ন। এমন কঠিন সময়ে ওয়ালিমার মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করল কাজি পরিবার।

একই বৃন্তে দুটি কুসুম

পুনে, ২৩ মে : আমি চাই, ধর্ম বলতে মানুষ বুঝবে মানুষ শুধু... কবির সুমনের গানটি বোধহয় পুনের কাজি, কাওয়াডে বা গালান্দে পরিবার শোনেনি কখনও। কিন্তু মনেপ্রাণে তারাও বিশ্বাসী মানবধর্মে। একটি মঞ্চে বিয়ের সাজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চারজন। মুখে চওড়া হাসি। প্রকৃতি যেন একসূত্রে বেঁধে দিল দুই ধর্মকে।

কীভাবে? গত মঙ্গলবারের ঘটনা। ওয়ানাওয়াড়িতে খোলা আকাশের নীচে বসেছিল সংস্কৃতী কাওয়াডে ও নরেন্দ্র গালান্দের বিয়ের আসর। আমন্ত্রিতদের ভিড়ে ঠাসা চারদিক। সাতপাকে বাঁধা পড়ার আগেই গর্জে উঠল মেঘ। মুষলধারে বৃষ্টি নামল আকাশের গা বেয়ে। মুহূর্তে নষ্ট হয়ে গেল জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন। হইহই পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। যে যেদিকে পারলেন ছুটলেন মাথা বাঁচাতে। বিশেষ দিনটি বৃষ্টির জলে মাটির মতো ধুয়ে যাওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সংস্কৃতী আর নরেন্দ্র। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। মুখে কথা নেই কারও। কত স্বপ্ন দেখেছিলেন এই

মাহীন-মহসিনের সঙ্গে সংস্কৃতী-নরেন্দ্র।

দিনের জন্য। দুই পরিবার চিন্তিত, লগ্ন পেরিয়ে গেলে তো মহামুশকিল।

ঠিক পাশেই একটি হলঘরে তখন 'ওয়ালিমা' (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'নিকাহ' পরবর্তী অনুষ্ঠান) চলছে। ঘরভর্তি অতিথি-অভ্যাগতরা। মঞ্চে মাহীন আর মহসিন কাজি। মনে কিছুটা সংকোচ নিয়েই সাহায্য চাইতে নরেন্দ্রর পরিজনরা গেলেন কাজি পরিবারের কাছে। যদি হলঘরের মঞ্চটি একবার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। সন্ধে ৬টা ৫৬ মিনিটের মধ্যে যে সাতপাকে বাঁধা পড়তে হবে সংস্কৃতী-নরেন্দ্রকে।

রাজি হতে একবারের জন্যও ভাবেননি ওঁরা। কাজিদের মাথায় আসেনি ওয়াকফ সংশোধনী বিতর্ক বা ৩৭০ ধারা উচ্ছেদ। কাওয়াডে-গালান্দেদের ভাবনায় ছিল না পহলগাম কাণ্ড। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়িয়েই তো গাওয়া হয় মানবতার জয়গান। এক বৃন্তে দুটি কুসুম একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে যেমন।

শুধুমাত্র মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া নয়, ওই পরিবারের আমন্ত্রিতরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রস্তুতিতে। উদ্দেশ্য একটাই, যেন সমস্ত নিয়ম মেনে পালিত হয় আচার। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে হিন্দু দম্পতিকে সাতপাকে ঘুরতে দেখছিলেন মাহীন-মহসিন।

এরপর বারোর পাতায়

প্রায় এক মাস পর ঘরে ফিরলেন পাকিস্তানের হাতে বন্দি বাংলার বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভিড় জমল হাওড়া স্টেশনে। শুক্রবার। -পিটিআই

নতুন দার্জিলিং হবে রঙ্গারুন চা বাগান

আয় মন বেড়াতে যাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : টুং-সোনাদা-ঘুম পেরিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে যখন-তখন আর পৌঁছে যেতে পারেন না অঞ্জন দত্ত। যানজটের নাগপাশে আটকে নাজেহাল হতে হয় মাঝপথে। এ তো গেল রাস্তার ছবিটা।

দার্জিলিংয়ে ঢোকার পরও নিস্তার নেই কিন্তু। পর্যটনের ভরা মরশুমে কখনও শৈলশহরের পথে হেঁটে দেখেছেন? সমাজমাধ্যমে সেই ভিডিও দেখে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন অনেকে। প্রকৃতি সৌন্দর্যের ডালি উলটে দিয়েছে দার্জিলিংকে সাজাতে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা যেন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরের।

সমীক্ষা বলে, পাহাড়ি অঞ্চল হিসেবে দার্জিলিংয়ের জনঘনত্ব অনেকটা বেশি। ভূমিকম্পপ্রবণ হিসেবে অতি স্পর্শকাতর এই শহরে বিপজ্জনকভাবে বহুতল মাথা তুলছে অবাধে। তাই 'নয়া দার্জিলিং' গড়ার কথা বারবার বলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই কাজে তৎপর হল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)।

প্রাথমিকভাবে জায়গা চিহ্নিত করা হচ্ছে।'

বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে দার্জিলিং একটি পরিচিত নাম। দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা প্রায় সারাবছর বেড়াতে আসেন। এই বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার ভিড়ে হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। যানবাহনের চাপে কার্যত

একের পর এক বহুতলে ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে দার্জিলিং। -ফাইল চিত্র

করে শিল্পপতি, বণিক মহল থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনকে নিয়ে বৈঠকে বসছেন জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। অনীতের কথায়, 'যানজট সমস্যা মেটাতে আমাদের নতুন দার্জিলিং গড়তে হবে। শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে একটি চা বাগান এলাকাকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে উপনগরী গড়ার পরিকল্পনা

অবরুদ্ধ শৈলশহর। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে কার্সিয়াং থেকে শুরু করে সোনাদা, ঘুম, জোড়বাংলো, দার্জিলিং রেলস্টেশন ছাড়িয়ে চকবাজার পর্যন্ত যানজট নিত্যদিনের ছবি। পর্যটন মরশুমে সোনাদার পর থেকে দার্জিলিং অবধি যানজট এতটাই তীব্র হয় যে, বাড়তি তিন-চার ঘণ্টা পথেই কাটে অধিকাংশ পর্যটকের।

এরপর বারোর পাতায়

তিস্তা ওঁদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। পুনর্বাসনের পর ভেবেছিলেন, জীবন বদলে যাবে। কেমন আছে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'তিস্তাপল্লি'। খোঁজ দিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

নয়া ঠিকানায় নরকযন্ত্রণা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : চম্পাসারি শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির পার করে পুরনিগম এবং পঞ্চায়েতের সীমান্তের সেতু পার করে ডান দিকের গলি ধরে মেঠোপথে প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তা। খানাখন্দে ভরা ওই রাস্তায় যেতে যেতে দূর থেকে কালিম্পংয়ের নীল পাহাড়ও দেখা যাবে। ওই পথ ধরেই পৌঁছোতে হবে ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝুয়া বস্তিতে। শহরের কোলাহল এবং কংক্রিটের জঙ্গল ছেড়ে ওই এলাকায় পৌঁছোলে মনে হবে যেন স্বর্গের দুয়ার। কিন্তু ওই স্বর্গদুয়ারেই নরক সমান যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে সর্বহারা কিছু পরিবারকে।

মাঝুয়া বস্তির শেষ প্রান্তে বাঁধের ওপারেই লালটং-চমকডাঙ্গির ১৩১টি পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছে রাজ্য সরকার। মাসছয়েক আগে পুনর্বাসন দেওয়ার সময় প্রত্যেক পরিবারকে দুই কাঠা করে জমি এবং একটি করে ত্রিপল দেওয়া হয়েছিল। এখনও সেই জমি এবং ত্রিপলই ভরসা ওই ১৩১টি পরিবারের। বৃষ্টি মাথায় ত্রিপলের তলায় রাত কাটাচ্ছে পরিবারগুলি।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া পোশাকি নাম 'তিস্তাপল্লি'। পুনর্বাসনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত তিস্তাপল্লিতে সরকারি কোনও আধিকারিকের দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কথা হচ্ছিল মণিকা ছেত্রীর সঙ্গে। তাঁর বাপের বাড়ি সরস্বতীপুর চা বাগান এলাকায়। ৩০ বছর আগে বিয়ে করে চমকডাঙ্গিতে স্বামীর ঘরে এসেছিলেন। গত ৩০ বছরে এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়নি তাঁর। সর্বস্ব গিয়েছে তিস্তার গ্রাসে। দুই ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন ত্রিপলে কাটিয়েছেন। এরপর মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকছেন। অন্যদিকে, ছেলে এবং স্বামী মিলে তৈরি করছেন ছোট কাঠের ঘর। দু'দিন হল স্বামীকে সহযোগিতা করতে তিনিও মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। এদিন ভাঙাচোরা নির্মীয়মাণ ঘরের কাছে মেয়েকে নিয়ে বসেছিলেন। শুকনো মুড়ি খেতে খেতে বলছিলেন, 'সব নিয়ে গিয়েছে তিস্তা। ছেলেমেয়েকে নিয়েই চিন্তা। কোনওক্রমে ধারদেনা করে মাথা গোঁজার জায়গা তৈরি করছি।'

এরপর বারোর পাতায়

রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ত্রিপলই ভরসা 'তিস্তাপল্লি'র বাসিন্দাদের। -সূত্রধর

ভোগান্তির দিনলিপি
- মাঝুয়া বস্তির শেষপ্রান্তে বাঁধের ওপারে ১৩১টি পরিবারকে পুনর্বাসন
- প্রত্যেক পরিবারকে দুই কাঠা করে জমি এবং একটি করে ত্রিপল দেওয়া হয়েছিল
- সে সময় দিন তিনেকের শুকনো খাবার দেওয়া হয়
- পানীয় জল বা বিদ্যুৎ জোটেনি পরিবারগুলির

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সেবকের কাছে রাতে রেললাইনের মাটি ধসল

নাগরাকাটা ও ওদলাবাড়ি, ২৩ মে : বুধবার গভীর রাতে প্রবল বৃষ্টিতে বাগ্রাকোট ও সেবকের মধ্যে চান্দা কোম্পানি এলাকায় রেললাইনের তলার মাটি ধসে গেল। দায়িত্বে থাকা ট্র্যাকম্যানের নজরে আসায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাগ্রাকোট স্টেশনে খবর দিলে দু'দিকের ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাত দুটো নাগাদ মাটি ধসে যাওয়ার কথা জানার পরই দ্রুত লাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়। রাত ৩টে থেকে বৃহস্পতিবার ভোর ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত মেরামতির পর ওই লাইনে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়। প্রাক বর্ষাতেই সেবক দিয়ে যাওয়া আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি লাইনের এমন অবস্থা হওয়ায় ভরা বর্ষায় পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

রেল সূত্রেই জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে লিস নদী লাগোয়া হিলাঝোরার জলোচ্ছ্বাসে বড়সড়ো ধস নেমেছিল রেললাইনের ধারে। অঝোর বৃষ্টির মধ্যে পেট্রলিংয়ের সময় বিষয়টি নজরে আসে ট্র্যাকম্যান দীপঙ্কর মজুমদারের। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিটকিতে তিনি খবর দেন বাগ্রাকোট স্টেশনে।

রেল সূত্রেই জানা গিয়েছে, হিলাঝোরার জলোচ্ছ্বাসে চান্দা কোম্পানি এলাকায় রেললাইনের ধারে ৩৮/২-৩ নম্বর পিলারের কাছে ১০-১৫ মিটারজুড়ে মাটি ধসে যায়। খবর পাওয়ার পরই যুদ্ধকালীন

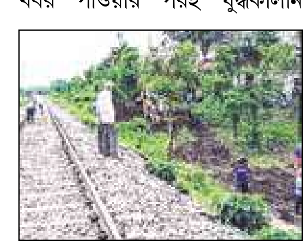
ধস মেরামতের কাজ চলছে।

বড় বিপদ
- হিলাঝোরার জলোচ্ছ্বাসে চান্দা কোম্পানি এলাকায় রেললাইনের পাশে ১০-১৫ মিটার এলাকায় ধস
- ট্র্যাকম্যানের নজরে পড়ায় বাগ্রাকোট স্টেশনে খবর দেন তিনি
- তিনটি ট্রেন আটকে দেওয়া হয়
- আড়াই ঘণ্টা কাজ করে ধস মেরামতি

তৎপরতায় কাজ শুরু হয়। সঠিক সময়ে মেরামতি না হলে এবং কয়েকটি ট্রেন সেখান দিয়ে পারাপার করলেই মাটি আরও সরে

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল খুব জরুরি এখন

গৌতম সরকার

নরেন্দ্র মোদি আসছেন। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় খবর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের সময়ই জানা গিয়েছিল। আগাম খবর ছিল না বিজেপির উত্তরবঙ্গের নেতাদের কাছেও। তাঁরা হতভম্বই হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ দিল্লির 'বজ্রনির্ঘোষে' এখন মোদির সমাবেশের জন্য লোক জোগাড়ে রাত-দিন এক করতে হচ্ছে তাঁদের। কেন আসছেন তিনি? অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যগাথা নাকি শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখে।

বিজেপির ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের দাবি সেরকমই। তিনি দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ফলে তাঁর কথার সত্যতা নিয়ে সংশয়ের কারণ নেই। আগামী বৃহস্পতিবার মোদির আলিপুরদুয়ারের জনসভা। ঠিক এক সপ্তাহ আগে গত বৃহস্পতিবার রাজস্থানের সভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দীপকের দাবির যথার্থতা স্পষ্ট। যুদ্ধ থেমে গেলেও রণহুংকার এখন মোদির অস্ত্র।

সগর্বে বলেছেন, '২২ তারিখ যারা মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, তাদের বদলা ২২ মিনিটে নিয়েছি।' একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। ধরে নেওয়া যায়, আলিপুরদুয়ারের সভাতেও সেই যুদ্ধোন্মাদনার ঢাকে কাঠি পেটাবেন তিনি। শুধু মোদির ভাষণে নয়, যুদ্ধের আবহের আরও নানা উপাদান এখন চারদিকে। আটদিনের ব্যবধানে পাক

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার
» সাতের পাতায়

অ্যাপলকে ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
» নয়ের পাতায়

বিরিয়ানি-প্রেমে আঘাত, বাড়ছে দূরত্ব

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : গত কয়েক বছরে বাঙালির খাদ্যতালিকায় বিরিয়ানির অবাক উত্থান। জন্মদিনে বন্ধুদের 'ট্রিট', অফিস পার্টি হোক বা দুর্গাপুজোয় নবমীর রাত- যে কোনও অনুষ্ঠানে হট ফেভারিট মোগল ঘরানার খাবারটি। ধীরে ধীরে বিয়ের মেনু কার্ডেও দাপট বাড়ছে। এমনকি যখন-তখন কম দামে খিদে মেটাতে বিরিয়ানি অর্ডার করেন অনেকে।

পাড়ার দোকান থেকে মাত্র আশি কিংবা বড়জোর একশো টাকা খরচ করলে গরম গরম এক প্লেট হাজির টেবিলে। সেই প্রেমে কিছুটা হলেও আঘাত হেনেছে শিলিগুড়ির কমোড-কাণ্ড। বিশ্বাসে ঘুণ ধরতে শুরু করেছিল বিরিয়ানির মাংসে পোকা পাওয়ার অভিযোগ ওঠার পর থেকে। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, অনেকেই এখন এড়িয়ে চলছেন লাল শালু দিয়ে মোড়া হাঁড়ির সেই অমোঘ ডাক। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা হতাশ বিরিয়ানির দোকান মালিকদের একাংশ। শুধু বিরিয়ানি নয়, ফ্রায়েড রাইস-চিকেন বা পোলাও-মাটনের কম্বোর চাহিদাও বেশ। কমোড-কাণ্ডের পর সেসব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছেন খাদ্যপ্রেমীরা।

বিশেষ দিনগুলোতে শুধুমাত্র পকেটের কথা চিন্তা করে যেখানে-সেখানে আর খাওয়া যাবে না, ঠিক করেছেন সুমিত দাস। এই শহরবাসীর কথায়, 'বাঘা যতীন পার্কে যে রেস্তোরাঁকে নিয়ে বিতর্ক হল, সেখানে অনেকবার খেয়েছি আমরা। ছবিটা দেখে গা শিউরে উঠেছিল। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি, কেউ শৌচালয়ে খাবার রাখতে পারেন।'

এদিকে, অভিযুক্তদের দোষারোপ করছেন শহরের অন্য বিরিয়ানি বিক্রেতারা। প্রধাননগরের দোকানদার সুকমল পাল বললেন, 'আগের থেকে বিক্রি সত্যিই কমেছে। সবার মনে একটা ভয় তৈরি হয়েছে। আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবার বিক্রি করি। এখন যদিও সেটা বললে কেউ বিশ্বাস করবেন না।' চেয়ারে বসে মাছি তাড়াচ্ছিলেন আশিঘরের ব্যবসায়ী অভিষেক সরকার। গলায় আক্ষেপের সুর, 'এক-দুজনের ভুলের মাশুল সবাইকে গুনতে হচ্ছে।' সুভাষপল্লির নেতাজি মোড়ের কাছে একটি রেস্তোরাঁর কর্মী রাহুল রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই ঘটনার পর থেকে তাঁদের ব্যবসায় প্রভাব পড়েছে। আগে গড়ে একদিনে ১০০ প্লেট বিরিয়ানি বিক্রি হত, এখন সেটা চল্লিশের নীচে নেমেছে।

কম দামে খাবার দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ্য সঙ্গ দেন ক্রেতারা। অথচ সেটা করতে গিয়ে যে স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সমঝোতা করতে হয় মাঝেমধ্যে, তা এখন মানছেন অনেকে। এই যেমন সৌরভ ঘোষ। পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তরুণটি দুপুরে কোনওদিন নান-চিলিচিকেন বা কোনওদিন বিরিয়ানি খান। কমোডের পাশে বিরিয়ানির ছবি দেখার পর থেকে এড়িয়ে চলছেন সেসব। সৌরভের বন্ধু রাজীব সাহা অবশ্য বলছেন, 'কম হোক, টাকা তো নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

এরপর বারোর পাতায়

খাচ্ছিটা কী

ক্রেতার দেখা নাই রে... সেবক রোডের একটি বিরিয়ানির দোকানে।

নেপাল সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে গ্রেপ্তার হল এক বাংলাদেশি তরুণ! জাল আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড বানিয়ে নেপাল সীমান্তে প্রায় এক বছর ধরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বসবাস করছিল সে। তরুণের নাম রঞ্জিত বর্মন। ২৮ বছরের রঞ্জিত বাংলাদেশের রংপুর ডিভিশনের বাসিন্দা।

ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সীমান্তে টহল দিচ্ছিলেন। সেসময় ওই তরুণকে দেখে সন্দেহ হলে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসএসবি। ধৃতের কাছ থেকে মেলে বাংলাদেশের জন্ম শংসাপত্র, পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ভারতীয় ভোটার এবং আধার কার্ডও।

এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে ধৃত বাংলাদেশি রঞ্জিত বর্মন। -সংবাদচিত্র

এসএসবির এক আধিকারিক জানান, ধৃত ২০২১ সালে ভারতীয় ভিসা নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। দুই মাস ভারতে থাকার পর সে বাংলাদেশে ফিরে যায়। ছয় মাস পর পুনরায় চোরাপথে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় যায়। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর এক এজেন্ট মারফত মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কোচবিহারে গিয়ে প্রথমে জাল আধার কার্ড করে। পরে ২০২৪ সালে তৈরি করে ভারতের ভোটার কার্ড। ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির পর গতবছর থেকে বসবাস শুরু করে পানিট্যাঙ্কি গৌরসিংজোতে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার রাতেই খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেন এসএসবির আধিকারিকরা। তাকে শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, এদিন বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চলতি মাসে বেশ কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জে এক বাংলাদেশি ধরা পড়ে বিএসএফের হাতে। ধৃত চার বছর ধরে মেখলিগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত এবং সেইসঙ্গে একটি মসজিদে ইমাম হিসেবেও নিযুক্ত ছিল। তার কাছ থেকে একাধিক ভারতীয় পরিচয়পত্র মেলে। আরেক বাংলাদেশি মহিলা প্রায় পাঁচ বছর ধরে শিলিগুড়িতে বসবাস করছিল।

ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫

নিউজ ব্যুরো

২৩ মে : দুর্গাপুরের ডঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্প্রতি দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে 'ডঃ বিসি রায় কৃতী সম্মান ২০২৫'-এর আয়োজন করে। কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন এরকম চারজন শিক্ষককে সম্মান জানানো হয়। পাশাপাশি দুর্গাপুরের বিভিন্ন বোর্ডের দশম ও দ্বাদশের কৃতী পড়ুয়াদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সমস্ত শিক্ষক কলেজের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

e-TENDER NOTICE

Sealed tender are hereby invited by the Executive Officer, H.C.Pur-I Panchayat Samity SBKT under SBM(G) NIT e4H1DB202526 vide Memo No. 303, Date : 22/05/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C.Pur-I Panchayat Samity
Malda

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৩০ অফ ২০২৫; তারিখ : ১৯-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ১; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড সংযুক্ত" (গ্রিডে) সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউল স্থাপন। (পর্ব-I) (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)। টেন্ডার মূল্য: ৭৬,৪৯,৩২৬.৬৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১,৫৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ২; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার-তেজনারায়ণপুর-আরজিএম সাইডিংয়ের কলস্থ -২ এসআর.ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন ২টি স্টেশন। টেন্ডার মূল্য: ৩,২০,৭১,৮৯৩.৪৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,১০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৩; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বাগডোগরা ইয়ার্ডের ড্রেনেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ৩,৪১,৩৩,৭৪৭.২৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৩,২০,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৪; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড (এসএল)-টিবিটিআর (এইচ-বিইএএম)-৩৭৮ এনএস। টেন্ডার মূল্য: ১,৪০,৮৬,৩১৮.২৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,২০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৫; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : এলসি-২৬, এলসি-৫১, এলসি-৩৯, এলসি-১৬, এলসি-৮, এলসি-২ এবং ৩-এ ডিইএন/এল/কাটিহারের এখতিয়ারের অধীনে আইপিএস-এর বিধান (এলসি-১৬, এলসি-২৬, এলসি-৩৯ এবং এলসি-৫১ শুধুমাত্র)। টেন্ডার মূল্য: ১৮,৮০,৯৭,৩৮৪.৭১/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১০,৯০,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৬; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (ক) এসআর.ডিইএন/I/ কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বর ক্রসিং বডির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বর ক্রসিং বডির মধ্যে ১টি সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (খ) এসআর.ডিইএন/II/ কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বর ক্রসিং বডির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বর ক্রসিং বডির মধ্যে ১টি, সুইচ ইত্যাদির রিকন্ডিশনিং। (গ) এসআর.ডিইএন/IV/কাটিহারের আওতাধীন ১২ নম্বর ক্রসিং বডির মধ্যে ১টি এবং ৮.৫ নম্বর ক্রসিং বডির মধ্যে ১টি ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ১,৪৯,১২,৭৭৬.৫২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,২৪,৬০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৭; আইটেম সংক্ষিপ্ত বিবরণ : কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ০৮ (আট) নং "ইইসিআই" তৈরির ডিজিটাল আল্ট্রাসনিক এটি ওয়েল্ড টেস্টার (মডেল-৩২২এটি) এর সার্ভিসিং এবং মেরামতের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (এএমসি) চুক্তির চার্জ, ০২ বছরের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনে চতুর্থবার। টেন্ডার মূল্য: ৯,৮৭,২৩২.৫৩/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১৯,৭০০/- টাকা; উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন রেলে লীজ এসএলআরের লাইসেন্স প্রদানের হেতু ই-নীলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলের এসএলআর লীজিংয়ের জন্যে ই-নিলাম। বিবরণঃ এসএলআর কোচ পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. সী-এপি-পিসিএল-লীজ

এলইউবি নং.	এলঅ'টি সংখ্যা-শ্রেণী	ট্রিপচ
৪৪/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/২	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএপিটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/৪	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/৫	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/৬	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/৭	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/৮	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১১	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএপিটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১২	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১৩	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১৪	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএপিটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১৫	১৫৪৮১-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
৪৪/১৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১৮	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/১৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/২০	১৫৪৮১-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
৪৪/২১	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
৪৪/২২	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএপিটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হাতির আচরণে সতর্কতার পাঠ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : প্রজননের মরশুমে রেললাইনের উপরে চলে আসা হাতির মৃত্যু আটকাতে লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। শুক্রবার ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন রেলের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে এ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে বন দপ্তরের কর্তারা রেলকর্মীদের হাতির আচার-আচরণ সম্পর্কে পাঠ দেন। এদিনের কর্মশালায় বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট) রেঞ্জের নুর ইসলাম, ডিভিশনাল সেফটি অফিসার রবি চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রাকেশকুমার ঝা, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেফটি অফিসার সঞ্জীব দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাজাভাতখাওয়া (ওয়েস্ট)-র রেঞ্জ অফিসার নুর বলেন, 'হাতির প্রজননের মরশুমে সকলকে অতি সতর্ক থাকতে হবে। কোথায় কখন হাতি থাকছে তা বোঝা সম্ভব নয়। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় দূর থেকে হাতির উপস্থিতি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তাই লোকোপাইলট ও সহকারী লোকোপাইলটদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।'

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, NAGRAKATA, JALPAIGURI

Admission for class XI 2025-26

Applications are invited for admission to Class 11 in the Science and Arts Streams.

Important Information :

- Only English version students are eligible to apply. Students from CBSE and ICSE can also apply.
- The School is fully subsidized for the ST Students, therefore ST certificate is mandatory during the submission of the form.
- Documents such as Secondary admit card, marksheet and ST certificate will be required at the time of submission of forms.
- Students will be selected on the basis of merit through an admission test.
- Admission Test Syllabus : Based on the Class 10 Syllabus.

Admission Forms Submission :

- From 29th to 31st May : 11:00 A.M. to 2:00 P.M. (School Office)
- From 2nd June Onwards : During normal School Hours
- Last date of form submission : 10th June
- Admission Test Date : 17th June
- Follow the district website **https://jalpaiguri.gov.in/notice_category/announcements/** for further updates.

Sd/-
Teacher-in-Charge
EMRS, Nagrakata

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION

"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
email: secretary.wbbpe@gmail.com / Website: https://wbbprimaryeducation.org

NOTICE

It is hereby notified for information to all concerned that the existing website of the West Bengal Board of Primary Education (www.wbbpe.org & www.wbbprimaryeducation.org) will be discontinued on and from **26 May, 2025** and replaced with a new website **https://wbbpe.wb.gov.in**

It is also informed to all concerned that all the information available in the existing website will be transferred to the new website.

All concerned persons and/or stakeholders are requested to act accordingly.

Date : 23.05.2025

Sd/-
Secretary, WBBPE

বামনহাট ইয়ার্ডের উন্নতকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১০-এপিডি-II-২০২৫। কাজের নামঃ [illegible] বামনহাট ইয়ার্ডের উন্নতকরণ [illegible]। টেন্ডার রাশি [illegible]/- টাকা। বায়না রাশি ১,৯১,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGE TENDER NOTICE

Construction of Modifide Leach Pit and Filter Chamber at various places under Harirampur Panchayat Samity as per NIT No.-05/HRP/PS/DD, Dt-21.05.2025
Last date of submission - 29.05.2025 upto15.00 P.M.
Date of opening tender-02/06/2025 after 11.00 A.M. & NIT No.-06/HRP/PS/DD, Dt-22.05.2025.
Last date of submission - 30.05.2025 upto 13.55 P.M.
Date of opening tender - 02.06.2025 after 11.00 A.M.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block
Dakshin Dinajpur

আজ টিভিতে

জোনাকি-ধ্রুবকে ছাড়াতে এল কে? **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কুরুক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ নাগপঞ্চমী, সন্ধে ৭.০০ বন্ধন, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ খাদ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৪.৫০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, সন্ধে ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.৩০ যোদ্ধা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ ভালোবাসা, দুপুর ১.৫৫ দিওয়ানা, বিকেল ৫.০৫ জোয়ার ভাঁটা, রাত ৯.৩০ পদাতিক, ১২.২৫ বিয়ে বিভ্রাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কথা দিলাম, সন্ধে ৭.৩০ মধুর মিলন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন, রাত ৯.০০ ভিলেন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০০ কালা পত্থর, দুপুর ১.৪৫ মনসুন শুটআউট, বিকেল ৩.৪৫ দিওয়ানা, সন্ধে ৭.১৫ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ১০.৩০ আ জেন্টলম্যান- সুন্দর, সুশীল, রিস্কি

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৩০ সাথী, বিকেল ৪.২৭ পাথু থালা, সন্ধে ৭.৩০ খলনায়ক, রাত ১০.৪৭ নাগিন কা ইন্তেকাম

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৬ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.০৯ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৫০ হোগি পেয়ার কি জিত, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ বাদল

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বিকেল ৩.২৬ উঁচাই, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ লয়লা মজনু

কালা পত্থর
সকাল ১০.০০ **স্টার গোল্ড**

যুদ্ধ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

পদাতিক (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_জিএস_১২_২৫-২৬; তারিখ : ১৯-০৫-২০২৫; টেন্ডার নং : ইএল_জিএস_১২_২৫-২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : কাটিহারের ডালখোলা, নিউ জলপাইগুড়ি, জোগবনী, মালদা কোর্ট, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া জং., রানীপাত্র, তালালগড়, রাঙ্গাপানী, বাগডোগরা, আলিনা-তে আসবাবপত্রের আধুনিকীকরণ সহ বিদ্যমান পণ্য অফিসের আপগ্রেডেশন (ইলেক্ট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য : ৩০,৭০,৯০৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬১,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ১২-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের দরপত্রের সম্পূর্ণ নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ১২-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/১৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে; আইটেম নং ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডিব্রুগড় টাউনে - নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার (৮টি ইউনিট) নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৫,৭৯,৪৩৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭৭,৯০০/- টাকা; আইটেম নং ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নর্থ লখিমপুর-মুরকংসেলেক সেকশনের মাঝামাঝি (সেতু নং ৭২৩ এবং ৬৮০) আন্ডার ওয়াটার পরিদর্শনের সময় যে কোন কোন স্থানে ফাটল/গহ্বর পাওয়া গেছে সেই গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলির ভিত্তির বিশেষ মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ২,৩৩,৬৫,৫৬৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৬৬,৮০০/- টাকা; উপরোক্ত সব টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা তারিখ ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৬:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭ *ইমেল : s692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট-IV-এ" [রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

কিউআর কোড

ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশনের ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫
কানাইয়া কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৮৮৩৯৩৮১১৮৬

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide **N.I.T. No 03/PS/PHD/2025-26, Date-23/05/2025 and Last date for Submission of Bids-30/05/2025 upto 03.30 P.M.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Executive Officer, Phansidewa Panchayet Samity

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road,
Hakimpara Siliguri-734001
NIeT No.-04-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : 23.05.2025 (server clock), Last date of submission of bid : 29.05.2025 (server clock). All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

কর্মখালি

Female staff required for Momo Shop in Noida. Salary with accommodation & food. 8116468919 (C/116516)

•

পরিশ্রমী Floor Manager - Under 30, H.S.(P) চাই। Mall in Gangtok. 9434117292. (C/116362)

অ্যাফিডেভিট

গত 22.5.2025 শিলিগুড়ি E.M.Court-এ আমি Dweepashree Ghosh বিবাহের পরে Dweepashree Pal বলে পরিচিত হইলাম, Affidavit করে। (C/116550)

•

DL.WB7320150270999 এ Tittle ভুল থাকায় গত 22/05/2025 তারিখে Siliguri EM. কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট করে আমি Punya Jha থেকে Punya Roy হলাম। (C/116558)

•

I, Anindita Sarkar Dey, W/o- Susanta Dey, r/o-S J Road by lane, Ward No. 06, Subhaspally, Kotwali, Coochbehar (WB) shall henceforth be known as Anindita Dey as declared in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Sadar, Coochbehar vide affidavit no. 94AB188131 dated 20.05.2025. Anindita Sarkar Dey & Anindita Dey both are same and identical person. (C/116562)

কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল গ্যাসের যোগান

টেন্ডার নং. সিএমডি-ইএমপি-২০২৫-২৬-০১ তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে মেডিক্যাল গ্যাস যোগান জন্যে দর টিকা। বায়না রাশিঃ ৩৩,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২০-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গুডস ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল_জিএস_১১_২৫-২৬, তারিখঃ ১৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ইএল_জিএস_১১_২৫-২৬, কাজের নামঃ রাঙ্গাপানিতে গুডস ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন যেমন ওয়াটার বুথ, মার্চেন্ট রুম, গুডস অফিস, ড্রেনেজ, ইলেকট্রিক্যাল কাজ, সিসিটিভি ইত্যাদির ব্যবস্থা। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। আনুমানিক মূল্যঃ ৬১,৫৬,৭১৫.৫১ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,২৩,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। রাজনৈতিক নেতাদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও তা সময়মতো শেষ করতে পারবেন। বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ। কর্কট : অসংযত জীবনযাপনের জন্য প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। দাম্পত্যে শান্তি বিঘ্নিত হবে। সিংহ : কাউকে বিশ্বাস করে কোনও কিছু দিলে ফেরত নাও পেতে পারেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। কন্যা : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। তুলা : কোনও নিকট আত্মীয়ের মিথ্যা প্রলোভনে অর্থ নষ্ট। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। বৃশ্চিক : পারিবারিক কোনও সমস্যা থাকলে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনায় মিটিয়ে নিন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। ধনু : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। সর্দি, কাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। মকর : বাইরের মশালাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। কুম্ভ : বহুজাতিক কোম্পানিতে লোভনীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। সাংসারিক সমস্যা কেটে যাবে। মীন : প্রিয়জনের ভালোবাসায় মানসিক চাপ কাটবে। মামলা-মোকদ্দমায় জয় নিশ্চিত।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ২৪ মে, ২০২৫, ৯ জেঠ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৫ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১২। শনিবার, দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৪।২। রেবতীনক্ষত্র দিবা ১০।৪৮। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ১২।৩৩। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৫।১৩ গতে তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।২ গতে গরকরণ রাত্রি ২।৪৯ গতে বনিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১০।৪৮ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৬।৩৬ মধ্যে ও ১।১৪ গতে ২।৫৩ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৩৩ মধ্যে ও ৩।৩৬ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।২ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৬।৩৬ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩৩ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।৫১ মধ্যে বৃশ্চিক ও ধনুলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।৩৮ গতে ২।৪৩ মধ্যে কুম্ভ ও মীন লগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর ত্রিকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৩৮ গতে ৬।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৬ মধ্যে ও ১১।১৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Reliance
Growth is Life
Jio Mart
টাইম আর টাকা দুটোই বাঁচান
Quick
Scheduled
Biscuits, Drink & Packaged Foods
Ice Cream & Frozen
Chips & Namkeens
Biscuits & Cookies
Chocolate s &...
Indian Sweets
Drinks & Juices
Breakfast Cereals
Noodles, Pasta &...
Quick ফ্রি হোম ডেলিভারী
লো প্রাইস গ্যারান্টি
0 জিরো অতিরিক্ত চার্জ
ফ্ল্যাট ₹100 ছাড়*
আপনার 1ম Quick গ্রোসারি অর্ডারের উপর
*ন্যূনতম ₹399-এর কেনাকাটার উপরে।
ব্যবহার করুন কুপন কোড
JMNEW100
ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন
*T&C Apply
টমেটো 1 kg
বাজারের দাম ₹ 40
জিওমার্ট প্রাইস ₹29
ম্যাঙ্গো হিমসাগর 1 kg
বাজারের দাম ₹ 60
জিওমার্ট প্রাইস ₹39
ম্যাঙ্গো ল্যাংড়া 1 kg
বাজারের দাম ₹ 80
জিওমার্ট প্রাইস ₹49
কোয়ালিটি ওয়ালশ প্যাক / টাবস্ 700 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 140 থেকে শুরু
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 70 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 50% ছাড়
বিঙ্গো! / প্রিঙ্গলস্ চিপ্স 75 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 20 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 40% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 12 থেকে শুরু
কোল্ড ড্রিঙ্ক 750 ml / জ্যুস 600 ml (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 40 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 25% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 30 থেকে শুরু
মহাকোষ রিফাইন্ড সয়াবিন অয়েল 840 g / ফরচুন কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
এমআরপি ₹ 164 / ₹ 190
জিওমার্ট প্রাইস ₹125/ ₹157
সঞ্চয় ₹ 39 / ₹ 33
ম্যাককেইন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস 420 g
এমআরপি ₹ 125
জিওমার্ট প্রাইস ₹49
সঞ্চয় ₹ 76
ট্রেসেমে / হিমালয়া / ডাভ শ্যাম্পু 340 ml (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 310 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 33% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 207 থেকে শুরু
টাইড 6 kg + 2 kg / সার্ফ এক্সেল ডিটারজেন্ট পাউডার 7 kg / এরিয়েল / সার্ফ এক্সেল মেটিক লিকুইড 4 L / কমফোর্ট ফেব্রিক কন্ডিশনার 2 L (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹ 550 থেকে শুরু
ফ্ল্যাট 40% ছাড়
জিওমার্ট প্রাইস ₹ 330 থেকে শুরু
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 25ই মে 2025 তারিখ নির্বাচিত পিন কোড-এ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

ভেটাগুড়ির একটি বাড়িতে এই বিশাল বাংকার নিয়েই রহস্য বাড়ছে।

ভেটাগুড়িতে রহস্যময় বাড়ি

মিলল বাংকার, চিন্তা পুলিশের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভেটাগুড়ি, ২৩ মে : ধানখেতের পাশে টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি বাড়ি। ভেতরে দুটো চালাঘর। আর পাঁচটা গ্রাম্য বাড়ির মতন আপাতসাধারণ ওই বাড়ির ভেতরেই গোপনে তৈরি হচ্ছিল বিশাল বাংকার। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, রাত হলেই বাড়িতে আনাগোনা শুরু হত বহিরাগতদের। যাতায়াত করত নানা ধরনের গাড়ি। দিনহাটার ভেটাগুড়ির সিঙ্গিজানি গ্রামের রহস্যময় ওই বাড়িটিই আপাতত পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার বাড়িটিতে অভিযান চালায় পুলিশ। গ্রামবাসী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি, অভিযানের সময় বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তারপর থেকে আরও জটিল হয়েছে রহস্য। ওই বাড়িতে ঘাঁটি গেড়ে কি পাচারচক্রের কারবার চলছিল, নাকি করা হচ্ছিল নাশকতার ছক? অভিযানের চারদিন পরও তা খোলসা করছেন না পুলিশের কর্তারা।

ওই বিষয়ে কোনও কথাই বলতে রাজি নন দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র। সব শুনে তাঁর উত্তর, ‘এ বিষয়ে কিছু জানি না’। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলে তিনিও ‘ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলব’ বলে ফোন কেটে দেন। পুলিশি অভিযানের পর থেকেই গোটা বাড়িটি ভাঙচুর হওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কারা বাড়িটিতে ভাঙচুর চালাল তা-ও স্পষ্ট নয়।

রহস্যময় বাড়িটি ভেটাগুড়ি পুলিশ ক্যাম্প থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত। পুলিশের নাকের ডগাতেই ডেরা বেঁধে বড় ছক কষা হলেও কেন কিছু টের পাওয়া গেল না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রিয়াংকা সরকার দে’র কথা, ‘পুলিশ বাড়িটিতে অভিযান চালানোর পর অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। বাড়িটিতে বিশাল বাংকার তৈরি করা হচ্ছিল। এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে জেনেছি বাইরের লোকজনও বাড়িটিতে আসত।’ প্রিয়াংকার স্বামী তৃণমূল নেতা গৌতম দে বলেন, ‘পুলিশ তল্লাশির সময় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে বলেই শুনেছি। ভেতরে ভেতরে বড় কোনও পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে পারত। আমরা নজরদারি চালাচ্ছি।’

চুপ প্রশাসন

- মাস ছয়েক আগেই তৈরি হয় বাড়িটি
- বাড়ির ভেতরে দু’মাস ধরে তৈরি হচ্ছিল বিশাল বাংকার
- রাত হলেই বাড়িতে আনাগোনা শুরু হত বহিরাগতদের, যাতায়াত করত গাড়ি
- গ্রামের বাড়িতে লাগানো হয়েছিল সিসি ক্যামেরা
- অভিযান নিয়ে কোনও কথাই বলছেন না পুলিশকর্তারা

গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, রহস্যময় বাড়িটি মাস ছয়েক আগে তৈরি হয়েছিল। হোসেন আলি, তার দুই ছেলে হাসান, ওসমান এবং পরিবারের আরও দু’-তিনজন সদস্য সেখানে থাকতেন। কোচবিহারের ঘুঘুমারি এলাকাতেও হোসেনদের একটি বাড়ি ছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে গাঁজা পাচার করতে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে গিয়ে ধরা পড়ে ওসমান। সে খবর জানাজানি হতে এলাকায় শোরগোল পড়েছিল। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ বিশাল পুলিশবাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক তাঁরা অভিযান চালায়। বাড়ির এক সদস্যকেও আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ।

সিঙ্গিজানির পঞ্চায়েত সদস্য মৌমিতা বর্মনের কথায়, ‘তৈরির কিছুদিন পর থেকেই বাড়িটি সম্পর্কে নানা রসহ্যজনক তথ্য জানা যাচ্ছিল। বাড়ির ভেতরে গাড়ি মেরামতির কাজ হত। নানা ধরনের গাড়ি রাতে বাড়িটি থেকে বের হত। সম্প্রতি বাড়িটির চারদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। গ্রামের বাড়িতে সিসি ক্যামেরা দেখে প্রতিবেশীরাও অবাক হয়েছিলেন। পুলিশ অভিযানের পর জানলাম মাস দুয়েক ধরে বেশ কিছু বাইরের শ্রমিক বাংকার তৈরির কাজ করছিল।’

সূত্রের খবর, দিনহাটা ও সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ দল ভেটাগুড়িতে অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি পুরোনো গাড়িও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। রহস্যময় ওই বাড়িতে মালদা, মুর্শিদাবাদ, কিশনগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষের যাতায়াতের হদিস পেয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাদের বিশেষ দল এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। বাড়ি থেকে বেআইনি কারবারে বাংলাদেশ-যোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা। আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারাও। দু’দিন আগেই শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক সভায় নাশকতা রুখতে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিন দিকে সীমান্ত ঘেরা দিনহাটা মহকুমার ভেটাগুড়ির রহস্যবাড়িতে বাংকার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে সাধারণের মধ্যে।

তথ্য সহায়তায়- অমৃতা দে

সভাকক্ষ এখন গুদাম

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ মে : সরকারি টাকায় তৈরি অতিথিনিবাস ও সভাকক্ষ এখন গুদামে পরিণত হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের স্কুল পড়ুয়াদের বিতরণের জন্য সেখানে সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল রাখা হচ্ছে। কালেভদ্রে সরকারি বৈঠক হয়। এছাড়া আর কোনও কাজেই লাগছে না ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের সভাকক্ষটি। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা বললেন, ‘অতিথিনিবাস ও সভাকক্ষ ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।’

২০২২ সালে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয় মহানন্দা সভাকক্ষ ও অতিথিনিবাস। এখন সেখানে অতিথি আসা দূর অস্ত, বরং মাকড়সা জালে ঢাকা সভাকক্ষের অবস্থা করুণ। একসময়ে এই সভাকক্ষ ভাড়া দিয়ে আয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই উদ্যোগও বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে, ফাঁসিদেওয়ার প্রাণকেন্দ্রে নেই কোনও লজ। ভবনটি বসবাসের উপযুক্ত হলে বিডিও অফিস ভাড়াবাবদ আয় করতে পারত। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সভাকক্ষ ভাড়া দেওয়া যেতে পারত।

যদিও নাগরিকরা জানেন না অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সভাকক্ষ ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। অতিথিনিবাসের পরিকাঠামোও বেহাল। নেই জলের সংযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা জিতেন দাসের কথায়, ‘অনেক সময় ফাঁসিদেওয়ায় বাইরের লোকজন আসেন। থাকার ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যায় পড়েন ওঁরা। অতিথিনিবাস ও সভাকক্ষটি চালু হলে উপকার হত।’ একই কথা বলেছেন চটহাটের বাসিন্দা মহম্মদ সমিরুল। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

পানীয় জলসমস্যা ট্রাফিক গার্ডে

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : স্টেশন ফিডার রোডে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল সরবরাহের পাইপ ফেটে রয়েছে। যে কারণে জল আসছে না জলপাই মোড় ট্রাফিক গার্ডের রিজার্ভারে। জলপাই মোড় ট্রাফিক গার্ডের ওই রিজার্ভারে পুরনিগমের জল সঞ্চয় করা হয়।

এরপর ওই জল পিউরিফাই করা হয়। স্থানীয় কিছু পরিবার, পথচলতি পড়ুয়া এবং টোটো, অটো চালকরা ওই এলাকা থেকে জল সংগ্রহ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পাইপ ফেটে থাকায় জল পাওয়া যাচ্ছে না।

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে পুরকর্তাদের জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন মাস কেটে গেলেও এখনও সমস্যার সমাধান করা হয়নি। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অনেককে।

গ্রামেও স্বাস্থ্যবিধি জলাঞ্জলি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : কমোডের পাশে বিরিয়ানি, ভাত আর মাংস দেখে আঁতকে উঠেছিলেন সবাই। তারপর থেকে শহর শিলিগুড়িতে অভিযান হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে। অভিযোগ, খাবারের গুণগত মান, ট্রেড বা ফুড লাইসেন্স নিয়ে মাথা ঘামান না অধিকাংশ ব্যবসায়ী। এবার নজর একটু ঘোরানো যাক মহকুমার গ্রামাঞ্চলে।

সেখানেও কিন্তু নিয়ম ভাঙা দস্তুর। সড়কের দু’ধারে অসংখ্য দোকান চোখে পড়ে। যেখানে স্বাস্থ্যবিধিকে নিম্নমানের মশলা মাখিয়ে পোড়া তেলে ডুবিয়ে ভাজা হচ্ছে রোজ। তারপর গামলায় ঢেলে মজুত করা হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের অবশ্য দাবি, ‘গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার সময় ফুড লাইসেন্স সহ ক্যাফে কিংবা রেস্তোরাঁ খোলার জন্য প্রয়োজন নথি দেখে দেওয়া হয়।’

এদিকে, উলটো কথা বলছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরা। তাঁদের দাবি, অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স নেওয়ার সুবিধা চালু হওয়ার পর থেকে এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাঁদের কাছে আর থাকছে না। একজন বলছিলেন, ‘চোখের সামনে দেখছি, একের পর এক খাবারের দোকান খুলছে। আদৌ সেসবের ফুড লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কি না- জানি না।’ প্রতিটা দোকানে গিয়ে নথিপত্র যাচাই করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, এমন দাবি করে দায় এড়াচ্ছেন প্রধানরা। পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ সাহিদের অভিযোগ, ‘কোনওরকম নিয়মনীতি মানা হয় না। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স বের করে ব্যবসা চলছে।’

৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের দু’পাশ দিয়ে গজিয়ে উঠেছে হোটেল, রেস্তোরাঁ।

অনিয়ম

- দার্জিলিং মোড় হয়ে সুকনার পথে রাস্তার দু’ধারে দোকানঘর ভাড়ায়
- অনেকে বাড়ির পাশে খুলেছেন খাবারের দোকান
- এখন অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা
- প্রধানদের দাবি, বাকি নথি দেখে লাইসেন্স দেওয়ার সুযোগ নেই তাঁদের
- বেনিয়মের অভিযোগ জনপ্রতিনিধিদের গলায়

তাহলে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের দায় কার? মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির আশ্বাস, ‘আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নজরদারি চালাচ্ছি। নিয়মভঙ্গের কারণে সম্প্রতি দুটো রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

পাথরঘাটা, আঠেরোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অবস্থা উদ্বেগজনক। দার্জিলিং মোড় হয়ে সুকনা যাওয়ার পথে রাস্তার দু’ধারে দোকানঘর তৈরি করে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। সেখানে খুলছে ক্যাফে, রেস্তোরাঁ এবং ফাস্ট ফুডের দোকান। বাড়ির একপাশে নিজেই খুলছেন কেউ কেউ। কী কী নথি রয়েছে? একটি ক্যাফের কর্মী একগাল হেসে বললেন, ‘আমরা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এটা খুলেছি। ধীরে ধীরে বাকি কাগজপত্র জোগাড় করছি।’

জাতীয় সড়ক লাগোয়া একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বাড়ির বারান্দায় ক্যাফে চালু করা হয়েছিল অনেকদিন আগে। টিনের শেড দিয়ে সেটার আয়তন বাড়ানো হয়েছে এখন। অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা রয়েছে কী? ওই ক্যাফের কর্মী অনিল থাপার জবাবে ধোঁয়াশা, ‘আছে হয়তো। পরে আসুন, বের করে দেখাব।’

মহকুমা পরিষদ এলাকার প্রতিটা প্রান্তে এমন উদাহরণ ছড়ানো-ছেটানো। অসহায় শোনালো আঠেরোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যূথিকা খাসনবিশকে, ‘একের পর এক ক্যাফে, রেস্তোরাঁ তৈরি হচ্ছে। ভেতরে কীভাবে কাজ হয়, জানি না। আমরা বড় জোর, সমীক্ষা চালিয়ে কোন এলাকায় ক’টা খাবারের দোকান, সেই হিসেব বের করতে পারি। কিন্তু নিয়মিত অভিযান চালাতে হবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে।’ তবে নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ। প্রশ্ন ওঠে, সাধারণ মানুষকে অভিযোগ জানাতে হবে কেন? পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মীর অভাবে হয়তো নিয়মিত অভিযান চালানো সম্ভব নয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে। তবে আচমকা অভিযান চালাতেই পারেন জনপ্রতিনিধিরা। এতে অন্তত একাংশ ব্যবসায়ীরা সতর্ক এবং সচেতন- দুই-ই হবেন।

ভাড়াটেদের তথ্য জানতে সক্রিয় পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : জঙ্গি কার্যকলাপ কোনওভাবে যাতে উত্তরবঙ্গে প্রভাব না ফেলতে পারে, সেজন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় কোথায়, কে ভাড়ার অছিলায় আস্তানা গেড়ে বসে রয়েছে, সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্যই নেই প্রশাসনের কাছে। এই পরিস্থিতিতে ভাড়াটেদের এই তথ্য বের করাটাই পুলিশের কাছে বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

আর সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তাদেরও। এবার বাড়ি মালিকরা থানায় এসে যাতে ভাড়াটেদের তথ্য দিয়ে যান, সেই ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। প্রতিটি এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে। পাশাপাশি থানাগুলোকে নতুন একটি আবেদনপত্রও দেওয়া হবে। যেখানে বাড়ির মালিকরা ভাড়াটেদের সমস্ত তথ্য দেবেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, ‘দ্রুত আমরা থানাগুলোতে সার্কুলেশন জারি করব।’ তারপর সংগৃহীত তথ্য আপলোড করা হবে পোর্টালে।

শহর শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় ভাড়াটেদের তথ্য বরাবরই একটি বড় সমস্যার কারণ। অপরিচিত কেউ বাড়িভাড়া চাইতে এলেও তাঁর কোনও তথ্যই নিচ্ছেন না বাড়ি মালিকরা। বেশি মুনাফার ‘লোভে’ বাড়িতে জায়গা দিয়ে দিচ্ছেন। গত কয়েক মাসে শহর শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন মহকুমা এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি গ্রেপ্তার হয়েছে। যেমন, ভিনরাজ্যে অপরাধ করে এসে অসুস্থতার পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি শহরের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতে শুরু করে। পরে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় তাকে পাকড়াও করে ভিনরাজ্যের পুলিশ। অন্যদিকে, মেডিকেল ফাঁড়ির একটি অ্যাপার্টমেন্টে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বাস করছিল এক বাংলাদেশি দম্পতি। অথচ সেই বিষয়ে কোনও তথ্যই ছিল না পুলিশের কাছে। পরে অবশ্য তাদের গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। মাসতিনেক আগে এরকমই এক বাংলাদেশি হুইলচেয়ারে ঘোরাঘুরি করছিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সামনে। সেও ধরা পড়ে পুলিশের জালে। নিয়ম পুরোনো হলেও এ ব্যাপারে যে কোনও পক্ষই সচেতন নয়, এই ঘটনাগুলিতে তা পরিষ্কার, বলছিলেন শহরবাসী অনিন্দ্য দাস। তাঁর কথায়, ‘নিয়ম রয়েছে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই নিয়ম অকেজো হয়ে গিয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকাও কিন্তু এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না।’ পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানালেন, তাঁরা একসময় প্রচার চালিয়েছিলেন। নাগরিক আলোচনায় এই ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, ‘সকলের কাছে অনুরোধ করব, দেশ এবং রাজ্যের স্বার্থে সবাই যেন ভাড়াটিয়ার তথ্য পুলিশে দেন। সেইসঙ্গে কাউন্সিলারদেরও যেন সবটা জানিয়ে রাখেন।’

তৎপরতা

- পুলিশকে ভাড়াটেদের তথ্য দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানেন না বাড়ির মালিকরা
- শহর শিলিগুড়ি এবং মহকুমা এলাকাগুলিতে ঘাঁটি গাড়ছে বাংলাদেশিরা
- এবার তা রুখতে প্রতিটি থানায় দেওয়া হবে নতুন আবেদনপত্র

বুথে চলো কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে স্থানীয়দের সমস্যা শোনার জন্য শুক্রবার সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ‘বুথে চলো কর্মসূচি’ হয়। এই কর্মসূচিতে শহরের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য যোগ দিয়েছিলেন। ছিলেন ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার সহ অন্য কর্মী-সমর্থকরা। তবে এলাকায় অনেক সমস্যা থাকলেও এদিনের কর্মসূচিতে সেসব নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয়নি।

শহরবাসীর সমস্যা জেনে তা সমাধানের জন্য তৃণমূলের ‘মানুষের কাছে চলো’, বিজেপির ‘সরাসরি শংকর’ কর্মসূচির পাশাপাশি সিপিএমের ‘বুথে চলো কর্মসূচি’ চলছে। সিপিএমের এরিয়া কমিটিগুলোর উদ্যোগে নেতা-কর্মীরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনছেন। এদিন ৬ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের ওয়ার্ড অফিসের সামনে থেকে তাঁরা ফকিরটোলা, ডাঙ্গিপাড়া, গাঁজাগলি এলাকায় যান। এদিন বুথে চলো কর্মসূচিতে এসে প্রাক্তন মেয়র জানিয়েছেন, এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা জানতে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে এই জনসংযোগে এসেছেন তিনি।

তামাক ছাড়াতে

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : উত্তরবঙ্গ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের তরফে শুক্রবার তামাকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। এদিন সেই উপলক্ষ্যে কাওয়াখালির নিমতলায় সাধারণ মানুষের জন্য একটি মুখের পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে শতাধিক মানুষের দাঁত ও মুখের পরীক্ষা করা হয়। ৩১ মে পানিঘাটাতেও এই ধরনের শিবির করা হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

চাকুলিয়ায় বিকল হাইমাস্ট লাইট

চাকুলিয়া, ২৩ মে : চাকুলিয়া বাজার সহ একাধিক স্থানে লাগানো হাইমাস্ট লাইটগুলি বর্তমানে একটিও জ্বলছে না। ফলে, সন্ধ্যা নামতেই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে গোটা এলাকা। রাত বাড়তে ঘটছে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো একাধিক ঘটনা। ফলে সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, আজ থেকে এক বছর আগে চাকুলিয়ার বালিগোড়া, পাটহাট্টি মোড়, চাকুলিয়া বাজার, চাকুলিয়া থানা সহ বিভিন্ন স্থানে হাইমাস্ট লাইট লাগানো হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ লাইটগুলি লাগানোর ছয় মাসের মাথায় বিকল হয়ে যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। চাকুলিয়া বাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা সাহিদ আলমের অভিযোগ, ‘লাইটগুলি খারাপ হওয়ার পর থেকে এলাকার বেশ কিছু দোকানে চুরি হয়েছে।’ অবিলম্বে লাইটগুলি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম জানান, এলাকার যেসকল হাইমাস্ট লাইটগুলি জ্বলছে না সেগুলি দ্রুত ঠিক করার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প সেন্টারের (সিজিএইচএস) তিনজন নিরাপত্তারক্ষীকে বরখাস্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার। সিজিএইচএসের সিএমও বন্দনা দাসকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শুক্রবার সংস্থার হাকিমপাড়ার অফিসে বিক্ষোভ চরমে পৌঁছালে ঘটনাস্থলে যায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ আশ্বাস দেয়, ওই তিনজন নিরাপত্তারক্ষীকে কাজে বহাল রাখা হবে। এই প্রতিশ্রুতির পর বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

চলতি মাসের ১৬ তারিখ বরখাস্ত করা হয়েছিল অরবিন্দ সিংহ, অরুণ বর্মন ও মনজিৎ সিংহকে। কারণ হিসাবে বলা হয়, ভেন্ডার নতুন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি কনট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা সভাপতি জয় লোধ বলেন, ‘স্বেচ্ছায় না ছাড়লে এভাবে বিনা কারণে কাউকে কাজ থেকে সরানো যায় না। এটা ভারতীয় শ্রমিক আইন বিরোধী কাজ। এতে নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ ও ভেন্ডারদের স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে। আমরা পুলিশকেও অভিযোগ জানিয়েছি। তিন নিরাপত্তারক্ষীকে পুনরায় কাজে বহাল না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।’

ইগল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া থেকে শুক্রবার বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ একটি ইগল পাখি উদ্ধার করে। স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা জয় সরকার পাখিটিকে বাড়ির বাইরে ছটফট করতে দেখে বন দপ্তরে খবর দেন। বৈকুণ্ঠপুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার এম রাজা বলেন, ‘খবর পাওয়ার পরেই ইগলটিকে উদ্ধার করে বেঙ্গল সাফারিতে রাখা হয়েছে। সুস্থ হলে ছেড়ে দেওয়া হবে।’

সাত বছর পর সাজা ঘোষণা

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ২০১৮ সালে মাটিগাড়া থানা এলাকায় ছয় বছরের এক নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল। সাত বছর পর শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত শুক্রবার ইয়াম বাহাদুর খাতারিয়া নামে এক ব্যক্তির সাজা ঘোষণা করল। পকসো আইনের ৮ এবং ১২ নম্বর ধারায় ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া, পকসো আইনের ৮ নম্বর ধারায় চার বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সাজা, ১২ নম্বর ধারায় তিন বছরের কারাবাস এবং ১৫ হাজার টাকা জরিমানার সাজা বিচারক জানিয়েছেন।

অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাবাসের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। সবগুলো সাজাই একসঙ্গে কার্যকর হবে। নির্যাতিতাকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে বলে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার (পকসো কোর্ট) সনৎ দেব সরকার জানিয়েছেন।

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ঘটনার দিন ওই নাবালিকা বাড়িতে একাই ছিল। সেই সুযোগে ওই ব্যক্তি সেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন চালায়। ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এসআই কমলেশ জোয়ারদার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। তদন্তের পর পকসো আইনের ৮ এবং ১২ নম্বর ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়। শুক্রবার সেই মামলারই সাজা ঘোষণা হল। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার (পকসো কোর্ট) বলেন, ‘চার্জশিট সময়মতোই জমা পড়েছিল কিন্তু মাঝে লকডাউন হয়ে যায়। সেই সময়টায় কিছু হয়নি। অভিযুক্ত জামিনে ছিল। বৃহস্পতিবার তাকে হেপাজতে নিয়ে শুক্রবার সাজা ঘোষণা করা হল।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন-জীবিকা।। *কোচবিহারের হরিণচওড়া রেলগেটে ছবিটি তুলেছেন কিশোর মজুমদার।*

মোদির জন্য দার্জিলিং চা, হিমসাগর আম

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে : অক্ষয়কুমারের সঙ্গে মোদির সেই সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে? প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, শৈশব থেকেই আমের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে তাঁর। গাছ থেকে পাকা আম পেড়ে তা হাতে নিয়ে খাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। সেই আনন্দে ছোটবেলায় মেতে উঠতেন মোদিও। আবার পানীয় হিসেবে চা-ও রয়েছে তাঁর পছন্দের তালিকায়। আগামী ২৯ মে যখন তিনি আলিপুরদুয়ারে আসবেন, তাঁকে স্বাগত জানাতে তাই হিমসাগর আম ও দার্জিলিং চায়ের আয়োজন করতে চাইছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সভা করবেন তিনি। সেই সফরে দলের তরফে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হবে। একথা নিশ্চিত করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। তবে প্রধানমন্ত্রীর খাদ্যতালিকায় কী কী থাকবে, তা এখনই চূড়ান্ত করে বলতে পারছেন না কেউ। আপাতত ভাবনাচিন্তা চলছে। কারণ এই তালিকা আগে প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও) থেকে অনুমোদিত হয়ে আসতে হবে। খাদ্যতালিকায় কী রাখবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন দীপক বর্মনের মতো বিজেপির নেতারা, যাঁদের ওপর রয়েছে আয়োজনের ভার।

বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচির আহ্বায়ক দীপক বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী কোথাও দীর্ঘ সফর করলে দলীয়ভাবে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়। এর আগে ২০১৬ সালে যখন তিনি জেলায় এসেছিলেন, তখন কচু দিয়ে এক বিশেষ পদ রাখা হয়েছিল তাঁর খাদ্যতালিকায়। এবার এখনও সেভাবে কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে স্থানীয় কোন কোন পদ থাকবে তা নিয়ে বৈঠক করা হবে।’

> ২০১৬ সালে যখন তিনি জেলায় এসেছিলেন, তখন কচু দিয়ে এক বিশেষ পদ রাখা হয়েছিল তাঁর খাদ্যতালিকায়। এবার সেভাবে কিছু চূড়ান্ত হয়নি। তবে স্থানীয় কোন কোন পদ থাকবে তা নিয়ে বৈঠক হবে।
>
> **দীপক বর্মন**, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

দলীয় সূত্রে খবর, মূলত পিএমও প্রধানমন্ত্রীর খাবারদাবারের বিষয়টি দেখভাল করে থাকে। তবে কোথাও অনেকটা সময় কাটালে দলীয় স্তরে আলাদাভাবে খাবার আয়োজন করা হয়। সিকিমে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার আগে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী অনেকটা সময় কাটাবেন। দুটি বৈঠক মিলে প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো তিনি আলিপুরদুয়ারে কাটাতে পারেন বলে খবর। এই দেড় ঘণ্টায় তাঁকে কী খাওয়ানো যেতে পারে তা নিয়েই এখন চিন্তায় পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

প্রধানমন্ত্রী যেহেতু প্যারেড গ্রাউন্ডে এক ঘণ্টার বেশি থাকবেন, তাই তাঁকে অন্তত দু’বার চা দেওয়া হতে পারে। সেজন্য একেবারে উন্নত মানের দার্জিলিং চায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসনিক বৈঠকের আগে তাকে চা দিয়েই স্বাগত জানানো হবে। প্রথম বৈঠকের পর তাঁকে একটি প্লেটে সুস্বাদু হিমসাগর আম কেটে দেওয়া হতে পারে। মঞ্চের ওপরই একটি ঝুড়িতে করে আম উপহার হিসেবেও দেওয়া হতে পারে প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রধানমন্ত্রীর কী কী খাদ্য পছন্দ তা জানতে বিজেপির নেতারা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যও নিচ্ছেন। ইন্টারনেট ঘেঁটে নাকি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের খাবারের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। বিজেপির এক জেলা স্তরের নেতা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীকে কী খাওয়াব, সেটা নিয়ে সত্যিই আমরা চিন্তিত। তবে তাঁর পছন্দের গুজরাটি পদ হিসেবে তাওয়া রুটি, ডাল, সবজি ও স্যালাড রাখা হবে। পাশাপাশি সজনে ডাঁটা দিয়ে তৈরি ড্রামস্টিক পরোটাও রাখার চিন্তাভাবনা চলছে। মেনুতে আমাদের এলাকার ঢেঁকিশাক রাখার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি।’

মোদি এর আগে ২০১৬ সালে বীরপাড়ায় রাজনৈতিক সভা করতে এসেছিলেন। সেবার নানা খাবারের সঙ্গে পাতে ছিল কচু দিয়ে তৈরি এক বিশেষ পদ। তবে প্রধানমন্ত্রী ওই সময় বীরপাড়াতে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন কি না, তা স্পষ্ট জানাতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব।

রাস্তা যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড, বাড়ছে দূষণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৩ মে : আবর্জনা সংগ্রহ করে তা ফেলার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এজন্য রাস্তাতেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। ফলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থা মাটিগাড়া- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শুঁটকি গুদামের পাশে প্রমোদনগর শিশুশিক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন পতিরামজোত যাওয়ার রাস্তাটির। সেই রাস্তা কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। ফলে ডেঙ্গিপ্রবণ এই এলাকার পরিবেশও ব্যাপক দূষিত। প্রশ্ন উঠছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিষেবা নিয়ে।

এ নিয়ে চলছে রাজনীতি। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা বিজেপির মিঠুন প্রামাণিক বললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থবরাদ্দ করেছিল। ওই টাকায় আবর্জনা সংগ্রহের জন্য চারটি টোটো কেনে গ্রাম পঞ্চায়েত। পরে ওই টোটোগুলি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহকুমা পরিষদ থেকে দুটি পিকআপ ভ্যান, একটি ট্র্যাক্টর দেওয়া হয়েছিল। ব্যবহার না করায় সেসবও নষ্ট হচ্ছে।'

এই এলাকার বাসিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ। অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন তিনি। দীপালি বললেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। টোটোগুলি বিক্রি করা হয়নি। সেগুলি ভেঙে গিয়েছে। এখন দুটি পিকআপ ভ্যান এবং একটি ট্র্যাক্টরের মাধ্যমে আবর্জনা সরানোর কাজ চালানো হচ্ছে। রাস্তার পাশে জমা আবর্জনা সাফ করা হলেও বহিরাগতরা গাড়িতে চাপিয়ে আবর্জনা নিয়ে এসে এখানে ফেলছেন। এমনকি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনেও আবর্জনা ফেলছেন।'

এত্তা জঞ্জাল

- অস্বাস্থ্যকর অবস্থা মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শুঁটকি গুদামের পতিরামজোত যাওয়ার রাস্তাটির
- আবর্জনা জমে থাকায় এই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারীদের নাকে কাপড় চেপে যাতায়াত করতে হচ্ছে
- তোপ দেগেছেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা বিজেপির মিঠুন প্রামাণিক
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

আবর্জনা জমে থাকায় এই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারীদের নাকে কাপড় চেপে যাতায়াত করতে হচ্ছে। পতিরামজোতের বাসিন্দা শিবানী সরকার বললেন, 'এমনিতে রাস্তার হাল খারাপ। তার উপর আবর্জনা জমে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই দায়।' স্থানীয় টোটোচালক পবিত্র রায় বললেন, 'মাটিগাড়া থেকে এখানে আবর্জনা এনে ফেলা হয়।' এপ্রসঙ্গে শুঁটকি গুদাম এলাকার ব্যবসায়ী কৈলাস দাস বলেন, 'মাটিগাড়া বাজার এবং এলাকার বাড়িগুলির একাংশের আবর্জনাও রাস্তাতে ফেলা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে এ কাজ হচ্ছে। দূষণের পরোয়া না করে অনেকে আবার দিনেও আবর্জনা ফেলছেন। জনপ্রতিনিধিরা উদাসীন।'

কাজের শেষে বাড়ি ফেরা। শুক্রবার মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

ফাঁসানো হয়েছে, দাবি ধৃতের

শিশুকন্যাকে নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শিশুকন্যাকে নির্যাতনের চেষ্টার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতে পাঠানোর জন্য এনজেপি থানায় প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় অভিযুক্ত দাবি করে, তাকে ফাঁসানো হয়েছে। সে বলতে থাকে, 'সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। এতটুকু শিশুকে সামনে রেখে মিথ্যা মামলা করতে ওদের বুক কাঁপল না দেখে অবাক হচ্ছি।' প্রায় একই বক্তব্য অভিযুক্তের স্ত্রীর। তিনি বলেন, 'বাড়ির পাশের রাস্তার বিষয় নিয়ে কয়েকদিন আগে দুই পরিবারের মধ্যে ঝামেলা হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই স্বামীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরখানেক আগেও দুই পরিবার ঝামেলায় জড়িয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল। দিনকয়েক আগে পুনরায় দুই পরিবারের মধ্যে ঝামেলা বাধে। বচসা থেকে হাতাহাতিও হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শিশুকন্যাকে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। তবে মিথ্যা অভিযোগ করার বিষয়টি মানতে চাননি শিশুটির বাবা। তিনি বলেন, 'যা বলার পুলিশকে বলেছি। এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না।' পুরোনো বিবাদের বিষয়টি স্বীকার করে নিলেও অভিযুক্তের স্ত্রীকে বিরক্ত করার বিষয়টিও তিনি মানতে চাননি।

স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'গত কয়েক বছরে পাশাপাশি বাস করা এই দুই পরিবার বহুবার ঝামেলায় জড়িয়েছে। অভিযোগকারীর বাড়ির পেছনেই অভিযুক্তের বাড়ি। রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করা নিয়েই মূল অশান্তি।' এনজেপি থানার পুলিশও অভিযোগটিকে বাড়াবাড়ি হিসেবে দেখছে। এক আধিকারিক বলেন, 'আইন অনুযায়ী শিশুকন্যা ও নাবালিকাদের সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ এলে পুলিশ সেটা বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখে। এক্ষেত্রেও সেটাই করা হয়েছে।' ঘটনাটি ঘটেছে গত ২০ মে। সেদিনই শিশুটির পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ অভিযোগে অসংগতি দেখতে পেয়ে কিছুটা ধীরে চলার নীতি নেয়। কিন্তু এলাকার একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী ক্রমাগত পুলিশের ওপর চাপ বাড়াতে থাকায় গত বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টা যে পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে সেটা পরিষ্কার। তবে আমাদের তো আইন মেনেই কাজ করতে হয়।'

কী ঘটনা

- বছরখানেক আগেও দুই পরিবার ঝামেলায় জড়িয়েছিল
- দিনকয়েক আগে পুনরায় দুই পরিবারের মধ্যে ঝামেলা বাধে
- বচসা থেকে হাতাহাতিও হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শিশুকন্যাকে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে
- অভিযুক্তের দাবি, তাকে ফাঁসানো হয়েছে

আস্থা এবার জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ২৩ মে : আস্থা মেডিকেল প্রাইভেট লিমিটেডের নতুন আউটলেটের (ওষুধের দোকান) শুভ সূচনা হল জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার শহরের ডিবিসি রোডে কসমস আর্কেড বিল্ডিংয়ে এই দোকানের উদ্বোধন করেন কানাড়া ব্যাংকের এজিএম কৃত নাগার। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার দুই কর্ণধার অজিতকুমার আগরওয়াল এবং সৌমেন নন্দী। এই সংস্থার ৬টি দোকান ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি শহরে রয়েছে। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁতে এদের একটি আউটলেট রয়েছে।

এই আউটলেটে যাঁরা আসবেন তাঁরা ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে ২২ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন। এছাড়া ইনসুলিন কেনার ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন। বেবি ফুডের ওপরেও বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। সংস্থার মালিক অজিত আগরওয়াল এবং সৌমেন নন্দী জানান, ওষুধ, ইনসুলিন এবং বেবি ফুডের ওপর যেমন সবসময় ক্রেতারা বিশেষ ছাড় পাবেন, একইভাবে জলপাইগুড়ি নতুন আউটলেট উদ্বোধনের জন্য প্রথমে আসা ১০০ জন ব্লাড সুগারের রোগীকে সুগার মাপার মেশিন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এছাড়া ডায়ালিসিস রোগীদের জন্য ল্যামিনো বিক্স বিস্কুট বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

মাঝাবাড়িতে মদের কারবার নতুন নয়। এলাকায় অন্তত সাত-আটটি মদের ঠেক রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা সেখানে ভিড় জমছে। মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ সকলে। পুলিশ ও প্রশাসন সবকিছু দেখেও নীরব বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

মদের ঠেকে প্রমীলা অভিযান

মাদকের কারবার

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : মদের ঠেক বন্ধ করলেন মহিলারা। শুক্রবার সন্ধ্যায় ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝাবাড়ির ঘটনা। দীর্ঘদিন থেকে ওই ঠেকগুলিতে মদের অবৈধ কারবার চলছিল বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এদিন এর বিরুদ্ধে মাঠে নামে প্রমীলা বাহিনী। এ বিষয়ে আশিঘর ফাঁড়ির এক আধিকারিক বলেন, 'কেউ অভিযোগ দায়ের করতে রাজি হননি। মদ বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রের খবর, মাঝাবাড়ি এলাকায় অন্তত সাত-আটটি মদের ঠেক রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা সেখানে ভিড় জমছে। এলাকায় বেড়েছে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য। ঠেক থেকে অনেক সময় কিশোরী-তরুণীদের উদ্দেশে কটূক্তিও উড়ে আসছে। এর জেরে রাস্তায় হাঁটাচলাই দায় হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি স্থানীয় বহু পুরুষ মদে আসক্ত হয়ে পড়ছে। যার জেরে অনেক পরিবারে অশান্তি। এসবে অতিষ্ঠ হয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় মদের ঠেকে অভিযান চালান পঞ্চাশজনেরও বেশি মহিলা। তাঁরা ছিলেন রীতিমতো 'রণংদেহি' মেজাজে। প্রমীলা বাহিনী প্রথমে একটি ঠেক বন্ধ করে। এরপর অন্য ঠেকে হানা দেওয়ার আগেই ঘটনাস্থলে হাজির হয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের সামনে দেশি মদভর্তি জার উলটে দেন মহিলারা। কয়েকটি মদের বোতলও ছুড়ে ফেলে দেন তাঁরা। মাঝাবাড়িতে রমরমিয়ে ঠেক চললেও কেন এতদিনে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি? প্রমীলা বাহিনীর এমন প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশ। যদিও কোনও সদুত্তর মেলেনি।

মাঝাবাড়ির বিধান মোড় লাগোয়া এলাকায় রয়েছে একটি তেলেভাজার দোকান। তার গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে একটি সরু অন্ধকার গলি। প্রায় ২০০ মিটার দূরে একটি মাঠের সামনে গলিটি শেষ হয়। অভিযোগ, সেই মাঠের আশপাশে দীর্ঘদিন থেকে একটি মদের ঠেক চলছে। এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাসিন্দাদের একাংশ।

এদিন মদ বিরোধী অভিযানে শামিল হয়েছিলেন ঢাকেশ্বরী রায়, সবিতা রায়, মাম্ভ সাহা সহ অন্যরা। ঢাকেশ্বরীর কথায়, 'ভোর চারটে থেকে পাড়ার ভেতর বহিরাগতদের আনাগোনা শুরু হয়। মদ্যপদের দাপটে আমরা অতিষ্ঠ।' সবিতা বললেন, 'আগে মাঠে পাড়ার মহিলারা আড্ডা দিতেন, ছোটরা খেলাধুলো করত। এখন মাঠ তো দূর অস্ত, বাড়ির সামনে রাস্তায় বের হওয়া যায় না।'

এদিন মহিলাদের পাশাপাশি খুদেরাও প্রতিবাদে শামিল হয়। এক কিশোরীর কথায়, 'ওদের ভয়ে বাবা খেলতে যেতে দিতে চান না।' আরেক মহিলা বললেন, 'আজকাল তো নেশাগ্রস্তদের সাহস বেড়ে গিয়েছে। অনেক সময় মদ খাওয়ার জন্য বাড়িতে ঢুকে তরকারি চেয়ে বসে।' খাবার দিতে না চাইলে ওরা গালিগালাজ করে বলে জানালেন সবিতা রায়। প্রমীলা বাহিনীর বক্তব্য, বাকি ঠেকগুলোতেও তারা পরবর্তীতে অভিযান চালাবে। মদ্যপদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে মাঝাবাড়ির মহিলা ব্রিগেড। এদিকে, ঘটনার কথা শুনেছেন প্রধান মিতালি মালাকার। তিনি বলেছেন, 'খবর পেয়ে আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। কোনওভাবেই ঠেক চলতে দেওয়া হবে না।'

-এআই

> ভোর চারটে থেকে পাড়ার ভেতর বহিরাগতদের আনাগোনা শুরু হয়। মদ্যপদের দাপটে আমরা অতিষ্ঠ।
> – **ঢাকেশ্বরী রায়**, প্রতিবাদী

কোথায় ক্ষোভ

- মাঝাবাড়ি এলাকায় অন্তত সাত-আটটি মদের ঠেক রয়েছে
- সকাল-সন্ধ্যা সেখানে ভিড় জমছে। এলাকায় বেড়েছে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য
- ঠেক থেকে অনেক সময় কিশোরী-তরুণীদের উদ্দেশে কটূক্তিও উড়ে আসছে
- এর জেরে রাস্তায় হাঁটাচলাই দায় হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি স্থানীয় বহু পুরুষ মদে আসক্ত হয়ে পড়ছে

ওরা কাজ করে ।। কোচবিহার শহরে কলের পাড় এলাকায় অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

হামলা আদিবাসী পরিবারের ওপর

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ফুলবাড়িতে একটি আদিবাসী পরিবারের বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি মারধরের অভিযোগ উঠল একদল তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনার তিনদিন পরও আতঙ্ক তাড়া করছে পরিবারটিকে। যদিও ওই তরুণরা পালটা আদিবাসী পরিবারটির সদস্য সোনাই টোপ্পোর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনেছে। ঘটনায় সোনাই ও তাঁর মেয়ে গুরুতর জখম। আহত হয়েছেন পঙ্কজ রায় নামের এক তরুণ। দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। শুক্রবার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করা হবে।' সোনাইয়ের পরিবার ও পঙ্কজ বাড়িতে থাকলেও বাকি অভিযুক্ত তরুণরা এলাকাছাড়া।

ঘটনার সূত্রপাত ২০ মে বিকেল ৩টা নাগাদ। সোনাইয়ের বক্তব্য, 'ওইদিন ঘরে রান্নার কিছু না থাকায় মাঠ থেকে কিছু শাকপাতা এনে রান্না করব ভেবেছিলাম। তাই একটি কাটারি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হই। কিছুটা দূরে এক জায়গায় পঙ্কজ, সুজন রায়, পবিত্র রায়, লক্ষ্মণ রায়রা আড্ডা দিচ্ছিল। হঠাৎ ওরা এসে হাতের কাটারিটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিতেই ওরা আমাকে বেধড়ক মারধর করে।' কিন্তু কী কারণে হঠাৎ হামলা করল ওই তরুণরা, তা স্পষ্ট নয়। ঘটনার জেরে সে সময় সোনাই অচৈতন্য হয়ে পড়ে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। তাঁরা সোনাইকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছান। সে সময় অভিযুক্তরা পালিয়ে গেলেও ঘণ্টাখানেক পর পঙ্কজের নেতৃত্বে একদল তরুণ সোনাইদের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়, গ্যাস সিলিন্ডার বাইরে এনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও হয় বলে অভিযোগ। সোনাইয়ের নাবালিকা মেয়ের বক্তব্য, 'মাথায় বাটাম দিয়ে আমাকে মেরেছে। স্কুল সার্টিফিকেট ছিঁড়ে কোথায় ফেলেছে জানি না।'

ফুলবাড়ি

দুজনেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করিয়েছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, ফুলবাড়ির পুঁটিমারি-ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা সোনাই ও তাঁর স্ত্রী কয়েকমাস ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত। ছেলে ভিন শহরে কর্মরত থাকায় নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে থাকেন তাঁরা। উপার্জন না থাকায় বর্তমানে অভাবে রয়েছে পরিবারটি।

এদিন পঙ্কজের বাড়িতে গেলে তাঁর বাবা কন্তে রায় বলেন, 'সামান্য ঝামেলা হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী বলেছে মিটমাট করে নেওয়া হবে।' পঙ্কজ বিশ্রামে রয়েছে দাবি করায় তাঁর সঙ্গে আর কথা বলা সম্ভব হয়নি। গোটা ঘটনায় পঞ্চায়েত সদস্য শৈবরানি রায়ের স্বামী অলেন রায়ের বিরুদ্ধে তরুণ দলটিকে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সহ সভাপতি মতিন রায়ের অভিযোগ, 'ঘটনার পর এলাকায় যাওয়ার জন্য রওনা হই। সে সময় অলেনের নেতৃত্বে বিজেপির একদল সমর্থক আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।'

এদিন শৈবরানির বাড়ির গেটে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেননি। রাতে বিজেপি নেত্রীকে ফোন করা হলে তাঁর স্বামী ফোনে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'ছেলেগুলি চরম অন্যায় করেছে এটা ঠিক, কিন্তু আমি কোনও প্রশ্রয় দেইনি। শুধু সালিশির মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট করে দিতে চেয়েছিলাম।'

মেডিকেলে মহিলা কমিশনের সদস্য

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শুক্রবার ঝটিকা সফরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা ডাঃ অর্চনা মজুমদার। তিনি এদিন মেডিকেল কলেজে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং অল্পবয়সিদের মাতৃত্ব নিয়ে নানা খোঁজখবর নেন। এছাড়া উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক এবং প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে প্রসূতি বিভাগ ঘুরে দেখেন। সেখানে চিকিৎসাধীন ১৭ বছর বয়সি কিশোরী প্রসূতি সহ অন্য রোগীদের সঙ্গে কথাও বলেন। ডাঃ সন্দীপ বলেন, 'মাঝে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু কিছুটা বেড়েছিল। তবে বর্তমানে সেই মৃত্যুর হার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। মহিলা কমিশনের সদস্যা নিজেই স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ। তাই এদিন তিনি মেডিকেল কলেজে এসে প্রসূতি বিভাগ নিয়েই বেশি খোঁজখবর নিয়েছেন।' এনিয়ে সুপার বলেন, 'এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা হাসপাতালে এসেছিলেন। তিনি কিছু বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। আমরা তাঁকে সমস্ত তথ্যই দিয়েছি। এছাড়া আমাদের এখানে প্রসূতি বিভাগ যে ঢেলে সাজানো হচ্ছে সেটাও তাঁকে বলা হয়েছে।'

স্বাস্থ্যকর্তাকে স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। তদন্তের দাবিতে শুক্রবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিককে স্মারকলিপি দিল ডিওয়াইএফআই। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, 'গত ২১ মে একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার গাফিলতিতে এক সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও দিচ্ছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেই কারণেই আমরা স্মারকলিপি দিলাম।'

ব্যারেজ সেতু সংস্কার

গজলডোবা, ২৩ মে : সময়সীমা ১৪০ দিন। তার মধ্যেই তিস্তা ব্যারেজ সেতুর সংস্কারের কাজ শেষ করতে হবে। আর তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন একদল শ্রমিক। ডুয়ার্স থেকে শিলিগুড়ি সড়ক যোগাযোগের বিকল্প পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তিস্তা ব্যারেজ সড়কসেতু।

কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই সেতুটির ওপর দিয়ে দিনের পর দিন ভারী যানবাহন চলাচলের সংখ্যা বেড়ে চলায় সেতুটির সংস্কার জরুরি হয়ে পড়ে। ২৭ এপ্রিল সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

ক্লক টাওয়ারের সামনে 'হাঁটা যাবে' আকাশে

পাহাড়ের হাতছানি

রণজিৎ ঘোষ

দার্জিলিং, ২৩ মে : দার্জিলিংয়ের ক্লক টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে কখনও সেলফি নিয়েছেন? না নিয়ে থাকলে ভবিষ্যতের ক্লক টাওয়ারকে ঘিরে এখনই আগ্রহ বাড়াটা স্বাভাবিক। কেননা, ঐতিহ্যের টাওয়ারটি নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে দার্জিলিং পুরসভা। টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি নেওয়া আরও সহজ করে দিচ্ছে পুরসভা। শুধু সেলফি জোন তৈরিই নয়, স্কাইওয়াকের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে দার্জিলিং পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি জানিয়েছেন। তাঁর আশা, 'পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়াবে এই স্কাইওয়াককে কেন্দ্র করে।'

দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে ক্লক টাওয়ার দেখেননি বা সেখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেননি, এমন পর্যটকের সংখ্যা নিতান্তই কম। দেশ-বিদেশের যত মানুষ দার্জিলিং বেড়াতে আসেন, তাঁদের সিংহভাগ একবারের জন্য হলেও ঐতিহ্যবাহী ক্লক টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি মোবাইলে অথবা ক্যামেরায় বন্দি করে বাড়ি ফেরেন। বলিউড, টলিউডের প্রচুর সিনেমাতেই দেখা মেলে নানা ঘটনা এবং বিভিন্ন ইতিহাসের সাক্ষী এই ক্লক টাওয়ার। ১৮৫০ সালে পথ চলা শুরু করেছিল দার্জিলিং পুরসভা। পুরসভা ভবনেরই একটা অংশ ক্লক টাওয়ার। ১০০ ফুট উঁচু পাথরের তৈরি ক্লক টাওয়ারে প্রতি ঘণ্টায় ঢংঢং করে ঘণ্টা বেজে ওঠে।

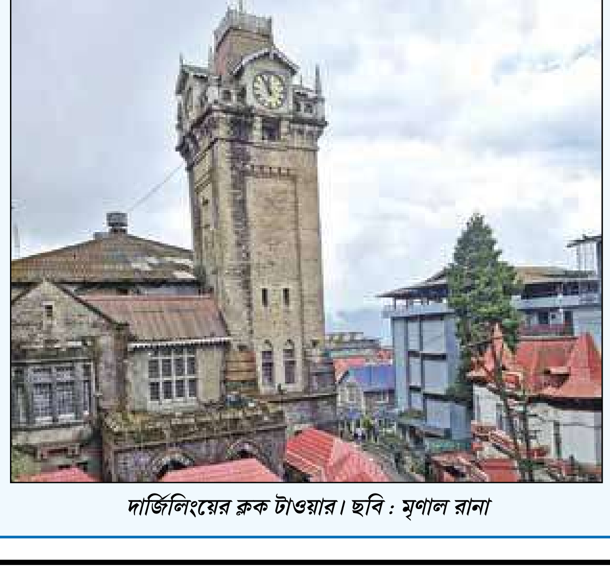

দার্জিলিংয়ের ক্লক টাওয়ার। ছবি : মৃণাল রানা

> পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে এই স্কাইওয়াককে কেন্দ্র করে।
> – **দীপেন ঠাকুরি**, চেয়ারম্যান, দার্জিলিং পুরসভা

দার্জিলিং বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে এখনও সমান জনপ্রিয় লাডেন লা রোডের ক্লক টাওয়ারটি। এর পিছনেই রয়েছে দার্জিলিং পুরসভা ভবন এবং ক্যাপিটাল হল। সম্প্রতি অনুরাগ বসুর আগামী সিনেমা 'আশিকি-থ্রি'র একটি গানের শুটিং হয়েছে এই ক্যাপিটাল হলে। অতীতেও বহু হিন্দি, বাংলা, নেপালি সহ বিভিন্ন ভাষার সিনেমার শুটিংও হয়েছে এই ক্লক টাওয়ারকে কেন্দ্র করে। পর্যটকরা এখনও এসে গান্ধি রোডের ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে ক্লক টাওয়ারকে পিছনে রেখে সেলফি নেন। অত্যন্ত ব্যস্ততম ওই রাস্তার সরু ফুটপাথ দিয়েই মানুষ হেঁটে যাতায়াত করেন। ফলে সেলফি নিতে গিয়েও ফুটপাথ ফাঁকা থাকার সুযোগ খুঁজতে হয়। এবার এই সমস্যা দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে দার্জিলিং পুরসভা।

শুক্রবার ক্লক টাওয়ারের সামনে সেলফি জোন তৈরির কাজের সূচনা করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন। তিনি বললেন, 'প্রচুর পর্যটক ক্লক টাওয়ারের সঙ্গে নিজস্বী তুলতে চান। কিন্তু ব্যস্ততম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। তাই এখানে ছোট আকারের স্কাইওয়াকের পাশাপাশি সেলফি জোন তৈরি করা হবে। আশা করছি ঐতিহ্যবাহী ক্লক টাওয়ারের পাশাপাশি এই স্কাইওয়াক, সেলফি জোনও পর্যটকদের নজর কাড়বে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সাইদুল্যা মণ্ডল - কে 08.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64H 56339 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার অনেক প্রতিবেশীকে অল্প কিছু টাকা খরচ করে সহজেই কোটিপতি হতে দেখেছি। আমিও ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি সফল হয়েছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬ সংখ্যা, শনিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সিঁদুরেও ভোট!

ভারতীয় সেনার শৌর্য, সাহসিকতা, বীরগাথায় প্রত্যেক ভারতীয়র অটুট আস্থা। ভারতের নির্বাচিত সরকার এবং সেনাবাহিনীর সম্পর্ক তাই এই উপমহাদেশের অন্য দেশগুলির মতো কখনও বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি। সেনাবাহিনী কখনও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি। তবে সেনাবাহিনীর কৃতিত্বে বিশ্বের দরবারে ভারত সরকার সম্মানিত হয়েছে বহুবার। কিন্তু কখনও মনে হয়নি, সরকার সেনার কৃতিত্বে ভাগ বসাচ্ছে বা তাদের কৃতিত্বের আলোয় নিজেকে আলোকিত করছে।

এটা সম্ভব হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আস্থার কারণে। কিন্তু এতদিনের সেই বিশ্বাসটাই যেন টলে যাচ্ছে এখন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাব দিতে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল। পাকিস্তানের ড্রোন ও গোলাবর্ষণের কঠোর জবাবও দিয়েছে। বাহিনীর এই শৌর্য প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের।

কিন্তু এই বীরগাথা সস্তা রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠলে তা লজ্জাজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। পহলগাম হামলার এক মাস পূর্তিতে রাজস্থানের বিকানেরের জনসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতা ভোট প্রচারের ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর শিরায় নাকি রক্তের বদলে গরম সিঁদুর বইছে। মোদি দাবি করেন, সিঁদুর বারুদে পরিণত হলে, তার ফল কী হতে পারে সেটা শত্রুরা টের পেয়েছে।

শুধু মেঠো বক্তৃতাতে নয়, বিরাট বিরাট হোর্ডিং, পোস্টার, ব্যানারে সামরিক পোশাকে সজ্জিত নরেন্দ্র মোদির ছবি ছেপে অপারেশন সিঁদুরের নিরন্তর প্রচার চলছে। ট্রেনের টিকিটে মোদির স্যালুটরত ছবি ছাপিয়ে যেন বোঝানো হচ্ছে, সেনাবাহিনী নয়, অপারেশন সিঁদুরের আসল কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদির। করোনার টিকার শংসাপত্রে যেমন মোদির ছবি সেঁটে দেওয়া থাকত।

বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার থলিতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। প্রচারের এমন বাড়বাড়ন্ত মোদির নতুন ভারতের এখন নিউ নর্মাল। অথচ পহলগাম হামলায় দোষী জঙ্গিদের কেন এক মাস পরেও ধরা গেল না, জম্মু ও কাশ্মীরের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যূহ ভেদ করে তারা ঢুকে নিরপরাধ ২৬ জন মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করে কীভাবে পালিয়ে গেল, কেনই বা আগাম গোয়েন্দা সতর্কবার্তা সত্ত্বেও বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটকদের ঘোরার অনুমতি দেওয়া হল- সেই প্রশ্নগুলির এখনও জবাব নেই।

বিরোধী দলের নেতা হোক কিংবা সাধারণ মানুষ, যে বা যাঁরা এসব প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের পাকিস্তানের দালাল, দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী পাক প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে হামলার কথা আগাম জানিয়েছিলেন বলে অভিযোগের জবাব দিচ্ছে না সরকার। প্রধানমন্ত্রী অপারেশন সিঁদুরের কৃতিত্ব প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তাতে সেনাবাহিনীর অসম্মান হয় বলে বিজেপি মনে করে না।

অথচ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুললে তাঁর বিরুদ্ধে সেনাকে নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তোলা হয়। অতীতে নোটবন্দি, জিএসটি, পিএম কেয়ার্স ফান্ড, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক, করোনাকালে লকডাউন নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনাকারীদের একইভাবে বিদ্রুপ করেছিল বিজেপি। শুধু ক্যামেরার সামনেই প্রধানমন্ত্রীর রক্ত কেন গরম হয়- প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল।

গা-গরম করা বক্তৃতা দিয়ে ভোটবাজারে ফায়দা তোলার বিপরীতে দেশের বিদেশনীতিতে বড়সড়ো ফাঁক চোখে পড়ছে। বিজেপি নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সেসব মানতে নারাজ। চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারে বিধানসভা ভোট। বছর ঘুরলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ুতে ভোট। বিজেপি এবং মোদির নজর এখন শুধু ভোটবাক্সে।

যত প্রশ্নই উঠুক, সমালোচনা হোক, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদকে অব্যর্থ অস্ত্র বলে মনে করছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী সেই অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছেন। কেননা, অতীতের মতো আগামীদিনেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করে সাফল্য ঘরে তুলতে মরিয়া পদ্ম ব্রিগেড।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

নায়িকা, গায়িকা এবং এক করিডর

ইউনূসের পদত্যাগনাট্য শেষ। ঘটনার কারণ, সেনা ও বিএনপির অসন্তোষ। কক্সবাজার করিডরে সেনাপ্রধানের তীব্র আপত্তি।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া

গায়িকা মমতাজ বেগম

মাথায় একটা হেলমেট। তাঁকে ঘিরে অজস্র পুলিশ। কোনও খুনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন। হেলমেটের ফাঁক দিয়ে বিধ্বস্ত তরুণীর শুধু চোখটুকু দেখা যায়, তাতে ভাষাহীন শূন্যতা মাখামাখি। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না ঘটনাটা।

ঢাকার কোর্ট চত্বর। চারপাশের জনতা মজা দেখছে। মজাই দেখছে।

মজা? যাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত পরিচিত অভিনেত্রী বাংলাদেশে। নুসরাত ফারিয়া। তাঁর অপরাধটা কী, তখনও কেউ জানে না। ঢাকার ভাটারা থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালীন এক হত্যার চেষ্টায় গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। বাস্তবে সেই সময় তিনি ছিলেন দেশের বাইরে। সেখান থেকে বারবার পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। তবু এভাবে গ্রেপ্তার!

দ্বিতীয় ছবিও ভয়ংকর। এক মহিলাকে হেলমেট পরিয়ে ওইভাবেই খুনির মতো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালত চত্বরে। তাঁর দিকে একদল মানুষ ছুড়ছে ডিম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে ডিমগুলো পড়ছে মহিলা পুলিশের গায়ে। ভদ্রমহিলা বিশিষ্ট গায়িকা ও প্রাক্তন সাংসদ। মমতাজ বেগম। তাঁকে ধরা হয়েছে ১২ বছর আগের এক খুনের মামলায়। ঠিকই লিখলাম, বারো বছর আগের মামলায়।

নুসরাতকে টালিগঞ্জের লোকেরাও ভালো চিনবেন। আমাদের সুপারস্টার জিতের সঙ্গে তাঁর দুটো ছবি আছে--বাদশা দ্য ডন এবং বস টু। বিরসা দাশগুপ্তের বিবাহ অভিযানে তিনি ছিলেন অঙ্কুশের নায়িকা।

অপরূপা বাংলাদেশের প্রশাসন, পুলিশ, বিচারপতিদের ন্যূনতম বিচারবুদ্ধি এভাবে কর্পূর হয়ে উবে গেল কীভাবে? সেখানে অনেকেই বলছেন, নুসরাতের 'আসল' অপরাধ ছিল অন্য। দু'বছর আগে তিনি কিংবদন্তি শ্যাম বেনেগালের 'মুজিব-একটি জাতির রূপকার' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন হাসিনার চরিত্রে। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি হাসিনা হয়ে উঠতে চাই। সব বাঙালি মেয়ের মধ্যে একটা করে হাসিনা আছে।' এমন কথা যে কোনও অভিনেতা, অভিনেত্রী বলে থাকেন। বিশেষ করে বেনেগালের মতো জীবন্ত কিংবদন্তির ছবিতে কাজ করার সুযোগ যেখানে।

ওটা দু'বছর আগের ছবি তো কী, দাও, নুসরাতকে দু'দিন একটু হেনস্তা করে! এ মেয়ে লন্ডন ইউনিভার্সিটির ল' গ্র্যাজুয়েট, হাসিনার সমর্থক। আসল হাসিনাকে পাচ্ছি না যখন, দাও তো সিনেমার হাসিনাকে জেলে ঢুকিয়ে। বেনেগাল বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁরও মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দিত ইউনূসের পুলিশ ও জামায়াতে।

প্রশ্ন হল, হাসিনা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যদি নুসরাত ফারিয়াকে জেলে যেতে হয়, তা হলে বেনেগালের ওই ছবিতে অভিনয়ের জন্য নুসরাত ইমরোজ তিশার 'শাস্তি' হল না কেন? বেনেগালের ছবিতে তিনি তো অভিনয় করেছিলেন হাসিনার মা ফজিলাতুন্নেছার ভূমিকায়।

এখানেও সোজা হিসেব রয়েছে। এই নুসরাত আবার ইউনূস সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর স্ত্রী। তাঁকে এমন হেনস্তা করে, সাধ্য কাদের?

ইউনূস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ জামায়াতে নেতাদের দ্বিচারিতা এখানেও পদ্মার পানির মতো গহিন। উগ্র ইসলামিদের দাপটে বাংলাদেশে মহিলারা বিপন্ন। সব নারীকে এরা বোরখা এবং পর্দায় মুড়ে রাখতে চায়। মডেল বা চিত্রনায়িকাদের বিরুদ্ধে ফরমানে ফরমানে বাংলাদেশের বিনোদন দুনিয়াই গুটিয়ে যাওয়ার উপক্রম। অথচ তাদের নিজেদের লোক হলে সতেরো খুন মাফ।

বাংলাদেশের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের প্রথম স্ত্রী ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রোকেয়া প্রাচী, দ্বিতীয় স্ত্রী শীলা আমেদও অভিনেত্রী। শীলা আবার বিশিষ্ট লেখক প্রয়াত হুমায়ুন আহমেদের কন্যা। আসিফ নিজে এত চমৎকার লেখেন, তাঁর কখনও মনে হল না, এভাবে নুসরাত-মমতাজদের হেনস্তা অত্যন্ত অন্যায়? এসব ঠেকাতে না পারলে কীসের আইনি উপদেষ্টা তিনি?

লেখাটা শুরু করেছি নুসরাত ও মমতাজকে দিয়ে। তবে আসলে শুধুই এই দুজনকে নিয়ে লেখার জন্য নয়। বাংলাদেশ বিনোদন দুনিয়া আজ উঠে যাওয়ার মুখে। কোনও খবর নেই। সব কাগজ বা ওয়েবসাইটের বিনোদন বিভাগে এখন পড়ি কলকাতা বা মুম্বইয়ের গুরুত্বহীন নায়ক-নায়িকার অর্থহীন সব খবর। যেখানে শাকিব খানের মতো জনপ্রিয় মেগাস্টার রয়েছেন, তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল?

যে দেশে ক্রিকেট ভারত-পাকিস্তানের মতোই ধর্ম হয়ে উঠছিল, সেই খেলার এক নম্বর তারকাকে এখন দেশের বাইরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে ঢুকতে পারছেন না। তাঁর অপরাধ, তিনি হাসিনার পার্টির সাংসদ ছিলেন। আর এক নামী ক্রিকেটার সাংসদ মাশরাফি মুর্তাজা কার্যত গৃহবন্দি। তিনি কেমন আছেন, অনুরাগীরা জানেন না।

বিনোদন জগতে বাংলাদেশের এত প্রতিভাময় মুখ। অনেকে প্রাণভয়ে দেশের বাইরে। অথবা নিজেরাই ঘেরাটোপে বন্দি রেখেছেন। বাইরে আসতে পারছেন না। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লিলি ইসলাম, চঞ্চল চৌধুরী, ফেরদৌস, জয়া এহসানরা দুই বাংলার গর্ব। অথচ ইউনূস প্রশাসনের প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের জন্য চরম হেনস্তা তাঁদের। অপু বিশ্বাস, মাহিয়া মাহি, মিথিলা, মোশারফ করিমের খবরই নেই সংবাদপত্রের পাতায়। সবার মুখ বন্ধ।

হাসিনাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ বলা হচ্ছিল। বাংলাদেশি মৌলবাদী মোল্লাদের অনুগামীদের ঢঙেই তিনবার বলা যায়, ঠিক, ঠিক, ঠিক। তা হলে ভাই, ইউনূসের ক্ষেত্রে কী বলব?

ঢাকায় শুক্রবারই কথা হচ্ছিল পরিচিতদের সঙ্গে। ওখানে আলোচনায় অবশ্যই এখন প্রধানতম বিষয় ইউনূসের পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ। পরের দিনই আবার উলটো কথা বলা। বাংলাদেশি বন্ধুরা বলছেন, পদত্যাগের কথা বলে সহানুভূতি কুড়োতে চাইছেন ছাত্রদের মাধ্যমে। এটা সম্পূর্ণ নাটক। ছাত্ররাও বুঝেছে, তাদের দলের ভবিষ্যৎ নেই। গত দিনদুই ধরে ঢাকার রাজপথে নেমেছিলেন হাজার হাজার বিএনপি সমর্থক। ইউনূস সরকারের সাম্প্রতিক কাজকর্মের প্রতিবাদে।

গৃহযুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো বাংলাদেশে ইউনূস এখন চাইছেন তিনটে জিনিস। এক, মৌলবাদী ও ছাত্রদের খুশি করতে এখনই নির্বাচন না ডাকতে। আরও ক্ষমতাভোগ করাও লক্ষ্য। দুই, ভোট এখন হলে খালেদা জিয়ার বিএনপির ক্ষমতায় আসা অনিবার্য। সেটা করতে দেওয়া চলবে না। তিন এবং সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশি সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে ভালো লেগেছে ইউনূসের। সেনা অবিলম্বে নির্বাচন চায়।

প্রশ্ন হল, সেনার সঙ্গে ইউনূস কোম্পানির সমস্যা তৈরি হল কেন? আমেরিকাকে খুশি করতে মায়ানমার-বাংলাদেশ করিডর করতে মরিয়া ইউনূস। যে করিডর যাবে কক্সবাজার থেকে মায়ানমারের রাখাইন পর্যন্ত। আগে ডেমোক্র্যাট হিলারি ক্লিন্টনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ক্ষমতায় এসেছেন ইউনূস। আওয়ামী লিগ সমর্থকরা ভেবেছিলেন, ট্রাম্প এলে বিপদে পড়বেন নোবেলজয়ী। সেটা হয়নি একটা কারণেই। ইউনূস আমেরিকাকে লোভ দেখিয়েছেন ওই করিডরের। এবার সেনাপ্রধান ওয়াকার আবার ওই 'রক্তাক্ত' করিডরের বিরোধী। সেটা স্পষ্টও বলে দিয়েছেন প্রকাশ্যে।

সেনাপ্রধানের যুক্তি দুটো অতি সহজ। একে ওই অঞ্চলে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন এবং ভারত--চতুর্শক্তির নজর। তারপর, এত বড় সিদ্ধান্ত নির্বাচিত সরকার ছাড়া কেউ নিতে পারে না। ইউনূসের এই মনোনীত সরকারের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া বেআইনি। সেনা তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ায় ইউনূস চাইছেন ছাত্র এবং জামায়াতের সহানুভূতি কুড়োতে। তাই সুকৌশলে পদত্যাগের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া।

ইউনূসের এই ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে নেমে পড়েছেন তাঁর অনুগত কিছু ইউটিউবার। পিনাকী ভট্টাচার্য যেমন। প্যারিসে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া পিনাকীর বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ বাংলাদেশে। তিনি এতদিন হাসিনার মুণ্ডপাত করতেন। এখন শুরু করেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার। শুক্রবারই লিখেছেন, 'একই বৃন্তে তিনটি ফুল। বিএনপি, সেনাপ্রধান ওয়াকার ও ভারত।' এরাই নাকি একজোট হয়ে নির্বাচন চাইছে।

প্রশ্ন হল, বিএনপি এবং সেনা যদি নির্বাচন চায়, তা হলে দোষটা কী? একটা গণতান্ত্রিক দেশে তো নির্বাচিত সরকারেরই থাকা উচিত। এক বছর হতে চলল, বাংলাদেশে নির্বাচনের নামগন্ধ নেই।

শুক্রবারেরই একটা পোস্টে পিনাকী লিখেছেন, 'দেশের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে প্রফেসর ইউনূসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পিনাকী-ইলিয়াস-কনক সারওয়ার একসঙ্গে ঢাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবেন!' মুশকিল হল, এই তিনজনের নামেই প্রচুর অভিযোগ অতীতে। এবং পলাতক। ইউনূস জমানায় এরাই নায়ক। এরা আগে হাসিনার কাছে অনেক সুযোগ নিয়ে তাঁকে গালাগাল করত। এখন খালেদার পার্টি তাদের পাশে নেই জেনে বিএনপিকে ভারতপন্থী দেগে দিচ্ছে স্বচ্ছন্দে।

এত কথাবার্তার ফাঁকে আজকের ঢাকা, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রামের অমল মনের চমৎকার চমৎকার মানুষজন কি সুখে আছেন? জিনিসের আগুন দাম। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক আর ভারতের স্থলবন্দর দিয়ে যেতে পারছে না। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে, আজ সব রপ্তানি বন্ধ। বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই মায়ানমারে যাওয়ার বিকল্প করিডরের পথ ভেবে ফেলেছে ভারত।

ওদিকে আরও দুর্দশা, উপদেষ্টাদেরই পদত্যাগের দাবি উঠছে বিএনপি এবং এনসিপি থেকে। দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ। নারীদের ঘরবন্দি করে রাখতে আরও তৎপর মোল্লাতন্ত্র। সন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুরা। ইউনূস নির্বাক। আবার আওয়ামী লিগ নিয়ে একটা কথা কেউ বললে নুসরাত বা মমতাজের মতো জেলে। ফেসবুক থেকেই উধাও বহু বিখ্যাত। ভীত সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। বাকস্বাধীনতা শব্দটি শুধু উগ্র মৌলবাদীদের জন্য সংরক্ষিত। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের কথা তো জানেনই সবাই।

এই ঘোর কৃষ্ণকায়া আকাশে কিছুটা আলোর রেখা সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। যিনি বলতে পারেন, 'আমরা শান্তির দেশ চাই, শৃঙ্খলার দেশ চাই। আমরা এখানে হানাহানি, বিদ্বেষ চাই না। বিভিন্ন মত থাকতে পারে। অবশেষে আমরা সবাই সবাইকে যেন শ্রদ্ধা করি। একে অন্যের বক্তব্য, মতামতকে যেন শ্রদ্ধা করি।'

শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ ইউনূস, আপনিও এমন বলুন না!

আজ

২০১০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা তপেন চট্টোপাধ্যায়।

১৯৭৭

গায়ক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমরা ২৩৬৯ জন বাংলাদেশির তালিকা তৈরি করেছি। যাঁরা অবৈধভাবে এদেশে বাস করছেন। আইন মেনে তাঁদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। বাংলাদেশিই হোন বা অন্য দেশের নাগরিক, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এঁদের সবাইকে ফেরত পাঠানো হবে।

- রণধীর জয়সওয়াল

ভাইরাল/১

কচ্ছপের দৌড়। শ্লথগতির ইঙ্গিতবাহী মিথটি এবার ভাঙতে চলেছে। বিশ্ব কচ্ছপ দিবসে কচ্ছপ দৌড়ের ভিডিও ভাইরাল। কচ্ছপটি নিজস্ব ভঙ্গিতে ঢালু জায়গা থেকে নামার সময় 'অনিচ্ছাকৃত' দৌড় দেয়। তা দেখে হাসির রোল নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তায় হাঁটুজল। হুহু করে ঢুকছে ম্যানহোলে। খালি গায়ে এক তরুণ সেই ম্যানহোল থেকে বেরিয়ে এলেন। ওপরে উঠে গরিলার মতো দুই হাত দিয়ে বুক চাপড়াচ্ছেন। 'অ্যাকোয়াম্যান'-এর সেই ভিডিওয় এখন ঝড়।

উত্তরের পাঁচালি

লেখাবাড়ির গল্প

তবুও উজ্জ্বল।। সুহাসিনী উদ্যানে সংস্কৃতিচর্চা।

রায়গঞ্জে লেখাবাড়ি নামে একটা জায়গা আছে। এখনকার অনেকেই জানেন না। তবে পুরোনোদের অনেকেরই কিন্তু জানা আছে। জায়গাটির প্রকৃত নাম 'সুহাসিনী উদ্যান'। একটা সময়ে এখানে উত্তর দিনাজপুর তো বটেই, জেলার বাইরে থেকে এমনকি কলকাতা থেকেও কবি-সাহিত্যিকরা এখানে এসে সাহিত্যচর্চা করতেন। প্রখ্যাত কবি অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায় এই জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন 'লেখাবাড়ি'। আজও মাঝে মাঝে এখানে বসে সাহিত্যের আসর। যার নামে এই উদ্যান তিনি সুহাসিনী দেবী। নাটক-সংগীতের সঙ্গে যুক্ত যতীন্দ্রমোহন গোস্বামীর স্ত্রী ছিলেন সুহাসিনী। সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতি। তিনি মেধাবী ছাত্রদের নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা শেখাতেন। আজ যে জমিতে নিম্নবিত্ত মানুষেরা সুহাসিনীপল্লি গড়েছেন সেই জমিও সুহাসিনীর সম্পত্তি। আর তাঁর নামেই আজ সুহাসিনী উদ্যান। উদ্যানে রয়েছে মন্দির আর এক পাশে রয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরের জন্য একটি ঘর। তবে সুহাসিনী উদ্যান কেমন যেন অবহেলার শিকার। উত্তরপুরুষ কমলেশ গোস্বামীও এখন বয়সভারে ন্যুব্জ। উদ্যানে নেই সেই আগের জৌলুস। তবে একদিন সুদিন ঠিকই ফিরবে বলে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন।

-সুকুমার বাড়ুই

নদী বাঁচাতে

স্বপ্ন।। নদী নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজে অনুষ্ঠান।

উত্তরবঙ্গের বুকে অজস্র নদী। কিন্তু সেই সমস্ত নদীর প্রাণ যে দিনকে দিন বিপন্ন হয়ে চলেছে সেই খবর আমরা ক'জনেই বা রাখি। বাড়ির সামনে নদীটার সামনে গিয়ে ক'জনেই বা দু'দণ্ড বসি! তাই নদীকে বাঁচাতে সম্প্রতি শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের আয়োজনে অন্য ধরনের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নজরে ছিল মূলত মহানন্দা ও তিস্তা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশচিন্তক তথা এই কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রাক্তনী তুহিনশুভ্র মণ্ডল, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সোহেল ফেরদৌস, প্রাক্তন কৃষি আবহাওয়াবিদ ডঃ স্বদেশ মিশ্র। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুহিন তুলে ধরেন মহানন্দার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ চিত্র। তুহিনের প্রস্তাব শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগে রিভার ক্লাব গঠিত হোক। প্রাথমিকভাবে তাতে সায় দেন আয়োজকদের অন্যতম ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নিমা ডোমা লামা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ডঃ তরুণ দাস। অন্যদিকে, সোহেল তাঁর বক্তব্যে তিস্তার বিপর্যয়ের কারণ ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেন। আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন প্রণব বিশ্বাস, জাতিস্মর ভারতী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ, ভূগোল বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বিজন ঘোষ প্রমুখ।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

তুমি সৎ, তাতে আমার কী লাভ হবে

দুর্নীতিহীন মতাদর্শ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা নেতার অভাব সর্বত্র। মানুষের মূল্যবোধ ও ভাবনা বদলে যাওয়াই এর প্রধান কারণ।

সুমন্ত বাগচী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি সাম্প্রতিককালের দুটি চলচ্চিত্র "ডার্কেস্ট আওয়ার" এবং "ডাঙ্কারক" দেখলে সেই সময়ের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্ব মুগ্ধ করে। সারা পৃথিবী যখন হিটলারের সামনে কাঁপছে, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন, চার লক্ষের বেশি মিত্রবাহিনীর সৈন্যকে ফ্রান্সের সমুদ্রসৈকত ডানকার্কে হিটলারের বাহিনী ঘিরে ফেলেছে, সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে তিনি যেভাবে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করলেন, তা এককথায় অতুলনীয়।

মতাদর্শের পাশাপাশি পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন এরকম অনেকেই। আধুনিক তুরস্কের জনক কামাল আতাতুর্ক বা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটো অথবা আমাদের ঘরের কাছে আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি লি কুয়ান ইউকে, বামপন্থী রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোকে এই তালিকায় রাখা যায়।

কয়েকদিন আগে মারা গেলেন উরুগুয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জোস আলবার্তো মুজিকা। যিনি মানুষের কাছে "পেপে" নামেই পরিচিত। নিজের মাইনের মাত্র দশ শতাংশ গ্রহণ করতেন, থাকতেন একটি ছোট্ট বাড়িতে। চালাতেন একটা পুরোনো গাড়ি। কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৫-এই সময়কালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে উরুগুয়ের সামাজিক ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিতে সদর্থক পরিবর্তন এনেছেন। রাষ্ট্রনায়ক না হলেও এই তালিকায় অবশ্যই থাকবেন গান্ধিজি এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ।

এবার আমাদের রাজ্যের কথায় আসি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিরোধী আন্দোলন দানা না বাঁধার সবচেয়ে বড় কারণ নেতার অভাব। রাজ্যজুড়ে চরম অরাজকতা ও দুর্নীতির আবহে ইস্যুর কোনও অভাব নেই। ২০১২ সালের সারদা থেকে আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে নজিরবিহীন দুর্নীতি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আন্দোলন হলেও সেই আন্দোলনের ঢেউ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলন অনেক আশার সঞ্চার করেও হারিয়ে গেল।

যৌবনে যাঁরা অনেক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। নতুন প্রজন্মের কিছু আদর্শবান, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বামপন্থী দলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তাঁরা এখনও সেভাবে দাগ কাটতে পারছেন না।

আসলে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের এক বিরাট পরিবর্তন নিঃশব্দে ঘটে গেছে। আগে মানুষ নেতার মধ্যে সততা, সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠা খুঁজত। কিন্তু আজকে বেশিরভাগ মানুষ বোধহয় নেতাদের কাছে এই গুণগুলো আশা করে না। না হলে একদল থেকে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া নেতা আগের চেয়ে বেশি ব্যবধানে জেতে কী করে? মানুষই তো ভোট দিচ্ছে।

মানুষের মনোভাব যেন অনেকটা এইরকম- তুমি সৎ তো আমার কী লাভ? তুমি আমাকে কী দিচ্ছ? ও অসৎ তাতে কী? ও যে সুবিধা দেয়, তা আর কে দেয়? আগে আমার অস্তিত্ব। অস্তিত্ব থাকলেই তো সৎ-অসৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন আসে।

রাত যত গাঢ় হয়, তত নাকি ভোরের আলো ফোটার সময় আসন্ন হয়। জানি না রাত আরও গাঢ় হবে কি না।

স্যামুয়েল বেকেটের লেখা নাটক "ওয়েটিং ফর গোদো"-য় দুই চরিত্র ভ্লাদিমির এবং এস্ত্রোগনের মতো অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। গোদোর মতো কবে সত্যিকারের নেতা আসবেন? এই অবস্থার অবসান হবে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৮

পাশাপাশি : ১। চৈত্র মাসের অন্য নাম ৩। লম্বা সোনার মাদুলির সঙ্গে পরিধেয় হাতের গয়নাবিশেষ ৫। হিন্দুদের শ্রাদ্ধে ষোড়শদান ৭। গোরু সহ গৃহপালিত অন্য প্রাণী ৯। মুসলমান শাসনকালে নগরের বিশিষ্ট কর্মচারী ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। মুখ, বদন, বর্ণনা, বিবরণ ১৫। সময় ও দুঃসময়, শুভ ও অশুভ সময়, উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত সময়।

উপর-নীচ : ১। ইতিহাসে প্রাচীন ও আধুনিককালের মধ্যবর্তী সময় ২। কেনাকাটা, পণ্যদ্রব্য ৩। নাচগান ইত্যাদির আসর ৪। নূপুর ৬। হলুদ বর্ণের মৌলিক পদার্থবিশেষ ৮। বোয়ালজাতীয় মাছবিশেষ, বোয়াল মাছ ১০। বাল্য, শৈশব ১১। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু ১২। গাভিদানরূপ পুণ্যকর্ম ১৩। ক্ষুদ্রলতা, লতা।

সমাধান ■ ৪১৪৭

পাশাপাশি : ১। ভণিতা ৩। লোপ ৫। লেশ ৬। সঘর ৮। টক্কর ১০। শরম ১২। শিকস্ত ১৪। ভাস ১৫। ভরি ১৬। নন্দন।

উপর-নীচ : ১। ভজকট ২। তালেবর ৪। পরিঘ ৭। রব ৯। রশি ১০। শরাসন ১১। ময়দান ১৩। কলভ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিম্নচাপ

শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গে হালকা ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি চলবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংবর্ধনা

কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দেহরক্ষী লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল এভারেস্টের চূড়া ছুঁয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন। শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি ফিরলে তাঁকে সংবর্ধনা জানাল কলকাতা পুলিশ।

ধৃত সিভিক

কসবায় পুলিশের ইউনিফর্ম চুরি করে তোলাবাজির অভিযোগ সিভিক ভলান্টিয়ার নীরাজ সিংয়ের বিরুদ্ধে। তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত সিভিক প্রগতি ময়দান থানার তত্ত্বাবধানেই কাজ করেন।

ডেপুটেশন

বৃহস্পতিবার থেকে দফায় দফায় নদিয়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয়ে টেট উত্তীর্ণরা নিজেদের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন।

অনিশ্চয়তা চাকরিহারাদের

ধর্নার স্থান বদলের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ মে : বিকাশ ভবন নয়, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অবস্থানের জায়গা পরিবর্তনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেন্ট্রাল পার্কের সামনে কর্মসূচির অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। চাকরিহারাদের উদ্দেশে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আপনাদের প্রতি আদালতের সহমর্মিতা রয়েছে। আপনারা ১৫-১৬ দিন ধরে কর্মসূচি করেছেন। শুধু জায়গাটা পরিবর্তন করুন। সবার অধিকার রয়েছে কর্মসূচি করার। সাধারণ মানুষের জন্য আমার চিন্তা। তাদের অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা নিজেরাও জানেন না, কবে কর্মসূচি শেষ হবে। আদালতকে তো স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।' বিচারপতি নির্দেশ দেন, বিকাশ ভবনের বিপরীত দিকে সেন্ট্রাল পার্কে কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে ২০০ জন করে অবস্থান করা যাবে। পুরসভা জল ও বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা করবে। ১০ জন সদস্যের নাম পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে পুলিশ। রাজ্য মানবিক দিক থেকে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে দেবে। আদালতের পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদও শোকজ নোটিশ দিয়েছে চাকরিহারাদের। সেক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পর্ষদ। তবে এদিনই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে উঠবে না বলে জানিয়েছে 'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। তাদের বক্তব্য, পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, তারা রাতে আলোচনা করে শনিবার জানাবে।

এদিন আন্দোলনকারীদের তরফে শিক্ষকরা আদালতে হাজির হয়ে জানান, 'আমরা কারোর অসুবিধা তৈরি করিনি। চাকরি হারিয়ে আজ পথে।' রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিদিন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যাচ্ছেন। বহিরাগতরা যাচ্ছেন। হুলিগানিজম চলছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।' সেইসময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কল্যাণ। বিচারপতি চাকরিহারাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা ওখানে যেটা করছেন এখানে সেটা করবেন না।' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এতজন লোক থাকলে আপনাদের পক্ষেও চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এদের সঙ্গে আপনাদের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। পরবর্তীতে কিছু হলে আপনাদের দায় হবে। আপনারা তো শিক্ষক। পরবর্তীতেও শিক্ষকতা করবেন। আইনশৃঙ্খলায় যাতে অসুবিধা না হয় সেটা দেখুন। আদালতকে যেন বার বার হস্তক্ষেপ করতে না হয়।' তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সমীর কুমার চক্রবর্তী বলেন, 'বিকাশ ভবন ভেঙে দিয়ে যদি চাকরি ফেরানো যেত তাহলে আমরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করতাম। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই আন্দোলনকে হিংসাত্মক না হতে বারণ করেছিলেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যোগ্যদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অযোগ্যদের রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। যা রাজ্যের বলা দরকার ছিল তা আদালত বলছে।' আদালতের রায় নিয়ে পুলিশকে কটাক্ষ করে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এর আগেও বিকাশ ভবনে আন্দোলন হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবারই আছে। বিধাননগর পুলিশ আগেই আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে পারত। তাহলে আর এখন আদালতের নির্দেশে তাদের আন্দোলনকারীদের সুরক্ষা ও পরিষেবা দিতে হত না।'

এসএসসি পরীক্ষায় নিয়মের বদল

কলকাতা, ২৩ মে : পুনর্নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছেই। 'যোগ্য'-দের টানা আন্দোলনের পরও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। তবে এবারের পরীক্ষায় বেশকিছু নিয়মের রদবদল হতে পারে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, চলতি মাসের মধ্যেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরোনো নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীরা এবারেও পরীক্ষা দেবেন ওএমআর শিটে। তবে নতুন নিয়ম মেনে ওএমআর-এর সঙ্গে তাঁদের দেওয়া হতে পারে কার্বন পেপারও। পরীক্ষার পর এই কার্বন কপি পরীক্ষার্থীদের ফেরত দেওয়া হবে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের প্যানেলের মেয়াদ এক বছর থেকে আরও অতিরিক্ত ৬ মাস বৃদ্ধি করার কথা ভাবছে এসএসসি। ২০০৯ সালে শিক্ষাকর্মীদের প্যানেলের মেয়াদ অতিরিক্ত ৬ মাস বাড়ানো হয়েছিল। এছাড়াও ওএমআর শিটের সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য ধার্য নম্বর কমিয়ে ইন্টারভিউতে নির্ধারিত নম্বর বাড়ানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। ইন্টারভিউ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনা হতে পারে।

ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তাবের খসড়া শিক্ষা দপ্তরে জমা করেছে এসএসসি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই নিয়ম বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবছে শিক্ষা দপ্তর। তবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষা মহলে।

অবশ্য পরীক্ষায় রদবদলের সিদ্ধান্ত এখনও সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

শিক্ষাকর্মীদের ভাতা বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ২৩ মে : মুখ্যমন্ত্রী আগেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেছিলেন। শুক্রবার সেই ঘোষণা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। এদিন চাকরিহারা গ্রুপ-সি কর্মীদের জন্য মাসিক ২৫ হাজার এবং গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতার অনুমোদন দেওয়া হল সরকারিভাবে।

এই ভাতা দেওয়ার জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্টারিম স্কিম, ২০২৫' শীর্ষক প্রকল্প চালু করা হল নবান্নের তরফে। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই এই ভাতা কার্যকর করা হয়েছে। শিক্ষাকর্মীদের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তবে আমরা যাঁরা যোগ্য, তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখার অনুরোধ জানাব সরকারের কাছে।'

আকাশ যখন মেঘলা। কুমোরটুলির গঙ্গার ঘাটে। শুক্রবার। ছবি : আবির চৌধুরী

পূর্ণমকে স্বাগত, রিষড়ায় উৎসব

কলকাতা, ২৩ মে : সীমান্ত পেরিয়ে ৯ দিন হয়েছে দেশে ফিরেছেন পাক রেঞ্জার্সের হাতে আটক হুগলির বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম সাউ। শুক্রবার নিজের বাড়িতে ফিরলেন তিনি। এদিন যেন তাঁর বাড়িতে অকাল দীপাবলি। আগে থেকেই আলোকসজ্জায় সাজিয়ে রাখা হয় পূর্ণমের বাড়ি। বিকাল ৫টা নাগাদ হাওড়া স্টেশনের ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পূর্বা এক্সপ্রেস থেকে নামেন তিনি। আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা। রাজকীয় সজ্জায় তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর রিষড়ার বাড়িতে পৌঁছোন পূর্ণম।

হাওড়া স্টেশনে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন রিষড়া পুরসভার চেয়ারম্যানও। জওয়ানকে দেখার জন্য প্ল্যাটফর্মে ভিড় করেছিলেন সাধারণ মানুষও। সাড়ে ৪টের পর ট্রেন এসে হাওড়ায় পৌঁছোয়। পূর্ণমের পরনে ছিল টি-শার্ট ও জিন্স। বাবা-ছেলে মুখোমুখি হতেই তাদের চোখের জল বাঁধ মানেনি।

তাঁকে জাতীয় পতাকা, ফুলের তোড়া ও রজনীগন্ধা-গোলাপ-গাঁদার মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তাঁকে ঘিরে ধরেন একদল মানুষ।

'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দেওয়া হয়। বাড়ি ফেরার মুখে পূর্ণম বলেন, 'আপনাদের প্রার্থনায় ফিরতে পারলাম। এতদিন পর বাবা-মায়ের কাছে আসতে পেরে আমি খুব খুশি।' রিষড়া বাগখাল এলাকায় তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি করা হয় 'ওয়েলকাম' লেখা গেট। সাজানো হয় হুডখোলা একটি গাড়ি। পূর্ণমের গাড়ি হাওড়া থেকে সেখানে পৌঁছোতেই ব্যান্ডপার্টি নিয়ে র‌্যালি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছোনো হয়। তাঁর রিষড়ার বাড়ি আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা ছিল। আনা হয় কেক। পূর্ণমের পছন্দের পদ রাঁধুনি দিয়ে রান্না করানো হয়।

অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রজনী সাউ। তিনি বলেন, 'বহুদিন পর উনি ফিরলেন। ওঁর পছন্দের রান্নাবান্না হয়েছে। লুচি-তরকারি, মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন।' ৯ দিন আগে আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন পূর্ণম। কাজে যোগ দিলেও বাড়ি ফেরার অনুমতি পাননি। শেষপর্যন্ত এদিন সেই সুযোগ হল।

ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় আসার প্রবণতা বেশি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ মে : গত এক বছরে রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে গিয়েছেন প্রায় ১৫ হাজার ভোটার। আর ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসেছেন ৩৫ হাজার মানুষ। নির্বাচন কমিশনের এই তথ্য থেকে স্পষ্ট দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলা এখনও ভিনরাজ্যের মানুষের কাছে সহজ গন্তব্য। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসা-যাওয়ার এই হিসেব যেহেতু ভোটার সংখ্যার নিরিখে তাই এই সংখ্যাকে পরিযানের (মাইগ্রেশন) প্রকৃত তথ্য বলে দাবি করা যায় না। তবে ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে আসার প্রবণতা যে বেশি তাতে কোনও সন্দেহ নেই কমিশনের।

আর্থিক জালিয়াতির তদন্তে ইডিও বেশ কিছু অভিযোগ পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের সম্পর্কে নথি চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশনের কাছে। চাকদা, কল্যাণী-- বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকেই মূলত এসেছে অভিযোগগুলি। কমিশনের

রিপোর্টে দাবি নির্বাচন কমিশনের

এক আধিকারিকের মতে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার দায়িত্ব মহকুমা শাসকের। নিয়মানুযায়ী সর্বাধিক ৪ বছরের ভোটার তথ্য মজুত রাখে কমিশন। ফলে কেউ তার আগে ভোটার তালিকায় কী নথি দেখিয়ে নাম নথিভুক্ত করেছেন তা বোঝা সম্ভব নয়। নাগরিকত্বের বিষয়টি যাচাই করার এক্তিয়ারও নেই ইআরও-র। ভোটার তালিকায় নাম তুলতে আধার কার্ড ও তাঁর বাবা-মায়ের এদেশে থাকার প্রমাণকেই মাপকাঠি ধরা হয়। ফলে অভিযুক্তদের অবৈধ ভোটার ঘোষণার দাবিতে ইডি, এফআরও-র সাঁড়াশি আক্রমণে ফাঁপরে পড়েছে কমিশন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকেও বহু মানুষ উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত ও বসবাস বেড়েছে। রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ, বসিরহাট থেকে শুরু করে নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতে অনুপ্রবেশের প্রমাণ মিললেও, সংখ্যার বিচারে তা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু এদের অনেকে এরাজ্যে বসবাস করলেও রাজ্যের ভোটার নন। আবার ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে এসে বিধিবদ্ধভাবে ভোটার হয়েছেন সে সংখ্যাটাও কম নয়। তবে যেহেতু, তিনি নিজে ভোট কেন্দ্র বদলের আবেদন না করলে বা তাঁর বিরুদ্ধে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাসের অভিযোগ না করলে কমিশন নিজে থেকে কিছু করতে পারে না, তাই সব দিক খতিয়ে না দেখে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কঠিন।

গুণমানে ফেল ১৯৮টি

২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার

কলকাতা, ২৩ মে : নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর দিয়ে ২৫টি ওষুধ বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে বলল রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের সমস্ত খুচরো ও পাইকারী ওষুধ বিক্রেতাকে এই ওষুধ বিক্রি বন্ধ করে সেগুলি ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওষুধগুলির মধ্যে ২৪টি নিম্ন মানের ও একটি ভেজাল বলে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল। এরই মধ্যে দেশজুড়ে ১৯৮টি ওষুধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি বলেই তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবে পরীক্ষিত ৩৩টি ওষুধ গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

রাজ্যে নিষিদ্ধ ওষুধগুলির মধ্যে রিঙ্গার ল্যাকটেট, ক্যালসিয়াম, অ্যান্টিবায়োটিক যেমন রয়েছে তেমনই মধুমেহ বা কোলেস্টেরলের ওষুধও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই দেশজুড়ে গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষায় বিপুল পরিমাণ ট্যাবলেট, ইনজেকশন, ক্যাপসুল ফেল করেছে। একাধিক ইনজেকশনের ভায়ালে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মিলেছে। নামী সংস্থার ব্র্যান্ডের নাম নকল করে অনেক ওষুধ তৈরি হয়েছে। এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে সেন্ট্রাল ড্রাগ টেস্টিং ল্যাব। তখনই ১৯৮টি ওষুধকে

'নন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সিডিএসসিও প্রতি মাসে বিভিন্ন ওষুধের গুণগত মান পরীক্ষা করে। কোন ব্যাচের ওষুধ, ওষুধের নির্দিষ্ট মানদণ্ড খতিয়ে দেখার পর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। প্রতি মাসে তালিকাও প্রকাশ করা হয়। তালিকায় থাকা ওষুধের নমুনার মধ্যে ৬০টি কেন্দ্রীয় ওষুধ পরীক্ষাগারে ও ১৩৬টি রাজ্য ওষুধ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

প্রকল্পের নিয়মিত 'ফলোআপ' চান মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ মে : উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের শুরু থেকেই সেগুলির নিয়মিত 'ফলো আপ' চান মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকে ওই রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে দিতে হবে নিয়মিতভাবে। আর এই কাজে বিশেষভাবে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের হাতেই। সদ্য উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বিভিন্ন জেলায় মুখ্যমন্ত্রী একগুচ্ছ নয়া প্রকল্পের শিলান্যাস পর্ব সেরেছেন। পরে উত্তরকন্যায় জেলাগুলি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন।

তার ফাঁকে মুখ্যসচিব সহ একাধিক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'ফলো আপ'-এর ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে শুক্রবার তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর। উত্তরবঙ্গের পরিচিত এক মন্ত্রীও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের কথা এড়িয়ে যাননি। তাঁর মন্তব্য, দ্রুত কাজ চান মুখ্যমন্ত্রী। শুধু প্রকল্প হাতে নিলেই তো হবে না, কাজ শুরু করতে হবে সময়মতো। শেষও করতে হবে নির্দিষ্ট সময়মতো।

প্রশাসনিক মহলের ধারণা, সামনের বছরের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে সরকার চায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ ও তার সর্বশেষ খতিয়ানের একটা রিপোর্ট হাতে রাখতে। যা ভোট প্রচারে কাজে লাগে। এবারও ভোট প্রচারে উত্তরবঙ্গের প্রতি এখন থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তার প্রাথমিক প্রস্তুতি তিনি এবার উত্তরবঙ্গ দিয়েই শুরু করে দিলেন। বৈঠক করলেন, কথা বললেন দলের স্থানীয় মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে। প্রশাসনিক বৈঠকেও কথা বলেছেন সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য উন্নয়নমূলক যেসব প্রকল্পের মুখ্যমন্ত্রী সদ্য শিলান্যাস করেছেন, সেগুলিতে এখনই জোর দিতে চলেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শুরু করা থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সর্বশেষ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো যথাস্থানে পাঠানোর বিষয়টিতে জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা। উত্তরবঙ্গের এক মন্ত্রীর মন্তব্য, 'এই ফলো আপটাই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও অসুবিধা হলে বা মাঝপথে অর্থের প্রয়োজন হলে সেই ব্যাপারে মুখ্যসচিবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা প্রায় বাধ্যতামূলক বলেই দপ্তরের মন্ত্রীদের জানানো হয়েছে।'

মহিলা রাজ্যপাল নিয়োগের জল্পনা

কলকাতা, ২৩ মে : সম্প্রতি বাইপাস সার্জারি করে রাজভবনে ফিরেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সংক্রমণের আশঙ্কায় বাইরে বেরোচ্ছেন না তিনি। কিন্তু তিনি না বেরোলেও রাজভবনের দেওয়াল টপকে বাইরে আসছে নানা জল্পনা। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যপাল বোসকে সরিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নয়া রাজ্যপাল বসাতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টক্কর দিতে রাজ্যপাল হিসেবে একজন কড়া মহিলা প্রশাসককে বসাতে চাইছে অমিত শা'র মন্ত্রক। দীর্ঘদিন থেকে নানাজনকে নিয়ে আলোচনা হলেও সুনির্দিষ্টভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি মন্ত্রক।

এর আগে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জগদীপ ধনকরকে রাজ্যপাল নিয়োগ করেছিল কেন্দ্র। তিনি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে প্রচুর আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিধানসভায় পাশ হওয়া বহু বিলই তাঁর কাছে পড়ে থেকে আইনের চেহারা নিতে পারেনি। তিনি যোগ দেওয়ার পর থেকে রাজভবন-নবান্ন সংঘাত লেগে থেকেছে শেষদিন পর্যন্ত। এবার মহিলার পাশাপাশি আইনজ্ঞ রাজ্যপালই পাঠাতে চাইছে কেন্দ্র। এই ব্যাপারে বাতাসে ভাসছে সুপ্রিম কোর্টের সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি বেলা মাধুর্য ত্রিবেদীর নাম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছে, শাসক শিবিরকে আইনের মারপ্যাঁচে টক্কর দেওয়ার জন্য তাঁকে রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করতে। তবে রাজ্যপাল নিয়োগের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠকে চূড়ান্ত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এখনও এরকম কোনও বৈঠকের আভাস মেলেনি।

সংবাদমাধ্যমে বিধিনিষেধ আদালতে

কলকাতা, ২৩ মে : বিজ্ঞপ্তি জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে সংবাদমাধ্যমের বাইট সংগ্রহ, সম্প্রচার বা লাইভ করা নিষিদ্ধ করা হল। সম্প্রতি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাইকোর্টের মূল ভবনের বি ও সি গেটের মাঝে বা সেন্টেনারি ভবনের সামনে কেউ কোনওরকম সাক্ষাৎকার বা বক্তব্য রাখতে পারবে না। সমাজমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে নির্দিষ্ট অনুমতি ছাড়া বক্তব্য রাখা যাবে না।

২০১৮ সালে হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের জন্য প্রেস কর্নার হিসেবে একটি ঘর বরাদ্দ করে।

বিজ্ঞপ্তি জারি

গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় মূলত বি গেট লাগোয়া বারান্দায়। তবে প্রেস কর্নারকে একটি চিঠি পাঠিয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছে, শুধু ওই বারান্দা নয়, সমগ্র হাইকোর্ট চত্বরে বাইট নেওয়া, লাইভ সম্প্রচার বা সাক্ষাৎকার নেওয়া যাবে না।

তবে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, হাইকোর্টে গাড়ি পার্কিং সমস্যার সমাধান এত বছরেও হয়নি। হেরিটেজ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বৃষ্টিতে ভবনের বিভিন্ন ফ্লোর ও সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে জল জমে থাকে। আইআইটি খড়গপুর ও আইআইটি রুরকির বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, মামলার ভারী ভারী নথি ও আসবাবের চাপে ভবনের একাংশ বসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ঘরের চাঙড় ও দেওয়ালের অংশ খসে পড়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে সংবামাধ্যমকে এই চত্বর থেকে দূরে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এখন অনেকে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যা তা বলছেন। আইনজীবীরাই বেশি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে আবেদন জানাক।' সূত্রের খবর, হাইকোর্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষ হলে সংবাদমাধ্যমের তরফে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করা হবে।

কুমোরটুলিতে অকাল শরৎ, বিদেশ পাড়ি উমার

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ মে : খড়, কাঠ, বাঁশ ও সুতলির বন্ধনে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার কাঠামোর ওপর চলছে মাটি লেপার কাজ। আবার কোথাও মূর্তির ওপর রংয়ের প্রলেপ পড়ার অপেক্ষা। পুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও চার মাস বাকি। তবে কুমোরটুলিতে যেন অকাল শরৎ। মৃৎশিল্পীদের প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতিপর্ব এখন তুঙ্গে। অন্য বছর রথযাত্রা থেকে শুরু হয় বায়না পাওয়া। এবছর দুর্গাপুজো এগিয়ে আসায় আগে থেকেই বায়না পেয়েছেন শিল্পীরা। অনেকে আবার বর্ষার আগেই বিদেশ থেকে আসা বায়নার প্রতিমাকে বাক্সবন্দি করে জাহাজে তোলার প্রস্তুতি সেরে রেখেছেন।

বৃষ্টির মধ্যে প্লাস্টিকের ছাউনির নীচে বসে ছাঁচের মুখে নকশা ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী বিশ্বনাথ পাল। বললেন, 'ডেনমার্কের একটি মিউজিয়ামে প্রতিমা চলে গিয়েছে। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে বরাত পাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' প্যারিস, নেদারল্যান্ড, আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে শিল্পী প্রশান্ত পালের তৈরি প্রতিমা। বললেন, '৫টি মূর্তি ইতিমধ্যেই বিদেশে গিয়েছে। বিদেশে পাঠানোর জন্য ১৫টি মূর্তির কাজ চলছে। এখানেও বরাত পাওয়া ৪০টি প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।' বিদেশে পাঠানোর জন্য গাড়িতে মূর্তি তুলে দিতে দিতেই শিল্পী মিন্টু পাল বলেন, 'পুজো শেষ হলেই পরের বছরের জন্য বিদেশ থেকে বরাত এসে যায়। এখনই অনেক প্রতিমা পাঠানো শেষ।'

বিদেশের বরাত পাওয়া মূর্তির কাজই করেন শিল্পী কৌশিক ঘোষ। তাঁর তৈরি প্রতিমা ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছে মস্কোয়। তাঁর মন্তব্য, 'ইতালি, জার্মানি, কানাডা, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, আমেরিকা, লন্ডন, জাপান, রাশিয়ায় এখনও ১৫টি প্রতিমা গিয়েছে। পুজোর এক মাস আগে পর্যন্ত প্রতিমা যাবে।' তবে রথের অপেক্ষায় রয়েছেন শিল্পী বিশাল পাল। কিন্তু আগে

বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য তৈরি দুর্গা প্রতিমা। শুক্রবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, 'মা আসতে এখনও কিছুদিন বাকি। কিন্তু আমাদের তো প্রস্তুতি সেরে রাখতেই হবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার সহ অন্যান্য রাজ্যেও আমার প্রতিমা যায়। ৪০টি মূর্তি এখন থেকেই তৈরি শুরু করে দিয়েছি। রথযাত্রার সময় থেকে বায়না পাওয়া শুরু হবে। এবছর ব্যবসা ভালো হবে বলেই আশা করছি।' নামকরা থিমের পুজোগুলির বরাত আসা শুরু হয়ে গিয়েছে শিল্পী দীপঙ্কর পালের কাছে। বললেন, 'টালিগঞ্জ, বাগবাজার সর্বজনীনের মতো থিমের পুজোগুলির বরাত পেয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছি।' লোকবল কম। শিল্পীরা এখন মুম্বই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরগুলিতে চলে যাচ্ছেন। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরে রাখতে হয় বলে জানালেন কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক বাবু পাল। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে শিল্পীদের উপার্জন কম। তাই পূর্বপুরুষগতভাবে অনেকেই আর একই পেশায় আসেন না। তবে এখানে ১১ মাস কাজই থাকে। এবছর পুজো আগে। পয়লা বৈশাখ থেকে বরাত পাওয়া শুরু হয়েছে। কাজ শুরু হয়ে যায় সরস্বতীপুজোর সময় থেকে। গত বছর ৫৮টি প্রতিমা বিদেশ গিয়েছিল। এবছর এখনও পর্যন্ত বিদেশ থেকেই প্রায় ১০০টি প্রতিমার বায়না রয়েছে। তবে সংখ্যাটা আরও বাড়বে আশা করছি।'

এড়াতে গরম বেড়াতে মন

ছুটি এবং ছুটি। গরমের ছুটি। বাচ্চাদের স্কুলে। বড়রাও চাঁদিফাটা গরম এড়াতে ইতিউতি প্ল্যান করে ফেলেন এই সময়। গরম ছেড়ে আরামে যেতে কার না মন চায়! তবে এই গর্মি-সময়ে বেড়াতে গিয়ে সতর্ক কিন্তু থাকতেই হবে। বিশেষ করে মন ভালো করার জন্য ট্যুরে গিয়ে যদি শরীরটা খারাপ করে বসেন, তাহলে বেড়ানোর আনন্দ ষোলোআনা মাটি। কোন কোন বিষয় মাথায় রাখবেন, জেনে নিন চটপট।

সফট ড্রিংক নয়

সারাদিন ধরে নিয়মিত জল পান করুন, তাতে আপনার তৃষ্ণার মাত্রা যাই হোক না কেন। ঠান্ডা জলের একটি বোতল সঙ্গে রাখুন এবং সুযোগ পেলেই তা রিফিল করুন। খনিজ পদার্থের মাত্রা বজায় রাখার জন্য লবণ এবং চিনির ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়, ডাবের জল অথবা লেবুর শরবতও খেতে পারেন। এছাড়াও সফট ড্রিংক এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলো আমাদের সতেজ করে তোলার চাইতে শুষ্ক করে তোলে।

গরমের পোশাক

গরমের সময় আপনার পোশাক স্টাইলের জন্য নয়; এটি একটি বেঁচে থাকার কৌশল। সুতি বা লিনেন জাতীয় ঢিলেঢালা, হালকা কাপড় পরুন। হালকা রঙের পোশাক পরুন যা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। স্কার্ফ, ক্যাপ বা টুপি আপনার মাথা এবং ঘাড়কে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে একটি ছাতা সঙ্গে রাখুন। এমন সিন্থেটিক কাপড় এড়িয়ে চলুন যা তাপ শোষণ করে শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে এবং অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে।

পাবেন কীভাবে

তীব্র গরমে বেড়ানোর সময় ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এ সমস্যা যে কারোরই হতে পারে। এই সমস্যা আপনার বেড়ানোর আনন্দকে মাটি করে দিতে পারে। রাস্তার ফুচকা, স্ট্রিট ফুড কিংবা বিদেশের কোনও রেস্তোরাঁ—যেখানেই কিছু খান না কেন, অসাবধানতার কারণে ফুড পয়জনিংয়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সমস্যা যখন আছে, সমাধানও নিশ্চয় আছে। বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজেকে ফুড পয়জনিংয়ের হাত থেকে নিস্তার দিতে পারেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

১. বেশি করে জল খান

বেড়াতে গিয়ে ফুড পয়জনিংয়ের শিকার হলে বেশি বেশি জল খেয়ে শরীরকে আর্দ্র রাখুন। শরীরের ইলেকট্রোলাইটের চাহিদা পূরণ করুন। জল খেতে গিয়ে যদি বমি আসে, তাহলে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে জল খেতে পারেন।

২. খেতে হবে নরম খাবার

ফুড পয়জনিং হলে নরম খাবার খেতে হবে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার খেতে যাবেন না। সম্ভব হলে কাঁচকলা ভর্তা দিয়ে ভাত খান। পারলে 'ব্রাট ডায়েট' অনুসরণ করে দেখতে পারেন। ব্রাট ডায়েট হল কলা, ভাত, আপেলের সস ও টোস্ট—এই চার ধরনের খাবার নিয়ে করা একধরনের ডায়েট। ডায়রিয়া হলে সাধারণত এই ধরনের ডায়েটে সুফল মেলে। নরম খাবারের সঙ্গে সঙ্গে লবণযুক্ত বিস্কুট (সল্টেজ বিস্কুট) খেতে পারেন। তবে, যা-ই খান, তা হতে হবে পরিমিত।

৩. ঘরোয়া প্রতিকার

খাদ্যের বিষক্রিয়ার সময় ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করাই মূল লক্ষ্য। তাই এই সময় আদা চা, দই বা প্রোবায়োটিক ক্যাপসুল খাওয়া জরুরি ও উপকারী। কারণ এগুলো শরীরে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে।

৪. যা খাবেন না

কিছু কিছু খাবার ফুড পয়জনিংকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। তাই এই জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। তাই অ্যালকোহল, ক্যাফেইন বা সোডা জাতীয় পানীয় যেমন এনার্জি ড্রিংকস, কফির মতো পানীয়গুলি এড়িয়ে চলা উচিত। উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার যেমন অ্যাভোকাডো, ব্রকলি, মটরশুটি, পুরো শস্য, বাদামি চাল ইত্যাদি। এছাড়াও অতিরিক্ত ঝাল বা অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার ফুড পয়জনিং-এর সময় পেটে জ্বালার মতো অনুভব তৈরি করে। তাই এসব খাবার না খাওয়াই ভালো। এসময় পনির এবং আইসক্রিমের মতো দুধ থেকে তৈরি খাবারও এড়িয়ে চলুন।

৬. লক্ষণ পর্যবেক্ষণ

সংক্রমণের উৎসের ওপর ভিত্তি করে ফুড পয়জনিংয়ের লক্ষণ হতে পারে নানা রকম। ফুড পয়জনিং হলে সাধারণত তলপেটের মাংসপেশিতে ব্যথা করে। বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, ডায়রিয়া, দুর্বলতা, জ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য—এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি আরও কিছু লক্ষণও দেখা যায়। লক্ষণগুলি ঠিক কী কী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর মাত্রা কী রকম, সেদিকে ভালো করে খেয়াল রাখুন।

বিশ্রাম জরুরি

গরমে বেড়াতে গিয়ে কম খাওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কারণে শরীর খারাপ হলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হাঁটাচলা করবেন না। ফুড পয়জনিং হলে দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় টয়লেটেই কেটে যায়। তাই টয়লেটের বাইরে থাকার সময়টা যতটা পারা যায় বিছানায় থেকে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করুন। আর শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছে কিনা, সে বিষয়েও খেয়াল রাখুন।

পিক হিট এড়িয়ে চলুন

সূর্যের রশ্মি সবচেয়ে বেশি থাকলে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। যখন সম্ভব হয়, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কাজ, এমনকী বেড়ানোর সময়ও বদলে ফেলুন। যখন রোদ ও গরম কমে আসবে, সেই সময় কাজ রাখুন।

সানস্ক্রিন

দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকা কেবল হিটস্ট্রোকের ঝুঁকিই ডেকে আনে না; এটি আপনার ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। একটি ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন (এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি) ব্যবহার করুন, এবং প্রতি কয়েক ঘণ্টা পরপর পুনরায় লাগাতে ভুলবেন না।

ঠান্ডা থাকার ফান্ডা

গরমে রোমকূপের মুখ খুলে যায়, ফলে ঘাম হয় বেশি। তাই, বাইরে বের হলে যতটা সম্ভব সুরক্ষা নিয়েই বের হতে হবে। ত্বক ঠান্ডা রাখার জন্য বেশি বেশি জল পান করতে হবে। পরতে হবে ঢিলেঢালা পোশাক। ত্বক ঠান্ডা রাখবে, এমন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে রোদে যাবেন না। যদি যেতেই হয়, ছাতা, রোদচশমা, জলের বোতল, রুমাল, হ্যান্ডফ্যান, সানস্ক্রিনের মতো জিনিসগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করুন।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যা

শুষ্ক ত্বক, এ সময় সাধারণ ত্বকের মতো হয়ে যায়। বিষয়টি অবশ্যই ভালো। অনেকে অভিযোগ করেন, ত্বকে বাড়তি শুষ্কতা দেখা দেয় এ সময়। একটা কারণ, অনেকটা সময় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থাকা। আরেকটি হল কম জল পান। কখনও কখনও আবহাওয়ার কারণেও এমনটা হতে পারে। গরম ভেবে ত্বকে ক্রিম না লাগানো বা যথাযথ যত্ন না নেওয়ার কারণেও সমস্যা দেখা দেয়। শুষ্ক ত্বকে দানা দানা হলে বা চামড়া উঠলে অ্যালোভেরা বা ঠান্ডা গোলাপ জল ব্যবহার করতে পারেন।

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা বেশি হয় এ সময়। এ ধরনের ত্বকে যেন তেল না জমতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ছবি তোলার আগে ভালোভাবে মুখটা মুছে নেন, ছবিতে যেন তেল চকচকে চেহারা ফুটে না ওঠে। অন্যান্য সময়েও এটা মাথায় রাখতে হবে। সকালটা শুরু করতে পারেন বরফ ব্যবহার দিয়ে। বিষয়টি কষ্টকর হলেও উপকারী। ১০ সেকেন্ড করে ৫-৬ বার চেহারা বরফের বোলে ডুবিয়ে রাখুন।

এই প্রথম সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে কানে

তিনি মিস ওয়ার্ল্ড। তিনি পর্দার রূপ কী রানি। তিনি অভিষেক ঘরনী। একইসঙ্গে 'কানের রানি'। তিনি ঐশ্বর্য রাই বচ্চন। ২০০২ থেকে প্রতিবছর কানের লাল গালিচায় পা পড়ে তাঁর। কিন্তু এই প্রথম শাড়ি-সিঁদুরে তিনি সকলের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন।

এ বছর ঐশ্বর্য রাইকে দেখা গেল মনীষ মালহোত্রার নকশা করা সোনালি পাড়ের আইভরি রঙের বেনারসিতে। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা টিস্যু কাপড়ের জমকালো ওড়না। শাড়ির সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছিল অনেকখানি। উল্লেখ্য, 'দ্য হিস্ট্রি অব সাউন্ড' সিনেমার প্রিমিয়ারে দেখা দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। ২০০২ থেকে কানের লাল গালিচায় দেখা গেলেও এই প্রথম সিঁথিতে সিঁদুরসহ দেখা দিলেন তিনি। চুলগুলো দু-পাশে ছড়িয়ে এবং শাড়ির সঙ্গে বেশ মানানসই।

সিঁদুরের ভেতর দিয়ে যেন চলমান বিচ্ছেদের গুঞ্জনে 'ফুলস্টপ' দিলেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। সেইসঙ্গে, শাড়ি আর ওড়নার সঙ্গে হিরে, সোনা ও রুবি দিয়ে তৈরি নেকলেস লেয়ারিং করে পরেছিলেন তিনি। এই সাজও মনীশ মালহোত্রার জুয়েলারি থেকে তাঁর প্রাপ্তি।

ভক্ত ও সমালোচকেদের অনেকের মতে এটিই কানের গালিচায় ঐশ্বর্যর সর্বকালের সেরা লুক। অনেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন ঐশ্বর্যর এই সাজ দেখে। দেশের গর্বের কথা এভাবে ফ্যাশনের মাধ্যমে তুলে ধরাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বহু দেশপ্রেমী নেটিজেন।

টক দইয়ের অম্বল

যা যা লাগবে

টক দই ২ কাপ, ডুমো ডুমো করে কাটা বেগুন ১ কাপ, সর্ষে অল্প পরিমাণ, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ১ টেবিল চামচ, সর্ষের তেল অল্প।

যেভাবে তৈরি করবেন

ডুমো ডুমো করে কাটা বেগুন ভেজে তুলে রাখুন। দই অল্প জলে ভালোভাবে গুলে নিতে হবে। কোনও রকম দানা দানা ভাব যেন না থাকে। এরপর সর্ষে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজবাটা হালকা করে ভেজে নিতে পারেন। গোলানো দই ঢেলে দিন। লবণ ও চিনি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা বেগুনগুলো দিয়ে নামিয়ে নিন। দই বেশি ফুটতে থাকলে ফেটে গিয়ে ছানা কেটে যাবে। সেদিকে লক্ষ রাখুন। আর এবার গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশনের পালা।

জমির পথে কৃষক। দূরে দেখা যায় প্রেমের তাজ। শুক্রবার।

নিয়ম মেনে ঋণ, জানাল আইএমএফ

ভারতের নজর এবার এফএটিএফ-বিশ্বব্যাংকে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ঋণ মঞ্জুর করার আগে পাকিস্তানকে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে বলা হয়েছিল। তারা সব শর্ত মেনে পদক্ষেপ করেছে। সেই কারণে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী পর্যবেক্ষক সংস্থা এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে। জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করার কথা বিশ্বব্যাংকের। সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে ভারত।

সূত্রটি জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনেই ভারতের তরফে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এফএটিএফের ধূসর তালিকায় থাকলে কোনও দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ পাওয়ার রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে বেশ কিছুদিনের জন্য এফএটিএফের ধূসর তালিকায় ছিল পাকিস্তান। ওই সময় আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ব্যাংকের মতো সংস্থা পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তান এফএটিএফের ধূসর তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর আর্থিক সংস্থাগুলি ফের তাদের ঋণ দিতে শুরু করেছে। যে ঋণের একাংশ ঘুরপথে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কাছে চলে যাচ্ছে বলে ভারতের অভিযোগ।

একনজরে

- বিশ্বব্যাংক ও এফএটিএফের কর্তাদের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের আলোচনা শুরু হয়েছে
- জুন মাসে পাকিস্তানের জন্য ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করার কথা বিশ্বব্যাংকের
- সেই ঋণদান ঠেকানোকেই এখন পাখির চোখ করেছে ভারত
- পাকিস্তানকে ফের এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্টায় দিল্লি
- শর্ত মানতে ঋণ পেয়েছে পাকিস্তান দাবি আইএমএফ-এর

সেই কারণে পাকিস্তানকে ফের এফএটিএফের নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনার চেষ্টা চালাচ্ছে দিল্লি।

এদিকে পাকিস্তানকে ১০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে আইএমএফকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তারপরেও আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফে অবস্থান স্পষ্ট করা হল। আইএমএফের কমিউনিকেশনস বিভাগের ডিরেক্টর জুলি কোঝাক বলেন, 'পাকিস্তান যাবতীয় শর্ত পূরণ করেছে বলে আমাদের বোর্ড জানতে পেরেছে। একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কারের পথে হাঁটছে পাক সরকার। সব দিক বিবেচনা করে ওদের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। গত মে-তে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সেইমতো পাকিস্তানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।'

দিনকয়েক আগে গুজরাটের ভুজে গিয়ে রাজনাথ সিং পাকিস্তানকে আইএমএফের ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্যের অর্থ সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া। ওরা জঙ্গিঘাঁটিগুলি নতুন করে গড়ে তুলতে মাসুদ আজাহারকে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উচিত নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা।' তবে আইএমএফ যে ভারতের যুক্তি মানতে রাজি নয়, তা তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

অ্যাপলকে ফের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

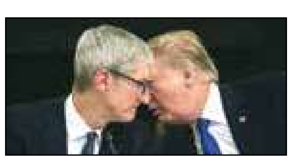

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : আমেরিকায় যে আইফোন বিক্রি করা হবে, তা আমেরিকাতেই বানাতে হবে। ভারত বা অন্য কোনও দেশে বানালে চলবে না। অন্য দেশে তৈরি আইফোন আমেরিকায় বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে অন্তত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। ফের অ্যাপলকে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুক্রবার ট্রাম্প জানান, তিনি অ্যাপলের কর্ণধার টিম কুককে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদি তিনি আমেরিকায় আইফোন বিক্রি করতে চান, তাহলে সেই আইফোন আমেরিকাতেই তৈরি করতে হবে।

সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভারতে আর অ্যাপলের জিনিস তৈরি না করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন অ্যাপল কর্ণধার কুককে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, তিনি কুককে বলেছিলেন, 'আমি শুনছি আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করছেন। আমি চাই না আপনি ভারতে জিনিস তৈরি করুন...। আমি টিমকে বলেছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করছি। বছরের পর বছর ধরে আপনারা চিনে যে উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি করেছেন, তা আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু আপনারা ভারতে যে কারখানা তৈরি করছেন, তা আমাদের পছন্দ নয়। ভারত নিজেই নিজেদের খেয়াল রাখতে পারে এবং তারা বেশ ভালো ভাবেই চলছে।'

যদিও সূত্রের খবর, ভারতে বিনিয়োগের বিষয়ে অ্যাপলের আগে যা পরিকল্পনা ছিল, তা-ই রয়েছে। অ্যাপলের জিনিস তৈরির জন্য অন্যতম বড় উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে ভারতকেই পছন্দ করে এই আমেরিকান বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থা।

অপারেশন সিঁদুরে সাহসিকতার স্বীকৃতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মে : শুক্রবার নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত বিএসএফ ইনভেস্টিচার সেরিমনিতে বাহিনীর ২৬ জন সদস্যকে পদক দিয়ে সম্মানিত করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ৪ জন পেলেন পুলিশ মেডেল ফর গ্যালান্ট্রি, ২২ জন মেরিটোরিয়াস সার্ভিস পদক।

অনুষ্ঠানে ডিজি বিএসএফ দলজিৎ সিং চৌধুরী অপারেশন 'সিঁদুর'-এ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কৃতিত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, পহলগাম হামলার পর বিএসএফ পশ্চিম সীমান্তে একাধিক ড্রোন হামলা রুখে দেয় এবং পাক সেনা ও রেঞ্জার্সের গোলা-গুলির জবাব দেয়। এতে এক বিএসএফ ও এক সেনা জওয়ান শহিদ হন, আহত হন সাতজন। ডিজি বিএসএফ জাতীয় নেতৃত্ব ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানান অপারেশন সিঁদুরে বিএসএফ-এর অবদানের স্বীকৃতির জন্য। তিনি আরও বলেন, ছত্তিশগড় ও ওড়িশায় মাওবাদী দমনে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় বিএসএফ যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে তা প্রশংসনীয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'বিএসএফ সীমান্তে থাকলে দেশবাসী নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।' তিনি আরও বলেন, 'সীমান্ত রক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিএসএফ-এর কর্মদক্ষতা ও দায়িত্ব পালনের ধরন নিয়ে গবেষণা করলেই বোঝা যাবে কীভাবে বিশ্বের অন্যতম কঠিন সীমান্তে দায়িত্ব পালন করে বিএসএফ আজ বিশ্বের সেরা সীমান্তরক্ষী বাহিনীগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।' এই অনুষ্ঠানটি বিএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম ডিজি পদ্মবিভূষণ কেএফ রুস্তমজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর 'সৈনিক মনোভাব ও দূরদর্শী নেতৃত্ব'-এর কথা স্মরণ করে ডিজি বিএসএফ বলেন, 'এই গুণাবলির ফলে আজ বিএসএফ দেশের প্রথম সুরক্ষা পংক্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে গ্যালান্ট্রি পদক পান সাব-ইন্সপেক্টর অনুরাগ রঞ্জন, হেড কনস্টেবল আব্দুল হামিদ রাথর, কনস্টেবল অমরজিত সিং এবং কনস্টেবল নবজ্যোত সিং। মেরিটোরিয়াস সার্ভিস (চাকুরিরত) পুরস্কার পান, ড. আশিস কুমার (আইজি), রাজ কুমার নেগি (ডিআইজি), প্রদীপ চন্দ শর্মা (কমান্ড্যান্ট), সন্দীপ কুমার, প্রেম বিশ্বাস, অনিল কুমার, পবন কুমার (২ আইসি), মহিমা নন্দ মামগাইন, চরণজিত সিং প্রমুখ।

বিএসএফের অনুষ্ঠানে আধিকারিককে পুরস্কৃত করছেন অমিত শা।

রাহুলের নিশানায় মোদি-জয়শংকর

বিশেষ অধিবেশনের দাবি মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ মে : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গরমাগরম বিবৃতির মধ্যেই সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবিতে এবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে।' এর আগে বিশেষ অধিবেশের দাবি তুলেছে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও বিশেষ অধিবেশনের দাবি তুলেছিলেন। যদিও তাতে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দেয়নি।

তৃণমূলনেত্রী এদিন যেভাবে তিনি তাঁর পোস্টে 'অন্য কেউ' শব্দের ওপর জোর দিয়েছেনে তাতে প্রশ্ন উঠেছে, এই 'অন্য কেউ'-টা কে তা নিয়ে। যদিও সেই সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্টে কোনও ব্যাখ্যা দেননি। তবে পর্যবেক্ষকদের একাংশের অনুমান, মমতার ইঙ্গিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকেই। কারণ, ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা প্রথম প্রকাশ্যে এনেছিলেন তিনিই। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে মোদির রক্ত নয়, সিঁদুর ভাষণের জবাবে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'মোদিজি ফাঁপা ভাষণ দেওয়া বন্ধ করুন। শুধু বলে দিন সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আপনি পাকিস্তানের কথায় ভরসা রাখলেন কেন? ট্রাম্পের সামনে মাথানত করে আপনি ভারতের হিতের বলি দিলেন কেন? শুধুমাত্র ক্যামেরার সামনে আপনার রক্ত গরম হয় কেন? আপনি ভারতের সম্মানের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেললেন!' কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকেও ফের আক্রমণ করেন রায়বেরেলির সাংসদ। তাঁর তোপ, 'পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই বন্ধনীতে রাখা হয়েছে? কেন কোনও দেশ পাকিস্তানের নিন্দায় আমাদের পাশে দাঁড়াল না? ট্রাম্পকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে বলেছিল কে? ভারতের বিদেশনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।'

রাহুলের এই আক্রমণের জবাবে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে ভারত ও তার সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল দুর্বল করার অভিযোগ তুলেছে। দলের নেতা গৌরব ভাটিয়া তাঁকে নিশান-ই-পাকিস্তান বলেও তোপ দেগেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘৃণা করতে গিয়ে রাহুল ১৪০ কোটি ভারতীয়কে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন তিনি। এরই মধ্যে জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়েডফুল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের আত্মরক্ষার অধিকার আছে বলে জানিয়েছেন। বার্লিনে শুক্রবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন জয়শংকর। তিনি জানিয়েছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। ভারতকে পরমাণু হামলার ব্ল্যাকমেল করা যাবে না।'

এদিন কেন্দ্রের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোকে সমর্থন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে বিদেশ সফরে পাঠানো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি আগেও বলেছি, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যেকোনো পদক্ষেপে সর্বদা কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস।' ভারতের প্রতিনিধিদলগুলির একটি বর্তমানে জাপানে রয়েছে। তার সদস্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি টোকিওর ইয়াসুকুনি মন্দিরে বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল এবং স্বাধীনতাসংগ্রামী রাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাসবিহারী বসুর সমাধিস্থলের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনার জন্য জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসকে অনুরোধও করেছেন তিনি।

> প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে আসার পর অবিলম্বে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক, যাতে অন্য কেউ জানার আগে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম জানতে পারেন সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

রুশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে কানিমোঝির দল। মস্কোতে।

ড্রোন হামলায় পথে হল দেরি

মস্কো, ২৩ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য ও পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে বেরিয়ে বড়সড়ো ফাঁড়া এড়াল কেন্দ্রের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার মস্কোয় পৌঁছোয়। কিন্তু কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করার আগেই ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় মস্কোর ডোমোডেডোভো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে মাঝ আকাশেই কানিমোঝিদের বিমানটি চক্কর কাটতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ ওই বিমানবন্দরে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বিমান ওঠানামা বন্ধ থাকে। পরে অবশ্য ফাঁড়া কেটে যায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে সবুজ সংকেত পেয়ে কানিমোঝিদের বিমানটি অবতরণ করে। প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকরা। বিমানবন্দর থেকে নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে সাংসদদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চেয়ার অফ দ্য স্টেট ডুমা কমিটি অন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স লিওনিদ স্লাতস্কির সঙ্গে দেখা করে প্রতিনিধিদলটি। কানিমোঝির দলটি রাশিয়ার পাশাপাশি গ্রিস, স্পেন, স্লোভেনিয়া এবং লাটভিয়ায় যাবে।

মুনিরকে কটাক্ষ ইমরানের

ইসলামাবাদ, ২৩ মে : পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ইতিহাসে আয়ুব খানের পর দ্বিতীয় ফিল্ড মার্শাল হিসেবে পদোন্নতি হয়েছে জেনারেল আসিম মুনিরের। তাঁর এই পদোন্নতিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকারকেও বিঁধেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইমরান এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাশা আল্লাহ, জেনারেল আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল করা হয়েছে। তবে আমি মনে করি, ওঁকে রাজা উপাধি দিলেই বরং বেশি ভালো হত। কারণ, এখন দেশটা জঙ্গলের আইন অনুযায়ী চলছে। আর জঙ্গলে তো একজনই রাজা থাকেন।' ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করে গত মঙ্গলবার শাহবাজ শরিফের সরকার আসিম মুনিরকে ফিল্ড মার্শাল পদে নিয়োগ করে। ইমরান বুঝিয়ে দিয়েছেন, শাহবাজ শরিফ ক্ষমতায় থাকলেও দেশে সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছেন মুনিরই। পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে তাঁর কোনও গোপন বোঝাপড়া হয়নি বলেও দাবি করেছেন পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বিজয়ী ক্যাপ্টেন। তবে পাকিস্তানের স্বার্থে সেনাবাহিনীকে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন তিনি।

বিধ্বস্ত কাশ্মীর দেখে ফিরলেন ডেরেকরা

তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ ওমরের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পাক গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ও রাজৌরির ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অবস্থা খতিয়ে দেখে রীতিমতো ভারাক্রান্ত হৃদয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের। সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার অভিযোগও তোলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের ওপরই করা হয়েছে।'

আরও এক সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'আমরা গভীর শোক ও দুঃখ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। এই অঞ্চলের মানুষের ওপর যে দুর্দশা নেমে এসেছে, তা দেখে হৃদয় ভেঙে যায়। সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী এই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি অসহায় এবং সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই নিরীহ মানুষগুলো কেন ভালো নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাচ্ছেন না? সীমান্তে বসবাস করলেই কি এভাবে বারবার রক্ত দিতে হবে? জীবন-জীবিকা হারাতে হবে?' সাগরিকার কথায়, 'আমরা ইমতিয়াজ আহমেদের সঙ্গে দেখা করেছি, যিনি গোলার আঘাতে হাত হারিয়েছেন। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন, কিন্তু এখন আর কাজ করার মতো অবস্থায় নেই। তিনটি ছোট সন্তান আছে তাঁর, এখন তিনি কার্যত অসহায়।'

তৃণমূলের পর শনিবার পুঞ্চে যাওয়ার কথা রয়েছে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এদিন সেই সফরের কথা ঘোষণা করেছেন। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর মার্কিন সফর কাটছাঁট করে দেশে ফিরে তিনি এর আগে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলায় এক আহতের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও তৃণমূলের প্রতিনিধিদের কাশ্মীরের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি পুঞ্চে আসবেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ।' জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে ওমর বলেছেন, 'ওঁরা এখানে এসে মানুষের কথা শুনছেন এটা অত্যন্ত ইতিবাচক। এই কঠিন সময়ে কেউ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এই অনুভূতিটাই অনেক কিছু।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষের কথা শোনাটা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। একেবারে সব সমস্যা মিটে যাবে এমনটা আমি বলছি না। কিন্তু সবার কথা শুনে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি।' শুক্রবার ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ, মানস ভুঁইয়ারা রাজৌরির সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

> রাহুল গান্ধি পুঞ্চে আসবেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাবেন। এটা শুরু করার জন্য আমি তৃণমূলের প্রতি কৃতজ্ঞ।
>
> **ওমর আবদুল্লা**

> বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার পর মনে হয়েছে আঘাত যেন সীমান্তপারের সাধারণ মানুষের ওপরই করা হয়েছে।
>
> **ডেরেক ও'ব্রায়েন**

ঝড়ে বিপন্ন যাত্রী বিমানকে আকাশসীমা ব্যবহারে বাধা পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ভারত-পাকিস্তান শত্রুতার আঁচ লাগল ঝড়ে বিপন্ন দিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী যাত্রীবাহী বিমানেও।

অপারেশন সিঁদুরের জেরে দুই প্রতিবেশীর তিক্ততা ক্রমশ বাড়ছে। সেই কারণে দুই দেশের আকাশসীমা ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার ইন্ডিগোর নয়াদিল্লি থেকে শ্রীনগরগামী ৬ই-২১৪২ উড়ানটি মাঝ আকাশে তুমুল ঝড়বৃষ্টির জেরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যেত। সেই সময় ওই বিমানে দুই শতাধিক যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাক গোলাবর্ষণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি দেখতে যাওয়া তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলও ছিল। পাঠানকোটের কাছে আকাশপথে বিপদের মুখে বিমানচালক জরুরি ভিত্তিতে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন লাহোর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা এটিসির কাছে। কিন্তু লাহোর এটিসি তাতে সায় দেয়নি। শেষমেশ ভারতীয় বায়ুসেনা ওই যাত্রীবাহী বিমানের মুশকিল আসান হিসেবে এগিয়ে আসে।

পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢোকার অনুমতি না পাওয়ায় ইন্ডিগোর বিমানটিকে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই শ্রীনগর পর্যন্ত কন্ট্রোল ভেক্টরস এবং গ্রাউন্ডস্পিড আপডেট সহ রিয়াল টাইম অ্যাসিস্ট্যান্স দেয় বায়ুসেনা। বিমানটি যাতে দুর্যোগের মধ্যেই নিরাপদে অবতরণ করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্যও করে বায়ুসেনা। দুর্যোগের কারণে বিমানটির সামনের দিকে (র‍্যাডোম) যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। বায়ুসেনার সূত্রটি জানিয়েছে, পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি যে নোটাম অর্থাৎ নোটিশ টু এয়ারমেন (এ০২২০/২৫) জারি করেছিল তাতে ভারতের সমস্ত অসামরিক ও সামরিক বিমানের পাকিস্তানি আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিষয়টি শ্রীনগরগামী যাত্রীবাহী বিমানকে জানিয়ে দেয় বায়ুসেনার নর্দার্ন এরিয়া কন্ট্রোল। সেই সঙ্গে দিল্লি এরিয়া কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তারা।

তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি দেখে যাতে লাহোর এটিসি ওই বিমানটিকে আকাশসীমা ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয় সেজন্য তাদের কন্ট্রোল ফ্রিকোয়েন্সিও দেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে বায়ুসেনার সাহায্যে শেষমেশ বড়সড়ো বিপদ এড়াতে সক্ষম হয় ওই উড়ানটি।

সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়...

শুক্রবার কাজিরাঙ্গায়।

জঙ্গি নেতার সুরে ভারতকে হুমকি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং ভারত বিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি যে হরিহর আত্মা সেটা ফের প্রমাণ করে দিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী। পাকিস্তানের ডিজি-আইএসপিআর (ডিরেক্টর জেনারেল ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস) সেদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ভারতের সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের জবাবে বলেছেন, 'আপনারা যদি আমাদের জল বন্ধ করে দেন তাহলে আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব।' এর আগে ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল কুচক্রী তথা লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদও ভারতকে এই ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল, 'আপনারা যদি জল বন্ধ করে দেন তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাদের নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেব আর ওই নদীগুলি দিয়ে রক্ত বইবে।' সিন্ধু দিয়ে হয় জল বইবে নয়তো রক্ত প্রবাহিত হবে বলে ভারতকে তোপ দেগেছিলেন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিও।

পহলগাম হামলার জবাবে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজস্থানের বিকানেরে আরও একবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হবে শুধুমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে। অন্য কিছু নিয়ে নয়।' অপারেশন সিঁদুর এবং কূটনৈতিক প্রত্যাঘাতের জেরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দু-দিন আগে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর, জল, বাণিজ্য ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনায় বসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেশের ডিজি-আইএসপিআর যেভাবে জঙ্গি নেতার সুরে সুর মিলিয়ে ভারতকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাতে পাকিস্তানের চাল-চরিত্র-চেহারা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ঘটনা হল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরীর বাবা সুলতান বসিরুদ্দিন মেহমুদ ছিলেন আলকায়দা সুপ্রিমো ওসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কাজেই পাকিস্তান যতই নিজেদের সন্ত্রাসবাদের শিকার বলে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুক, হাফিজ সঈদ এবং পাক সেনাকর্তার একই সুরে ভারতকে হুমকি দেওয়া থেকে পরিষ্কার, জঙ্গিদের শেখানো বুলিই আওড়াচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

হার্ভার্ডে বিদেশি ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ

ভিসা বাতিল নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণে ফাঁপরে ট্রাম্প

শর্ত ছিল হাফ ডজন

- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়ুয়াদের বেআইনি কার্যকলাপের সবরকম নথি, অডিও-ভিডিও ফুটেজ সহ জমা দিতে হবে
- বিদেশি শিক্ষার্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংক্রান্ত সব তথ্য জমা দিতে হবে
- অন্য পড়ুয়া বা কর্মীদের হুমকির সব তথ্য ও প্রমাণ জমা দিতে হবে
- অন্য পড়ুয়া বা কর্মীদের অধিকারহরণ হয়েছে এমন ঘটনার সবরকম প্রমাণ জমা দিতে হবে
- গত পাঁচ বছরে বিদেশি পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সব রেকর্ড জমা দিতে হবে
- হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে বিদেশি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ কর্মসূচির অডিও বা ভিডিও ফুটেজ দিতে হবে

ওয়াশিংটন, ২৩ মে : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বদলে গেল ট্রাম্প প্রশাসনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা। বৃহস্পতিবারের ওই সিদ্ধান্তে প্রায় সাত হাজার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে হয় অন্যত্র স্থানান্তরিত, নয়তো দেশ ছাড়তে হত। শুক্রবার সেই নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিল বস্টনের ফেডারেল কোর্ট।

হার্ভার্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে উচ্চশিক্ষা জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কারণ, এই সিদ্ধান্ত হার্ভার্ডের মতো খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎসে জোর আঘাত আসত।

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে হার্ভার্ডের পরিচালন সমিতির প্রেসিডেন্ট অ্যালান এম গার্বার 'বেআইনি ও অযৌক্তিক পদক্ষেপ' বলেছিলেন। তাঁর মতে, ওই নিষেধাজ্ঞা মার্কিন সংবিধানের পুরোপুরি উলঙ্ঘন এবং এতে দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয় হবে।

বিশেষ করে 'ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ' ঘিরে নানা বিতর্কের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তের পর ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য শর্ত দিয়েছিল, বিদেশি ছাত্রদের নির্দিষ্ট তথ্য ও নথি তিনদিনের মধ্যে জমা দিলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হতে পারে। যদিও তার আর দরকার হল না।

এদিকে হার্ভার্ড-ট্রাম্প বিতর্কের আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পুরোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেছে একটি মার্কিন আদালত। কোনও কারণ ছাড়াই বিদেশি পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তার ভিত্তিতে দায়ের হওয়া একটি মামলায় আদালত জানিয়েছে, 'এভাবে ভিসা বাতিল করা যাবে না।' সেইসঙ্গে ট্রাম্পের সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে আটকে দিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার ওকল্যান্ডের জেলা আদালতের বিচারক জেফরি এস হোয়াইট একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছেন, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র ভিসা দেখে কোনও বিদেশি পড়ুয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যাবে না। তাঁদের গ্রেপ্তার বা স্থানান্তরিতও করা যাবে না। যদি না কোনও ফৌজদারি অপরাধে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সেক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের ভিসা বাতিল করারও আইনি অধিকার থাকবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

বৃহস্পতিবার আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর (ডিএইচএস) এক বিবৃতিতে জানায়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'আমেরিকাবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদপন্থী বিক্ষোভকারীদের' আশ্রয় দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য তৈরি করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে কাজ করার অভিযোগও তোলা হয়েছে। ২০২৪ সালে এক চিনা আধাসামরিক গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলেও অভিযোগ। এই কারণে হার্ভার্ডের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন বাতিল করে 'স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম' (এসইভিপি) থেকে তাদের সার্টিফিকেশন বাতিল করা হয়।

হার্ভার্ডে বর্তমানে যে ৬,৮০০ বিদেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন, তাঁদের মধ্যে ৭৮৮ জন ভারতীয়। এঁদের অনেকেই উচ্চতর ডিগ্রি বা ডক্টরাল প্রোগ্রামে রয়েছেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপকে 'অবৈধ ও প্রতিহিংসামূলক' বলে আখ্যা দিয়ে মুখপাত্র জেসন নিউটন বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থীদের সবরকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। তবে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত হার্ভার্ড ও গোটা দেশের শিক্ষা ও গবেষণার ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর।'

এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব ক্রিস্টি নোম হার্ভার্ডকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিদেশি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার তথ্য সরবরাহ করতে। হার্ভার্ড তা যথাযথভাবে না করায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। নোম এক চিঠিতে জানান, হার্ভার্ড যদি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ভিডিও, অডিও সহ সব নথিপত্র সরবরাহ না করে, তবে তারা বিদেশি শিক্ষার্থী রাখতে পারবে না।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, হার্ভার্ড প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলন এবং সাম্য, মৈত্রী ও বৈচিত্র্যের নীতির বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের নির্দেশ অমান্য করেছে। এরই জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বাবদ ২৬০ কোটি ডলার অনুদান কেটে নেওয়া হয়। একইসঙ্গে 'হার্ভার্ডের করমুক্ত সুবিধা বাতিল করা হবে' বলেও জানিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

একটি সরকারি অ্যান্টি-সেমিটিজম টাস্ক ফোর্সের দাবি, হার্ভার্ড ইহুদি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে অনেক ইহুদি শিক্ষার্থী বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর আরও দাবি করেছে, চিনের বিতর্কিত জিনজিয়াং অঞ্চলের 'প্রোডাকশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোর'-কে হার্ভার্ড প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই সংগঠন নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কুখ্যাত। সূত্র হিসাবে ফক্স নিউজ ও কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশনের সভাপতি টেড মিচেল ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ ও নীচতা' বলে অভিহিত করে বলেন, 'এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে এবং এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হবে।'

উত্তরপত্রে কারচুপিতেও পরীক্ষার যোগ্য নয়

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : এসএসসির ২০১৬-র বাতিল হওয়া প্যানেলের যেসব শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরা আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। শুক্রবার একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানিয়েছে, ৩ এপ্রিল শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে তা বহাল রাখা হবে। এক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এর আগে 'র‍্যাংক জাম্প' বা মেধাতালিকায় পিছনের দিকে থেকেও যাঁরা প্যানেলের ওপর দিকে থাকা প্রার্থীদের টপকে আগে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের পরীক্ষায় বসার আবেদনও খারিজ করে দিয়েছিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। এদিন শীর্ষ আদালত সেই অবস্থানই বজায় রেখেছে।

নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

শুক্রবার নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের যে চাকরিহারা শিক্ষকরা আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁদের যুক্তি ছিল, তাঁরা সাদাখাতা জমা দিয়ে বা প্যানেলের বাইরে থেকে চাকরি পাননি। তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কিছু কারচুপির অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণে তাঁদের দাগিদের তালিকায় ফেলা যায় না। ফের পরীক্ষা হলে তাতে তাঁরা অংশ নিতে চান। নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যাতে বেতন পান আবেদনকারীদের তরফে সেই অনুরোধও জানানো হয়েছিল।

আবেদনের বিরোধিতা করেন এসএসসি চাকরি দুর্নীতির মূল মামলার আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমরা। তাঁদের বক্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে উত্তরপত্রে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে তাঁরা চিহ্নিত অযোগ্যদের মধ্যে পড়ছেন। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর পরীক্ষায় বসা এবং বেতনের আবেদনটি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।

প্রতিরক্ষা সম্পর্কে ছেদ টানার চেষ্টা!

১৮০ কোটির চুক্তি বাতিল বাংলাদেশের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৩ মে : ভারত-বিরোধিতার রাস্তা থেকে সরতে নারাজ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহৎ প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘাত জিইয়ে রাখলে যে আখেরে বাংলাদেশের আমজনতার নাভিশ্বাস উঠবে, সেটা বুঝেও নয়া পদক্ষেপ করল টিম ইউনূস। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড (জিআরএসই)-কে দেওয়া জাহাজ তৈরির বরাত বাতিল করেছে বাংলাদেশ।

'ওসান গোয়িং টাগ' গোত্রের জাহাজটি তৈরির জন্য ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীন জিআরএসই ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। এই ধরনের জাহাজ অন্য বড় জাহাজকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। টাগ শিপ-এর বরাত জিআরএসইকে দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েকসপ্তাহ বাদেই কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়েই ভারত-বিরোধিতার পথে হাঁটতে শুরু করে। চিনে গিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস। বাংলাদেশকে সমুদ্রের অভিভাবক বলে দাবি করেন। আপত্তি জানায় ভারত।

দু'পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। পালটা ভারত থেকে সুতো আমদানিতে কড়াকড়ি করে ঢাকা। এরপর স্থলবন্দরগুলি দিয়ে বাংলাদেশের বস্ত্র ও প্যাকেটজাত খাবার রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারত। সেই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বাংলাদেশের জাহাজ চুক্তি বাতিল। কী কারণে এটি বাতিল করা হল তা নিয়ে ইউনূস সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশের নৌবাহিনী নাকি প্রতিরক্ষামন্ত্রক, কাদের আপত্তিতে এই পদক্ষেপ তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। দিল্লির সাউথ ব্লকও এই নিয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি। তবে ২১ মে জিআরএসই বরাত বাতিলের কথা ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জকে জানিয়েছিল। সেদিন সংস্থার শেয়ারদর প্রায় ১০ শতাংশ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাজার বন্ধের সময় সেই ঘাটতি প্রায় পুরোটাই পুষিয়ে নিতে পেরেছে কলকাতা ভিত্তিক প্রতিরক্ষা সংস্থাটি।

জিআরএসই-র ওপর চুক্তি বাতিলের প্রভাব না পড়লেও ইউনূস সরকারের সিদ্ধান্ত যে দু-দেশের সম্পর্কে ফের ধাক্কা দিয়েছে, সে ব্যাপারে একমত কূটনৈতিক মহল। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নানাভাবে ভারতের অর্থনীতিকে চাপে ফেলার চেষ্টা করলেও তা কার্যত কোনও কাজে আসেনি। তবে ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিল ও পণ্য আমদানিতে কড়াকড়ির কারণে বাংলাদেশের বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বড় ধাক্কা খেয়েছে। বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক নির্মাতা সংগঠন 'বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন' ইউনূস সরকারকে চিঠি দিয়ে ভারতের কড়াকড়ি শিথিলের জন্য আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছে।

বণিক সংগঠনের ওই চিঠিতে বলা হয়েছে,'স্থলপথে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে অনেক পণ্য সীমান্তে আটকে গিয়েছে। স্থগিত হয়ে গিয়েছে উৎপাদন। এতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে।... বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ রপ্তানি পণ্য বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এর মধ্যে অধিকাংশই পোশাক। গত ১০ মাসে স্থলপথে ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়েছে।' শিল্পপতিদের আবেদন, 'ভারতের নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশি পোশাক নির্মাতারা বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। ভারত সরকারের কাছে অন্তত তিন মাস সময় চাইতে হবে। তাদের অনুরোধ করতে হবে।'

একনজরে

- টাগ শিপের জন্য জিআরএসই ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৮০.২৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়
- কী কারণে এটি বাতিল করা হল তা নিয়ে ইউনূস সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি
- জিআরএসই-র শেয়ারদর প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০ শতাংশ পড়ে গেলেও দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে

গরমে জলের অভাব মেটাতে পুকুর থেকে পানীয় জল তুলছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

দু'দিন বন্ধ আন্দামানের আকাশসীমা

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৩ মে : শুক্রবার ও শনিবার আন্দামান ও নিকোবরের আকাশসীমা দু'দিনের জন্য বন্ধ করা হল। জানা গিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য আকাশসীমা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, ২৩ ও ২৪ মে সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আকাশসীমা দিয়ে বিমান চলাচল করতে পারবে না। জানুয়ারিতে দেশে তৈরি ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। এপ্রিলে ২৫০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম একটি নতুন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছিল। এবার নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুলদের সংস্থায় টাকা ঢেলেছিলেন নেতারা

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির ফাঁসে শুধু সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি নন, গোটা কংগ্রেস দলটাকেই কাঠগড়ায় তুলতে চাইছে ইডি। অন্তত আদালতে তাদের ভাবগতিক তেমনই। শুক্রবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে ইডি দাবি করেছে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের মালিকানাধীন ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেডে অনুদান বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা ঢেলেছিলেন কংগ্রেস নেতারা। তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী আদালতে বলেন, ২০২২ সালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির নির্দেশে চারজন কংগ্রেস নেতা ৮০ লক্ষ টাকার বেশি অনুদান দিয়েছিলেন ওই সংস্থায়। রেবন্ত তখন অবশ্য তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হননি, সেইসময় তিনি কংগ্রেসের শুধুমাত্র একজন বিধায়ক ছিলেন। ইডির দাবি, কংগ্রেস নেতা জি অনিল কুমার ২০২২ সালের জুনে ২০ লক্ষ টাকা, প্রাক্তন বিধায়ক আলি সাব্বির ২০ লক্ষ টাকা, তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ পি সুদর্শন ১৫ লক্ষ টাকা এবং দলের তৎকালীন কার্যনির্বাহি প্রদেশ সভাপতি ২৫ লক্ষ দিয়েছিলেন ইয়ং ইন্ডিয়ানে।

ন্যাশনাল হেরাল্ডে নয়া দাবি ইডি'র

একইভাবে কংগ্রেস নেতা পবন বনশল কর্ণাটকের নেতা ডিকে শিবকুমার ও ডিকে সুরেশকে আড়াই কোটি টাকারও বেশি অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডিকে শিবকুমারের হাতে থাকা ন্যাশনাল এডুকেশন ট্রাস্ট ২ কোটি টাকা দিয়েছিল রাহুলের সংস্থায়। তিনটি কিস্তিতে পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা অমিত ভিজ ৩.৩ কোটি টাকা দিয়েছিলেন ওই সংস্থায়। এক বছরের ভিতর ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ইডি আদালতে দাবি করেছিল, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে, মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছিল ইয়ং ইন্ডিয়ান লিমিটেড। অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডই ন্যাশনাল হেরাল্ড সংবাদপত্রটি প্রকাশ করত।

ট্রাকের মাটি চাপা পড়ে মৃত সবজি বিক্রেতা

লখনউ, ২৩ মে : গাছের নীচে ঘুমোচ্ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বরেলির বাসিন্দা সুনীল কুমার (৪৫)। আচমকাই পেশায় সবজি বিক্রেতা সুনীলের ওপর ট্রাক ভর্তি কাদামাটি ফেলে দেয় পুরসভার একটি গাড়ি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সবজি বিক্রির পর বাড়ির কাছেই গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। সেটাই কাল হল। তিন সন্তান নিয়ে দিশেহারা অবস্থা সুনীলের স্ত্রীর। ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বরেলি পুরসভার ভূমিকা।

পরিবারের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের সময় পুর আধিকারিকরা তাঁদের হুমকি দেন। সুনীল কেন গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আধিকারিকরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে এলাকার নালা পরিষ্কারের কাজ করছিল পুরসভা। বুলডোজারে কাদা-মাটি তুলে ট্রাকে করে নিয়ে ফেলা হচ্ছিল। সেই কাজের সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাছের তলায় কেউ রয়েছেন কি না তা না দেখেই ট্রাক বোঝাই মাটি ফেলে দেন পুরকর্মীরা। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে পুরসভা। প্রশাসন জানিয়েছে, যে পুরকর্মীদের গাফিলতিতে ঘটনাটি ঘটেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পকসো মামলা দোষীকে সাজা থেকে রেহাই

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : পকসো আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক ব্যক্তিকে সাজা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ মেনে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বেনজির রায় দেন। আদালত জানায়, এই মামলার ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে 'সম্পূর্ণ ন্যায়' প্রতিষ্ঠা করতেই এমন সিদ্ধান্ত।

নাবালিকা ও তরুণের বেআইনি যৌন সম্পর্কের ঘটনাটি ঘটে যখন অভিযুক্তের বয়স ছিল ২৪ এবং মেয়েটির ১৫। পরবর্তীতে ওই তরুণী প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং বিয়ে করেন অভিযুক্তকেই। বর্তমানে তাঁরা সুখে সংসার করছেন, একটি সন্তানও রয়েছে ওই দম্পতির।

বিচারপতিরা জানিয়েছেন, যদিও ওই ব্যক্তির 'আইন মোতাবেক' অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তথাপি আদালত তাঁকে কোনও সাজা দিচ্ছে না। কারণ, এই মামলায় যিনি ভুক্তভোগী, তিনি এখন ওই ব্যক্তির স্ত্রী শুধু তা-ই নয়, তিনি ওই ঘটনাকে আদৌ কোনও অপরাধ বলে মনে করেন না। তাঁরা মানসিকভাবেও পরস্পরের প্রতি নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। আদালত জানায়, 'নাবালিকা অবস্থায় মেয়েটি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সমাজ তাকে বিচার করেছে, আইনি ব্যবস্থা তাকে সাহায্য করতে পারেনি। পরিবারও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে তার স্বামীকে বাঁচাতে চাইছে।'

বিচারপতিরা বলেন, 'এই ঘটনা আমাদের আইনি ব্যবস্থার খামতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এই মামলায় আসল সমস্যাটা ছিল এর পরিণতি। মেয়েটিকে পুলিশ এবং আদালতের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করতে হয়েছে স্রেফ নিজের স্বামীকে বাঁচাতে।'

সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে, যেন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সংক্রান্ত মামলাগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রায়ে যৌন শিক্ষা উন্নত করা, পকসো আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাধ্যতামূলকভাবে রিপোর্ট করার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

ভুক্তভোগী তরুণীর আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন আছে বুঝে দশম শ্রেণির পরীক্ষার পর যাতে তিনি উপযুক্ত কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ পান বা পেশাগত প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, সেদিকেও নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এই মামলাটি প্রথমে ওঠে ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানকার একটি বিতর্কিত রায়ে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় অভিযুক্তকে। হাইকোর্টে তাঁর ২০ বছরের সাজাও খারিজ হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, কিশোরীদের যৌন আচরণ নিয়ে কিছু 'বিতর্কিত' মন্তব্যও করেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা। রায়ে বলা হয়, একজন কিশোরীকে 'নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে', কেন না এমন পরিস্থিতিতে 'তারই বেশি ক্ষতি হয়।'

এই মন্তব্যগুলি এতটাই বিতর্কিত হয়ে ওঠে যে, সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটি হাতে নেয়। ২০২৪ সালের ২০ অগাস্ট সর্বোচ্চ আদালত কলকাতা হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্তকে। তবে তখনই সাজা ঘোষণা না করে একটি কমিটি গঠন করে ভুক্তভোগী তরুণীর বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে।

সবদিক খতিয়ে দেখার পর আদালত সিদ্ধান্ত নেয়, অভিযুক্তের বর্তমান পরিবার, ভুক্তভোগীর মানসিক অবস্থা এবং গোটা ঘটনার ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপট বিচার করে, অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা না করেই মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'এই ঘটনাটি আমাদের বিচারব্যবস্থাকে ভাবতে বাধ্য করছে কেবল আইন প্রয়োগ করলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় না, প্রাসঙ্গিক বাস্তবতাও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।'

কোর্টের ভর্ৎসনা রাজস্থানকে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : রাজস্থানের কোটায় পড়ুয়া-মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। কেন বারবার কোটাতেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে শুক্রবার রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। কোটায় পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়তে থাকায় এদিন রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, 'এত ছাত্রছাত্রী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী করছেন?'

চলতি বছরে কোটায় এখনও পর্যন্ত ১৪ জন ছাত্র আত্মহত্যা করেছেন বলে আদালতে জানানো হয়। রাজ্য জানায়, তারা একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে এসব ঘটনা খতিয়ে দেখতে।

কোটায় আত্মহত্যা

> এত ছাত্রছাত্রী কেবল কোটাতেই কেন আত্মহত্যা করছে? আপনি কি রাজ্যের তরফে বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? আপনারা কী করছেন?
>
> **জেবি পারদিওয়ালা এবং আর মহাদেবন**
> *সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি*

এই প্রসঙ্গে আরও একটি আত্মহত্যা সংক্রান্ত মামলার শুনানি করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলায় গত ৪ মে খড়্গপুর আইআইটির এক ছাত্র (২২) আত্মঘাতী হন। ওই ঘটনায় ৮ মে এফআইআর করে পুলিশ। এফআইআর করতে পুলিশের কেন এত দেরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে আদালত। পুলিশ তদন্তের অজুহাত দিলেও তা সন্তুষ্ট করতে পারেনি বিচারপতিদের।

বিচারপতিরা বলেন, 'আমরা চাইলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ আনতে পারতাম। তবে এখন তদন্ত চলছে দেখে আমরা আর কিছু বলছি না। তদন্ত যেন দ্রুত ও ঠিক পথে হয়, সেটাই চাইছি।' আরেকটি ঘটনায় এক 'নিট' পরীক্ষার্থিনী কোটায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকা অবস্থায় মারা যান। এই বিষয়ে এফআইআর না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট বলে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ দায়িত্ব পালন করেনি। সংশ্লিষ্ট থানার অফিসারকে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, পড়ুয়া আত্মহত্যা ঠেকাতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

ছন্দোবদ্ধ।। জলপাইগুড়িতে সৃজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান।

উপনিষদের আলোকে

সম্প্রতি জলপাইগুড়ির সৃজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংস্থা উদযাপন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। তবে চিরাচরিত প্রথায় নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় সুভাষ ভবনের নির্মল বসু মঞ্চে। পত্রিকা গোষ্ঠীর এবারের রবীন্দ্র জন্মোৎসবের থিম ছিল 'উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথ।' কবিগুরুর সৃষ্টিতে, তাঁর বিভিন্ন রচনায় উপনিষদ ও তার ভূমিকা ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য। রবীন্দ্রসংগীতের ওপর উপনিষদের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য মঞ্চস্থ হয় একাধিক সাংস্কৃতিক পরিবেশন। 'আলোকেরই ঝর্ণা ধারায়' গীতিআলেখ্যে দূরদর্শন শিল্পী সুনন্দা চক্রবর্তী উপনিষদের ভাবনায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। তাঁর 'রবীন্দ্র ভাবনায় বিদ্যাসাগর' - এক অনালোচিত, অত্যন্ত মনোগ্রাহী আলোচনা। ভিন্ন স্বাদের এই মনোজ্ঞ রবীন্দ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাহিত্যপ্রেমী মানুষ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার সভাপতি গৌতম সোম ও রবীন্দ্র গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক। সূচনায় রবিবন্দনা নিবেদনে দেখা গেল নতুনত্বের চমক। কোনও উদ্বোধনী সংগীত নয়। আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য রূপারোপ এবং আবৃত্তির শেষে 'ঐ মহামানব আসে' গানে দলীয় নৃত্য প্রদর্শন- এক কথায় ছিল অনবদ্য। শিশুশিল্পীদের পাশাপাশি ছিল একক রবীন্দ্রসংগীতের আয়োজন। দুই শিশুশিল্পী প্রত্যাশা শীল ও আরভী মোদক নৃত্যকলায় সকলকে মুগ্ধ করে। একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী রুদ্রাণী সরকার, শ্রেয়সী পোদ্দার এবং সচিতানন্দ ঘোষ। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্য আলেখ্য- রবীন্দ্র ভাবনায় দেবী চৌধুরানি- আমি সেই প্রফুল্ল সেই দেবী চৌধুরানি। এক অসাধারণ পরিবেশন। দেবী চৌধুরানির ভূমিকায় নৃত্যে অংশ নেন দেবকন্য চন্দ, প্রফুল্লের ভূমিকায় রূপসা দত্তরায়, ভবানী পাঠকের ভূমিকায় অংশ নেন শিবম ঘোষ। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায় ও শুভ্রজিৎ পোদ্দার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির নিখুঁত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক। *–সাগরিকা দাশগুপ্ত*

অনন্য অভিবাদন

ভিন্ন স্বাদ, আঙ্গিকে হাওয়াইন গিটারিস্ট অফ কোচবিহার কবিগুরুকে স্থানীয় পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার কলা আরাধনা ভবনের ঘরোয়া পরিবেশে বরণ করে নিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগীতশিল্পী সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুশিল্পী শৌনক দাস উদ্বোধনে 'আয় তবে সহচরী'র সুর তোলে গিটারে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে গিটারে রবীন্দ্র সুর বাজিয়েছেন রমা পাল, লীনা দাস, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, পম্পা চাকি, শীলা চক্রবর্তী, রুমা সাহা, সাথী দাশগুপ্ত, শুভাশিস চৌধুরী, প্রতিমা সাহা, সন্দীপা ঈশোর, নিবেদিতা গোস্বামী। যন্ত্রের সঙ্গে কণ্ঠেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে মূর্ত হয়ে ওঠেন সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরনাথ চক্রবর্তী, নীলা চৌধুরী, অজয় ধর, সঞ্চিতা চক্রবর্তী, গোপা দত্ত, সীমা মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। আবৃত্তি, কবিতা পাঠে মুগ্ধ করেন রুমা রায়, শিউলি চক্রবর্তী, নির্মল দে প্রমুখ। তালবাদ্যে, সহযোগী বেহালায় ছিলেন অনিলাভ পাল, কালীপদ সূত্রধর, রতন সাহা প্রমুখ। পরিমিত সঞ্চালনায় যথাযথ ছিলেন গৌতমী ভট্টাচার্য। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

ছিল কুইজও

রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করল মেটেলি নিবেদিতা সংগীতালয়। এদিন মেটেলি বাজারের সংগীতালয়ের অফিসে বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান করা হয়। কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মনোরম পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য এবং আবৃত্তি পরিবেশন করা হয়। সংগীতালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। তাতে দারুণ সাড়া পড়ে। *–রহিদুল ইসলাম*

নয়নে নাটক

উত্তরবঙ্গে নাটক নাকি সেভাবে আর নয়নের মণি নয়! এমনটা কিন্তু মোটেও নয়। শীতের সময়টায় তো বটেই, বছরের অন্যান্য সময়েও উত্তরবঙ্গে নাটকের প্রতি টানটা সবার ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া কয়েকটি নাটক নিয়ে এই কোলাজ প্রতিবেদন।

লড়াইয়ের নামই জীবন

যাযাবররা কীভাবে তাঁদের জীবন কাটান, কীভাবে তাঁদের সংসার চলে, সবই ধরা পড়ল 'ফাঁদ' নাটকে। কিছুদিন আগে মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সভাকক্ষে এই নাটকটি পরিবেশিত হয়। পরিবেশনায় ছিল পুরুলিয়ার নাটকের দল 'অহিরা'। বিলুপ্তপ্রায় শকুনের চামড়া জোগাড় করাকে কেন্দ্র করে নাটক এগিয়ে চলে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এই চামড়া প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা বলতে শকুন শিকার করলে দু'হাজার টাকা জরিমানা বলে খোদ পঞ্চায়েতের তরফেই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অতএব মদনা নামে এক যাযাবরকে প্রধান টাকার টোপ দেন। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, বাবা অসুস্থ। মদনার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু অগ্রিম টাকা নিয়েও সে শকুন শিকারে ব্যর্থ। এরইমধ্যে অর্থাভাবে তার বাবা মারা যান। অন্য কোনও উপায় না পেয়ে বাবার

মাটিগাড়া বিডিও অফিসে পরিবেশিত নাটক 'ফাঁদ'–এর একটি দৃশ্য।

মৃতদেহকেই মদনা শকুন শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। মদনার ভূমিকায় খোদ নাটকের নির্দেশক দিব্যেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দুরন্ত অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিকাশ মুখোপাধ্যায়, সুজয় দত্ত, শুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোতোষ মুখোপাধ্যায়, ভবানী সিংহ মহাপাত্র বেশ ভালো। নাটকটি লিখেছেন সুজয় দত্ত। আবহে অভিষেক রায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মঞ্চ, মাইক, আলো ছাড়াই সভাকক্ষে পরিবেশিত নাটকটি সবার মন জয় করে। অনায়াসে। বিডিও বিশ্বজিৎ দাস গর্বের হাসি হাসছেন, 'বিডিও হিসেবে যখন পুরুলিয়ায় কর্মরত ছিলাম তখন এই নাটকের দলটির সঙ্গে পরিচয়। ওরা উত্তরবঙ্গে নাটক পরিবেশনের ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল। সেই সুযোগ পেয়ে ওরা কিন্তু দারুণ করল।' *–খোকন সাহা*

কোচবিহারে কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসবে আয়োজক সংস্থার 'সিস্টেম' নাটকের একটি মুহূর্ত।

এক ডজন গল্প

উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় 'কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসব' বরাবরই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া এবারের উৎসবও সবাইকে অনায়াসে মাতাল। রাজ্য সংগীত নাটক দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমির চেয়ারপার্সন হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় ও কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের হাত ধরে এবারের অনুষ্ঠানের সূচনা। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন পরিবেশিত হয় খড়দহ থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের বহু প্রশংসিত নাটক 'কল্পনার অতীত'। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত প্রাচ্য কলকাতার মঞ্চসফল প্রযোজনা 'খেলাঘর'। উৎসবের তৃতীয় দিনে ছিল আয়োজক সংস্থা কম্পাসের নিজস্ব প্রযোজনা 'সিস্টেম'। অভিজিৎ তরফদারের গল্প অবলম্বনে এই নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন দেবব্রত আচার্য। আবহমানকাল থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রচলিত 'সিস্টেম'- কে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছে এই নাটক। চতুর্থ দিনে প্রযোজিত হয় দুটো নাটক। প্রথমে জলপাইগুড়ি মুক্তাঙ্গন পরিবেশন করেন 'জাতক' নাটকটি এবং তারপর নান্দনিক কলকাতা মঞ্চস্থ করে সানি চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'আলাদিন'। উৎসবের পঞ্চম দিনের শুরুতে বহরমপুর রঙ্গভূমি মঞ্চস্থ করে রাজেন দাস নির্দেশিত নাটক 'মহাযুদ্ধের পরে'। তারপর মঞ্চস্থ হয় শিলিগুড়ি ইঙ্গিত প্রযোজনা আনন্দ ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'সন্ধ্যাবেলা'। ষষ্ঠ দিনে পরিবেশিত হয় ব্যারাকপুর ব্রাত্যজন প্রযোজনা ন্যান্সি অভিনীত একক নাটক 'অপরাজিতা আজও'। এরপর এগরা কৃষ্টিচক্র মঞ্চস্থ করে অনির্বাণ পয়ড়্যা নির্দেশিত নাটক 'এবং নন্দলাল'। অনুষ্ঠানের সপ্তম দিনে ছিল বালীগঞ্জ ব্রাত্যজন প্রযোজিত বিজয় মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'অর্ধাঙ্গিনী'। উৎসবের শেষ দিন চাকদহ নাট্যজন মঞ্চস্থ করে তাদের মঞ্চসফল প্রযোজনা সুদীপ্ত দত্ত নির্দেশিত নাটক 'মালা ও মলি'। এবারের উৎসবের প্রতিটা প্রযোজনাই যেন বুঝিয়ে দিয়েছে বিষয় নির্বাচন, নাট্য গবেষণায় কোচবিহারও সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে কলকাতাকে। এবছর 'কম্পাস সম্মাননা' প্রদান করা হয় নাট্যব্যক্তিত্ব বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যাভিনেতা অশোক ব্রহ্ম এবং নারায়ণ সাহাকে। উৎসবে কোচবিহারের ১০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় 'কম্পাস স্কলারশিপ'। *–দেবদর্শন চন্দ*

সাতে সাত

চালসা নাট্যোৎসব কমিটির উদ্যোগ এবং চালসা শালবনি সংঘ ও চালসা কালচারাল ফোরামের যৌথ সহযোগিতায় চালসা শালবনী সংঘ প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এবারের উৎসব চতুর্থ বর্ষের। উৎসবে মোট সাতটি নাটক প্রদর্শিত হয়। উদ্যোক্তা কমিটির তরফে সনৎকুমার বসু জানান উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ৭টি নাট্যদল তাদের নাটক পরিবেশন করে। ২ মে জলপাইগুড়ি কলাকুশলী পরিচালিত 'ফারেনহাইট ৪৫১ ডিগ্রি', মালবাজার অ্যাক্টোওয়ালা পরিচালিত 'চল ফিরে যাই', ৩ মে চালসা কালচারাল ফোরাম পরিচালিত 'প্রণয় বিভ্রাট', শিলিগুড়ি ওপেন সিক্রেট পরিচালিত 'ঘরে ফেরার গান', হলদিবাড়ি নাট্যায়ন পরিচালিত 'লাঠি' এবং ৪ মে শিলিগুড়ি উত্তাল পরিচালিত 'গোপালের মা', পুরুলিয়া অহিরা গরজয়পুর পরিচালিত 'ফাঁদ' নাটক পরিবেশিত হয়। প্রতিটি নাটক দেখতেই দর্শকদের ভিড় উপচে পড়েছিল। *–রহিদুল ইসলাম*

নাট্য উৎসবে পরিবেশিত চালসা কালচারাল ফোরামের 'প্রণয় বিভ্রাট' নাটকের একটি মুহূর্ত।

সাহিত্যসভা

পর্যাস সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ভাষা শহিদ দিবসকে সামনে রেখে এক সাহিত্যসভার আয়োজন করা হল ইসলামপুরে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না উপাধ্যায়। কবি নিশিকান্ত সিনহার সভাপতিত্বে ওই সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রেমানন্দ রায়, ডঃ সুনীল চন্দ, মহুয়া রুদ্র ও স্বপন গুহ নিয়োগী। ভাষা শহিদ বিষয়ে আলোকপাত করেন অতিথিবৃন্দ। স্বাগত বক্তব্যে আয়োজক তথা পর্যাস পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন পোদ্দার এই বিশেষ দিনটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। এগারোজন ভাষা শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান উপস্থিত সকলেই। এদিন ডঃ সুনীল চন্দকে দীভম সাহিত্য সম্মান তুলে দেন ভবেশ দাস। এই আসরে 'ঈশ্বর ভাবনা' নামে রঞ্জন সাহার একটি বই প্রকাশ হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। স্থানীয় ও বহিরাগত লেখকদের জন্য ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রসূন শিকদার। *–সুরমা রানি*

সৃজন সাক্ষী

আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে নৃত্য, অঙ্কন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কোচবিহার সৃজনী আয়োজন করেছিল এখানকার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন হাতের কাজ ও অঙ্কন প্রদর্শনীর। অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয়েছিল কোচবিহার পাটাকুড়াস্থিত সৃজনীর নিজস্ব ভবনে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নবনীতা চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন কাকলি ভট্টাচার্য। সার্বিক পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন সৃজনীর কর্ণধার ডঃ সোমা পালিত। তাঁকে সহযোগিতা করে অন্বেষা, সমাদৃতা, শ্রীময়ী, মহুয়া, লোপা, স্বাতী ও মিতা। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

শ্রদ্ধার্ঘ্য

অপূর্বকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রক্ষেপ পত্রিকার উন্মোচন হল আলিপুরদুয়ারের নেতাজি রোড দুর্গাবাড়িতে। পঞ্চম বর্ষের প্রথম এই সংখ্যাটি ভাষা শহিদ শ্রদ্ধার্ঘ্য সংখ্যাও বটে। ১৩টি প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন। পবিত্র সরকার, আব্দুল মতিন আহমেদ, পার্থ সাহা, নিতাই পাল, তৃপ্তি বিশ্বাস সহ অন্যদের লেখা রয়েছে। *–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তরঙ্গ আসর

পুরোনো দিনের একটি বিখ্যাত সিনেমা হল 'আপ কি কসম'। তাতে রাজেশ খান্নার লিপে কিশোরকুমারের গাওয়া একটি গান রয়েছে। 'জিন্দেগি কে সফর মে গুজর জাতে হ্যায় জো মকাম ও ফির নহি আতে...।' গানটি লিখেছেন আনন্দ বক্সী, আর সুর দিয়েছেন রাহুল দেববর্মন। এই গান নিয়ে এত কথা বলার কারণ হল এটি বেহাগ রাগে চলচ্চিত্রায়িত একটি সুপারহিট গান। এই গানে বেহাগের যে রূপ ও রস তার সঙ্গে হিন্দুস্তানি রাগ সংগীতের আসরের বেহাগ রাগের রূপ মেলে না। সেখানে বিশুদ্ধ রাগ সংগীতের একটি ধ্রুপদি মেজাজ থাকে। আর শিল্পী যদি হন দেশে এবং বিদেশে অনেক আসরে শ্রোতাদের বাকরুদ্ধ করে দেওয়া পণ্ডিত রোজী দত্ত (কলকাতা) তাহলে প্রত্যাশাও একটু বেশি থাকে। শিল্পী শিলিগুড়ির আসরে শ্রোতাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। ক'দিন আগে সঙ্গম মিউজিক কলেজের উদ্যোগে

শিলিগুড়িতে সঙ্গম মিউজিক কলেজের উদ্যোগে শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর।

শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর বসেছিল শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে। শিল্পী পরিবেশন করেন রাগ বেহাগে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল। তাঁকে তবলায় সংগত করেন দেশে-বিদেশে সমাদৃত উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় তবলিয়া সুবীর অধিকারী। আর হারমোনিয়ামে সহায়তা করেন আশিস কংসবণিক।

ঘরোয়া পরিবেশে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শিশুশিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। প্রথম পর্বে শিক্ষার্থী শিল্পীদের পরিবেশনায় ছিল ত্রিতালে রাগ বেহাগ ও মিয়াঁ মল্লার, রাগ কৌশিক ধ্বনি, দাদরা তালে হোরি, উপস্বাস্থ্যের সংগীতে চৈতি ও মীরার ভজন। শিক্ষার্থী শিল্পীদের তবলায় সহযোগিতা করেছেন রাইমা ঘোষ, নবনীল বর্মন, সৌমিক সরকার, বাপ্পাদিত্য রায় ও ওম ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতে স্নাতকোত্তর সঙ্গম মিউজিক কলেজের কর্ণধার অর্চিতা সেন শিলিগুড়ি শহরে গত ২০ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের তালিম দিচ্ছেন। তাঁর অনেক শিক্ষার্থীই এখন সংগীত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সেদিন শিল্পীর নিবেদনে ছিল সন্ধ্যাবেলার যোগ রাগে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল। আর এই নিবেদনে এই শিল্পী বুঝিয়ে দিয়েছেন সংগীত সাধনার জিনিস এবং তাতে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। অনুষ্ঠানে অন্য শিল্পীদের মধ্যে কোচবিহার থেকে এসেছিলেন অর্পিতা সরকার। তিনি একটি রাগপ্রধান পরিবেশন করেন। ছিলেন ডঃ সুতপা দত্ত এবং মধুমিতা দে সরকার। সুতপা একটি ঠুমরি এবং মধুমিতা মারু বেহাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। তাঁদের পরিবেশনের আন্তরিকতা শ্রোতাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। সান্ধ্য আসরকে সুরের সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার এই অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন অরিত্র সেন। *- ছন্দা দে মাহাতো*

নজরে থাংকা

তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পধারা হল থাংকা চিত্রকলা। এই চিত্রশিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর জটিলতা ও সূক্ষ্মতা। প্রতিটি থাংকা চিত্রে একটি কেন্দ্রীয় দেবতা থাকেন, যাঁর চারপাশে অন্যান্য চরিত্র ও প্রতীকের অবস্থান। শিলিগুড়িতে বেড়ে ওঠা শিল্পী অনিন্দিতা বিশ্বাস রায় এবারে এই শিল্পকে সবার সামনে তুলে ধরলেন। অনিন্দিতাজ ভিজুয়াল আর্ট স্টুডিও (এভিএ স্টুডিও)-র উদ্যোগে কিছুদিন আগে দার্জিলিংয়ে এই থাংকা চিত্রকলাকে নিয়েই অভিনব এক শিল্প শিবির আয়োজিত হল। আশপাশের বহু শিল্পীর পাশাপাশি, কলকাতা, দিল্লি, কেরল, বেঙ্গালুরুর বহু শিল্পী তাতে শামিল হয়েছিলেন। সেই শিবির শুধুমাত্র থাংকা চিত্রকলাকে নিয়েই আবদ্ধ থাকেনি তাতে আশপাশের নৈসর্গিক রূপ অধ্যয়নও অনায়াসে মিলে গিয়েছিল। শিবির দেখতে এসে অনেকেই তাতে দারুণভাবে মজলেন, উদ্যোক্তাদের প্রশংসায় ভরালেন। দেখেশুনে অনিন্দিতা আনন্দে ভাসছেন, 'এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। থাংকা চিত্রকলার সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্যকে উদযাপন ও সংরক্ষণ এবং দার্জিলিংকে অর্থবহ শিল্প অভিজ্ঞতার জন্য একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।'

বইটই

একরাশ আনন্দ

উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর চর্চা আর লেখালেখির সুবাদে জীবনকালেই তিনি কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। উত্তরবঙ্গের সেই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ নিজেই এবার বইয়ের পাতায়। **ইতিকথায় উত্তরবঙ্গ/অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ সংবর্ধনা গ্রন্থ** নামে এই বইটি সম্পাদনা করেছেন অনিলকুমার সরকার ও কালীকৃষ্ণ সূত্রধর। বইটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে গুণী মানুষটির বিষয়ে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ এবং শেষ ভাগে তাঁর নানা সম্মানপ্রাপ্তি ও সৃষ্টিসম্পদের হদিস। অভিজিৎ পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত এই বইটি চিরকালের জন্য সংগ্রহে রাখার।

এবারে সারিন্দা

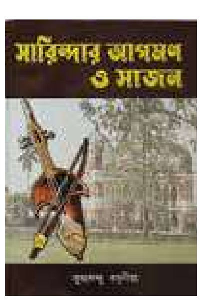

দোতারাকে নিয়ে তাঁর লেখা বইটি ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাতে অনেকটাই উৎসাহিত হয়ে কোচবিহারের সুবলেন্দু বসুনিয়া এবারে লিখে ফেলেছেন **সারিন্দার আগমন ও সাজন**। লোকসংস্কৃতির অঙ্গকে নিয়ে সুবলেন্দু যেভাবে কাজ করে চলেছেন তার জন্য কোনও তারিফই যথেষ্ট নয়। সারিন্দা নামক বাদ্যযন্ত্রটি কীভাবে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করে চলেছে তা এই বইয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট। মঙ্গলাকান্ত রায়, নিরঞ্জন হালদার, অভেলা বর্মনের মতো বহু সারিন্দাবাদকও এই বইয়ের পাতায় ধরা দিয়েছেন। বহু ছবি এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে উপরি উপহার হিসেবে ধরা দেয়।

স্মৃতির তৃতীয়

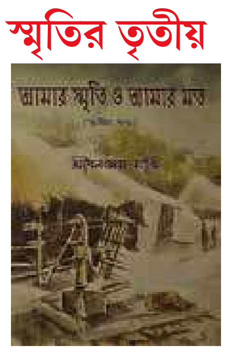

নিজের সমস্ত স্মৃতিকে সহজে সবার সামনে তুলে ধরাটা সহজ কাজ নয়। সেই সমস্ত স্মৃতিকে সহজে কাঁটাছেঁড়া করাটা আরও কঠিন। তবে কঠিন সেই কাজটাই খুব সহজে করে দেখিয়েছেন ধনঞ্জয় মাঝি। তাঁর লেখা **আমার স্মৃতি ও আমার মত (তৃতীয় খণ্ড)** বইয়ে। চাকরি না পাওয়ার পর মনে কতটা যন্ত্রণা হয়, আবার একটা চাকরি পেয়ে গেলে নিজের থেকেই সবার জন্য কত ভালো কিছু করার ইচ্ছে হয়; এই বইয়ের পাতায় পাতায় সাধারণ পাঠকেরই মনছবি। এই খণ্ডের অনেকটা অংশজুড়ে রয়েছে শারীরশিক্ষা। কীভাবে শরীর সুস্থসবল রেখে ভালোভাবে বাঁচতে হবে সেই দিশা দেখিয়েছেন লেখক।

নববর্ষের প্রাপ্তি

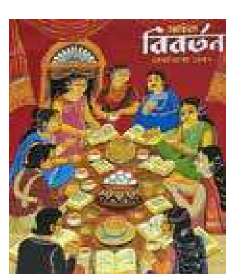

'খেয়াল যখন বেহিসাবি, বাদল হাওয়ায়/ মন খারাপের আখরগুলো ছন্দ কুড়ায়।' লিখেছেন শর্মিলা ভট্টাচার্য। 'মন খারাপের আখরগুলো' নামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে **সাহিত্য বিবর্তন**–এর **নববর্ষ সংখ্যা**য়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে সাজানো উজ্জ্বল আচার্য সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা অন্যান্য বারের মতোই সুন্দর। জয়দীপ সরকারের লেখা প্রবন্ধ 'প্রসঙ্গ বুদ্ধিজীবী' পড়তে বেশ অন্যরকম। দেবাশিস চৌধুরী, শৌভিক বণিকদের মতো অনেকের লেখা অনুগল্পগুলি পড়তে বেশ। সুদর্শন সাহার লেখা গল্প 'বুঝেশুনে কমেন্ট করুন' অন্যভাবে ভাবায়। স্বাস্থ্য নিয়ে সম্পাদকের লেখাটি তথ্যবহুল। সৌজন্য চক্রবর্তীর আঁকা প্রচ্ছদটি তারিফযোগ্য।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

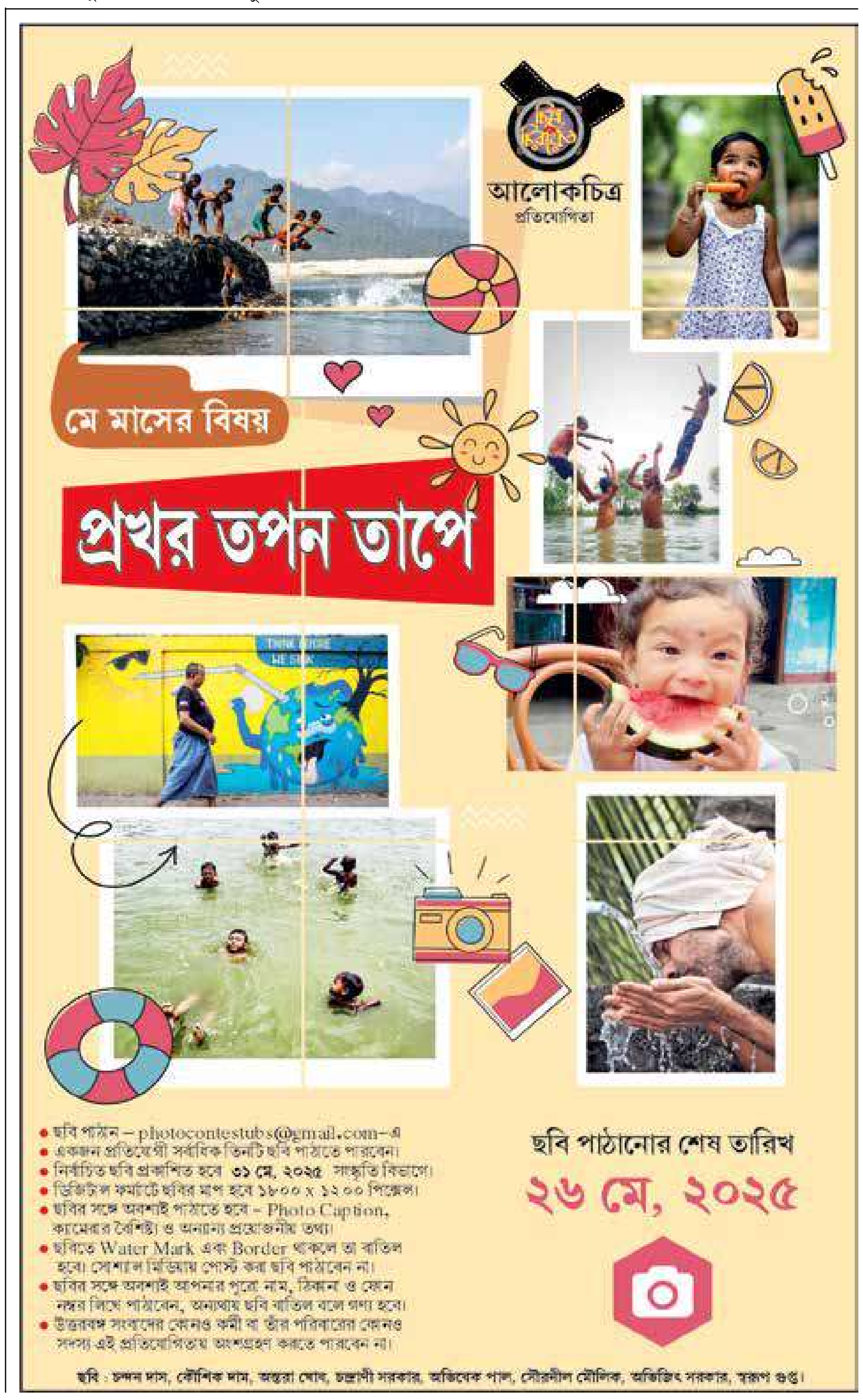

জলপাইগুড়িতে স্থায়ী বেঞ্চে আনার প্রস্তাব

সহমত হয়নি উত্তরের সব জেলা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ মে : জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু করে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকে তার আওতায় নিয়ে আসার দাবি নিয়ে জেলার বার অ্যাসোসিয়েশনগুলি ভিন্নমত পোষণ করছে। সরাসরি সমর্থনের বিষয়ে এখনই কিছু বলতে চায়নি শিলিগুড়ি ও মালদা বার অ্যাসোসিয়েশন। কিছুটা হলেও বিরোধিতা করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশন। তবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরের আইনজীবীরা সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছে জলপাইগুড়ি বারের দাবিতে।

পাহাড়পুরে স্থায়ী পরিকাঠামোতেও কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চালুর তৎপরতা শুরু করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু স্থায়ী পরিকাঠামোয় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালুর দাবিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশনকে এককাট্টা করতে শুক্রবার বৈঠক ডাকে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ আমরা চাই না। উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে নিয়েই স্থায়ী পরিকাঠামোতে স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ চাই। বর্তমানে অস্থায়ী পরিকাঠামোয় সার্কিট বেঞ্চ চালু আছে। আমরা স্থায়ী পরিকাঠামোয় দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলাকে নিয়েই স্থায়ী বেঞ্চ চাই।'

কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ বলেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার স্বার্থে স্থায়ী বেঞ্চ চাই। জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি।' আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহৃদ মজুমদার বলেন, 'জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ চালু হলেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার মানুষ আইনি পরিষেবা পাবেন। আমরা জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের দাবির সঙ্গে একশো শতাংশ সহমত পোষণ করছি।' তবে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সন্দীপ দাস বলেন, 'আমার কাছে এ ব্যাপারে এখনও কেউ কিছু বলেনি। তাই এবিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

জলপাইগুড়িতে বার অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক।

তৎপরতা শুরু

- উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাকে আওতায় নিয়ে আসার দাবি নিয়ে জেলার বার অ্যাসোসিয়েশনগুলি ভিন্নমত পোষণ করছে
- কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরের আইনজীবীরা সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন জলপাইগুড়ি বারের দাবিতে
- পাহাড়পুরে স্থায়ী পরিকাঠামোতেও কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ চালুর তৎপরতা শুরু করেছে কলকাতা হাইকোর্ট

শুক্রবার আদালত হয়েই ৮ দিনের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। ছুটির মধ্যেই জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের থেকে অন্যান্য বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা হবে। বিষয়টি নিয়ে সরাসরি সমর্থনের কথা কিছুটা এড়িয়ে গিয়েছেন মালদা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অসিত বসু। তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমিও শুনেছি। শুনেছি একটা নোটিফিকেশনও হয়েছে। তবে সরকারের কী নীতি রয়েছে, তা আমি বলতে পারব না। সরকার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন ভালোই হবে বলে মনে হয়। কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। মালদা থেকে জলপাইগুড়িতে ছুটতে হবে।' তবে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন। জেলা বারের সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার বলেন, 'শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার নিয়ে যখন প্রথম সার্কিট বেঞ্চ হয় তখন আমরাও চেয়েছিলাম উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর ওই সার্কিট বেঞ্চের আওতায় আসুক। কারণ, উত্তর দিনাজপুরের মানুষের পক্ষে কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে মামলা লড়তে ভীষণ সমস্যা হয়। সেজন্য আমরা গ্রীষ্মাবকাশের পর প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে আবেদন করব মহকুমা ও জেলা আদালতকে জলপাইগুড়ি বেঞ্চের অধীনে নিয়ে আসার জন্য। এর ফলে বিচারপ্রার্থীরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই আইনজীবীরাও হবেন।'

তবে, দক্ষিণ দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের দেবরাজ চক্রবর্তী বলেন, 'এনিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। যদি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে যুক্ত হওয়া আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু কলকাতাকে বিকল্প রাখা হলে, আমাদের বেশিরভাগ আইনজীবী কলকাতাকেই প্রাধান্য দেবে। কারণ, আমাদের এখান থেকে জলপাইগুড়ি তো প্রায় সমান দূরত্বে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি তুলনায় কলকাতা অনেক বেশি এগিয়ে।'

শুক্রবার জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের থেকে সমিতির অফিসে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের স্টিয়ারিং কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক গৌতম পাল বলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতের সমস্ত জলপাইগুড়ি আদালতেই থাকবে।'

রাতের আকাশে ড্রোনে আতঙ্ক

ডোমকল, ২৩ মে : বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের রাতের আকাশে উঁকি দিচ্ছে ড্রোন। ঘটনার কথা চাউর হতেই দেশের 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হিসেবে স্বীকৃত নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী এলাকায় শোরগোল পড়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ডোমকল মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। কিরীটেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কিরীটেশ্বরী গ্রামে ৫১ পীঠের এক পীঠ অবস্থিত। এলাকায় প্রচুর প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সে কারণে এখানে প্রতিদিন জেলা তো বটেই জেলার বাইরে থেকেও বহু ভক্ত আসেন। বছর দুয়েক আগে দেশের পর্যটনমন্ত্রকের তরফে সেরা পর্যটন গ্রামের শিরোপা দেওয়া হয় কিরীটেশ্বরীকে। এই গ্রামে রাতের আকাশে ড্রোন উড়তে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। এ বিষয়ে শুক্রবার স্থানীয় তরুণবিকাশ দাস বলেন, 'রাতে লক্ষ করি কিরীটেশ্বরী মন্দিরের ওপর ড্রোন উড়ছে। পরে নারকেলবাড়ির দিকে চলে যায়। মোবাইলে জুম করে দেখি ড্রোনটি সাধারণ নয়। বিষয়টি আমরা স্থানীয় থানায় জানিয়েছি।' কিরীটেশ্বরী মন্দির কমিটির সহ সম্পাদক বাপি দাস বলেন, 'ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত পুলিশের।' মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার রাসপ্রীত সিংয়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানার পরই পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নতুন দার্জিলিং

প্রথম পাতার পর

বেড়াতে এসে মেজাজটা মাটি হয়ে যায় গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে।

জনসংখ্যা ও পর্যটকদের বাড়তি চাপ সামলাতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হয়েছে বহুতল হোটেল আর বাড়ি। শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে তিন-চারতলা ভবনের দেখা মিলবে। এই পরিস্থিতি অজানা নয় মুখ্যমন্ত্রীর। শৈলশহরের পরিধি আরও ছড়িয়ে দেওয়ার কথা অনেক আগে থেকে বলছেন তিনি।

এর আগে দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন প্রাতর্ভ্রমণে লেবংয়ের দিকে হাঁটতে বেরিয়ে 'এদিকেও শহরটা বাড়তে পারে' বলে মন্তব্য করেছিলেন। সদ্য সমাপ্ত শিলিগুড়ি সফরে প্রতিটি সভা থেকে নয়া দার্জিলিং গড়ার প্রসঙ্গ টেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। যানজটে অবরুদ্ধ হচ্ছে রাস্তাঘাট। তাই নতুন দার্জিলিং তৈরির জন্য আমি অনীতদের (অনীত থাপা) এখনই পদক্ষেপ করতে বলব। জিটিএ, দার্জিলিং জেলা প্রশাসন বসে একটা রুটম্যাপ ঠিক করুক।'

এরপরেই সক্রিয় হন অনীত। দার্জিলিং শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে রঙ্গারুন চা বাগান এলাকায় নতুন উপনগরী তৈরির কথা প্রাথমিকভাবে ভাবা হয়েছে। রয়েছে সেখানে প্রচুর হোমস্টে, কটেজ তৈরির পরিকল্পনা। চারদিকে চা বাগানে ঘেরা এই অঞ্চলে উপনগরী তৈরি হলে দার্জিলিংয়ের ভিড় অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন গন্তব্য নিয়ে পর্যটকদের আগ্রহ বাড়বে স্বাভাবিকভাবে।

এব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে ব্যবসায়ী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত নিতে খুব তাড়াতাড়ি জিটিএ'র তরফে একটি সভা ডাকা হবে, জানিয়েছেন জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এক বছরের মধ্যে কোনও বহুজাতিক সংস্থাকে দিয়ে উপনগরী নির্মাণ শুরু হতে পারে। রাস্তাঘাট সহ বাকি পরিকাঠামো তৈরি করবে জিটিএ।

মদ আটক

কিশনগঞ্জ, ২৩ মে : নাকা চেকিং চলাকালীন শুক্রবার সকালে চার চাকার একটি গাড়ি থেকে ৩৭৯ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে লোহাগাড়া সেতুর কাছে ওই অভিযান চালায়। এই ঘটনায় পুলিশ সপটিয়া বিশুনপুর গ্রামের বাসিন্দা গাড়িচালক মহম্মদ দানিসকে গ্রেপ্তার করেছে।

তিস্তার জল বাড়তেই পোষ্যদের নিয়ে ভেলায় পারাপার।। জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

ঝুলিতে রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল

সাহসী কর্মজীবনের জন্য পুরস্কৃত কোচবিহারের জীবনকৃষ্ণ

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৩ মে : রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল পেলেন কোচবিহারের বাসিন্দা জীবনকৃষ্ণ সরকার। তিনি বিএসএফের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর। শুক্রবার দিল্লির বিজ্ঞানমঞ্চে দেশের প্রতি তাঁর আত্মত্যাগ এবং সাহসী কর্মজীবনের জন্য জীবনকৃষ্ণ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই মেডেল পরিয়ে দেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এদিন কোচবিহারের চকচকায় সরকার বাড়িতে এবং এলাকায় খুশির হাওয়া। বাড়িতে চলছে মিষ্টিমুখের পর্ব।

জীবনকৃষ্ণ ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর বিএসএফের কনস্টেবল পদ দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। ৪২ বছরের কর্মজীবনে তিনি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, জম্মু-কাশ্মীর সহ বিভিন্ন এলাকায় কাজ করেছেন। এরপর ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি কাজ করেছেন ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে। কর্মজীবনে পেয়েছেন ৬২টি বিভাগীয় পুরস্কার। ৪২ বছর সফলভাবে কর্মজীবন কাটানোর পর চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন জীবনকৃষ্ণকে।

মেডেল পাওয়ার পর শুক্রবার দিল্লি থেকে জীবনকৃষ্ণ বলেন, 'এই পুরস্কার পেয়ে খুবই গর্বিত এবং নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি। আমি দেশের জন্য যা করেছি, তা মন থেকে করেছি। আমি সবাইকে এটা বলতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকের দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা উচিত। সবার উপরে দেশের সেবা।'

বাবার এমন পুরস্কারপ্রাপ্তিতে গর্বিত ছেলে শুভদীপ সরকার। চকচকা থেকে এদিন শুভদীপ বলেন, 'কাজের জন্য বাবা বছরের অধিকাংশ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকতেন। ফলে বাবাকে খুব বেশি আমি কাছে পেতাম না। তবে দেশের প্রতি বাবার এই আত্মত্যাগ এবং কাজের জন্য ছেলে হিসাবে আমি খুবই গর্বিত। বাবা এলে মা আর আমি বাড়িতে তাঁকে সংবর্ধনা দেব।'

> এই পুরস্কার পেয়ে খুবই গর্বিত এবং নিজেকে খুবই ধন্য মনে করছি। আমি দেশের জন্য যা করেছি, তা মন থেকে করেছি। আমি সবাইকে এটা বলতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকের দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা উচিত। সবার উপরে দেশের সেবা।
>
> **জীবনকৃষ্ণ সরকার**
> অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ ইনস্পেকটর

সিপিএমের কার্যালয় ভাঙচুর, ঝুলল তালা

দিনহাটা, ২৩ মে : বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা শহরে এক জনসভা থেকে ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিনহাটা শহরে সিপিএম কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গতকাল সকাল থেকে মীনাক্ষীর ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে পালটা হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় তৃণমূল নেতৃত্বকে। অভিযোগ, তারই জেরে এদিন দল বেঁধে হাসপাতাল মোড়ে থাকা সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানা থেকে একেবারে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সিপিএম কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের অভিযোগ, দিনহাটায় তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল শুক্রবার দুপুরে ভাঙচুর চালিয়েছে। দলীয় কার্যালয়ে তালাও মেরে দেয় তারা। এদিন তারা দলীয় পতাকাও নামিয়ে দিয়েছে, যা তৃণমূলের সংস্কৃতিকেই তুলে ধরছে। আমরা দিনহাটায় গিয়ে সরেজমিনে খতিয়ে দেখে থানায় অভিযোগ দায়ের করব।' পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে অনন্ত বলেন, 'পুলিশ এক্ষেত্রে কেবল দর্শকের ভূমিকাই বরাবর পালন করে আসছে। তবে এবার তাদের সঙ্গে কথা বলে আসা হবে, যাতে কর্মীরা নিশ্চিন্তে দলীয় কার্যালয়ে কাজকর্ম করতে পারে।'

গতকাল মাথাভাঙ্গার জনসভায় উদয়নকে নিশানা করে মীনাক্ষী বলেন, 'উদয়নের মতো নেতা আমাদের পকেটে থাকেন। আর পুলিশের ছাতা তাঁদের মাথা থেকে সরলেই রাস্তায় বেরোতে পারবেন না।' শুক্রবার সকাল থেকে মীনাক্ষীর এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় রাজনৈতিক তর্জা। মন্ত্রীও মীনাক্ষীকে একহাত নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'যদি মীনাক্ষীর এই জোশ একইরকম থাকে তাহলে তিনি যেন পুলিশ ছাড়া একবছরের মধ্যে দিনহাটায় সভা করে যান।' এদিন সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তৃণমূল কর্মীরা মীনাক্ষীকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করেন। দুপুর একটা নাগাদ সিপিএম কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় '২৬-এর বিধানসভার আগে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে গত মার্চ মাসে যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীকে হেনস্তার ঘটনার পরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দিনহাটায় সিপিএমের এই কার্যালয়টি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ঠিক তার দেড় মাসের মাথায় ফের কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এসডিপিও ধীমান মিত্র জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

বাড়ছে দূরত্ব

প্রথম পাতার পর

বিনামূল্যে কাউকে খাবার দিলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না, বাসি খাবার খাওয়ানো, মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলার ব্যবহার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয় না। আমাদের কাজের সূত্রে দিনভর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়াতে হয়। খেতে হয় বাইরে। কোন দোকানকে বিশ্বাস করব বলুন তো।' ছেলের প্রিয় খাবার বিরিয়ানি। বাড়িতে বানানো ঝক্কি। সবসময় বড় রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়া সম্ভব নয়। পাড়ার মোড়ের দোকানই ভরসা স্বরূপা দে'র। আপাতত আর সেসব বাড়িতে ঢুকছে না, জানালেন স্বরূপা।

বাঘা যতীন পার্কে যে রেস্তোরাঁটি সিল করা হয়েছে, তার উলটোদিকের রেস্তোরাঁর তরফে রিক ঘোষের বক্তব্য, 'একজনের জন্য আমরা সবাই সমস্যায় পড়েছি। চারভাগের একভাগে নেমে এসেছে বিক্রিবাটা। এই জায়গাটি আসলে অস্পৃশ্যের মতো হয়ে গিয়েছে। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছি।' ওই এলাকার আরেক রেস্তোরাঁর মালিক বাপি পালকেও দিশেহারা শোনাল, 'সত্যি বলতে, নিজেও জানি না কী করব। ভবিষ্যতে মানুষ ফের আস্থা রাখবেন কি না, বোঝা যাচ্ছে না। আগে দিনে ১০০ প্লেট বিক্রি হলে এখন বড়জোর ২০ প্লেট।' ধাক্কা লেগেছে পাড়ার দোকানেই। বড় রেস্তোরাঁর প্রতি যে বিশ্বাস এখনও অটুট, তা বোঝা গেল বর্ধমান রোডের পরিচিত একটি রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের কথায়। সাফিক আলি বললেন, 'আমাদের ব্যবসা ঠিকঠাক চলছে। তেমন প্রভাব পড়েনি।' তবে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হলে আগে দায়িত্ববান হতে হবে ব্যবসায়ীদের।

নরকযন্ত্রণা

প্রথম পাতার পর

গত বছরের অক্টোবর মাসে তিস্তার গ্রাসে চলে যায় মহানন্দার জঙ্গলঘেরা লালটং এবং চমকডাঙ্গি বস্তি। লালটং বস্তিতে তাও কিছু মানুষ নিজেদের শেষ সম্বল বাঁচাতে পেরেছিলেন। কিন্তু চমকডাঙ্গিতে সবকিছু গিলে খেয়েছে তিস্তা। মাথা গোঁজার জায়গা তো গিয়েছেই, সমস্ত দরকারি নথিও হাতছাড়া হয়েছে। ওই পরিবারগুলিকে ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝুয়া বস্তিতে পুনর্বাসন দিয়েছে সরকার। সেই সময় দিন তিনেকের শুকনো খাবার দেওয়া হয়েছিল। এরপর আর কেউ ফিরে তাকায়নি বলে অভিযোগ।

শুক্রবার ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল চারদিকে ত্রিপল দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঝুপড়ির মধ্যে মাথা তুলছে কয়েকটি কাঠের দোতলা ঘর। কারও কারও স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে। যাঁদের সর্বস্ব গিয়েছে তাঁরা ওই ত্রিপলের নীচেই সংসার পেতেছেন। বুধবার রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে ওই পরিবারগুলিকে। শুধু যে ঘরের সমস্যা তা নয়, ১৩১টি পরিবারের জন্য একটিমাত্র শৌচালয় এলাকায়। তাই বাধ্য হয়ে কেউ ত্রিপল দিয়ে তো কেউ বেড়ার উপর ছাউনি দিয়ে তৈরি করেছেন শৌচালয়। এখনও পরিবারগুলি ছন্নছাড়া। কেউ পরিবারকে অন্যত্র রেখে এসেছেন। কেউ আবার বৃষ্টিতে আশপাশের কংক্রিটের পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। বিদ্যুৎ সংযোগ এখনও পৌঁছায়নি ওই এলাকায়। পানীয় জলের জন্য যেতে হবে মাঝুয়া বস্তিতে। সেখানে একটি স্ট্যান্ডপোস্ট ভরসা। নয়তো বেশিরভাগই পাশের মহানন্দার জলের ভরসায় থাকছেন। সোজা পথে শহরের দিকে যেতে হলে একমাত্র সাইকেলই ভরসা এলাকাবাসীর। কারণ টোটো কিংবা অন্য কোনও গণপরিবহণ পেতে হলে অন্তত চার কিলোমিটার হাঁটতে হবে তাঁদের। তবে সময় বাঁচাতে এবং মহানন্দা পার হয়ে বেঙ্গল সাফারির পেছনে তরিবাড়ি গ্রামে চলে যাচ্ছেন তাঁরা। সেখান থেকে টোটো বা হেঁটেই প্রধান সড়কে পৌঁছোচ্ছেন।

এদিন দুপুর সাড়ে তিনটা নাগাদ মহানন্দা পার হয়ে এলাকায় ফিরছিলেন প্রীতম লামা। তাঁর বক্তব্য, 'ঘরের খাবার আনতে বাজার যেতে হত। নদী পার হলে তরিবাড়িতেই দোকানপাট রয়েছে। সহজেই নদী পার হয়ে সেখানে পৌঁছোনো যায়। তাই নদী পার হয়েই যাতায়াত করি।'

গ্রেপ্তার ২

কিশনগঞ্জ, ২৩ মে : নেপাল থেকে ভারতে গোরু পাচারের সময় সীমান্তের পাকামুড়ি গ্রামের কাছে দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল এসএসবি'র ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও দিঘলব্যাংক থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ২৪টি গোরু। ধৃত আবদুল মতিন ও মহম্মদ এনামুল হককে শুক্রবার বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ওয়াকারকে সরানোর চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে অবশ্য শুক্রবার রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অনেকে বলছেন, ইউনূসের পদত্যাগের জল্পনা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল চিত্রনাট্য মেনে। বিএনপি অবশ্য বৃহস্পতিবারই দাবি করেছিল, এর পিছনে নাটক আছে। আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল বিএনপির অন্যতম শীর্ষ নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ শুক্রবার দেশের একটি বেসরকারি চ্যানেলে বলেন, 'আমরা ইউনূসের পদত্যাগ দাবি করিনি। নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণার বদলে উনি ইস্তফা দিতে চাইলে সেটা ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়।'

যদিও তাঁর বক্তব্য, 'একান্তই উনি দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে রাষ্ট্র তো বসে থাকবে না। বিকল্প খুঁজে নেবে।' শুক্রবার সকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়, ইউনূসকে পদত্যাগ করতে দেবেন না তাঁর অনুগতরা। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ তৈয়াব ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'তাঁর ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য অধ্যাপক ইউনূসের দরকার আছে।'

মুহাম্মদ ইউনূস নিজে কোনও মন্তব্য না করলেও সরকারের অবস্থান শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছেন আরেক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এই উপদেষ্টা বলেন, 'শুধু নির্বাচন করা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নয়। প্রধান উপদেষ্টা সময় দিয়েছেন, ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। ওই সময়সীমার একদিনও এদিক-ওদিক হবে না। তবে শুধু সেটাই আমাদের দায়িত্ব নয়।'

ইউনূসের আস্থাভাজন রিজওয়ানার বক্তব্য, নির্বাচন ছাড়া আরও দুটি দায়িত্ব আছে তাঁদের কাঁধে। একটি সংস্কার, অন্যটি বিচার। জামায়াতে ইসলামিও ইউনূসের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই দলটির আমির শফিকুর রহমান বৃহস্পতিবার ইউনূসের পদত্যাগ চর্চার মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বদল বৈঠক ডাকতে অনুরোধ করেছিলেন। শুক্রবার তিনি সরাসরি বলেন, 'ইউনূস থাকুন। সব দলের সঙ্গে কথা বলে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলুন।' তিনি বরং সেনাপ্রধানকে উপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

মাটি ধসল

প্রথম পাতার পর

গিয়ে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হত বলেই রেলকর্তাদের আশঙ্কা। শিলিগুড়িগামী মালগাড়িটিকে বাগ্রাকোট স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নিউ মাল জংশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় গুয়াহাটি থেকে নিউ গঙ্গানগরগামী ডাউন সাপ্তাহিক সামার স্পেশালকে। কিছুক্ষণের জন্য সেবক স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে শিলিগুড়ি থেকে ধুবড়িগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।

কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বের পরিচয় দেওয়ায় ট্র্যাকম্যান দীপঙ্করকে শুক্রবার বিকেলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের তরফে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন এডিআরএম সাহেবলুং কামেই। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'রাতেরবেলা সমস্ত জায়গায় রেললাইনে পেট্রলিংয়ের জন্য ট্র্যাকম্যান থাকেন। ঘটনাস্থলে থাকা ওই কর্মী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। যে কারণে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। যাত্রী সুরক্ষায় রেল সবসময়েই সজাগ রয়েছে।' বাগ্রাকোট স্টেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চান্দা কোম্পানি এলাকার সুদর্শন থাপা নামে এক ব্যক্তিও ফোন করে রেললাইনের ধারে ধসের খবর দিয়েছিলেন।

সাতপাকের সাক্ষী ওয়ালিমার মঞ্চ

প্রথম পাতার পর

এক ছাদের নীচে দুই বিশ্বাস মিলেমিশে একাকার হতে হয়তো দেখছিল অদৃষ্ট।

সংস্কৃতীর এক আত্মীয় শান্তারাম কাওয়াড়ে বললেন, 'ওই মুসলিম পরিবার আমাদের বিপদের দিনে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছে, তা আজীবন মনে রাখব। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান না থাকলে এটা সম্ভব ছিল না।'

বিয়ের পর অনুষ্ঠান যেন উৎসবে পরিণত হয়েছিল। চার পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে ফোটো তুললেন, খাওয়াদাওয়া সারলেন, হাসলেন প্রাণভরে। দুই নবদম্পতির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ভাইরাল ছবি যেন কোনও বার্তা দিতে চাইছে। চুপ করিয়ে দিচ্ছে একে অপরের প্রতি বিষোদ্গার করা মৌলবাদীদের। শব্দের থেকেও শক্তিশালী সেই মুহূর্ত।

মহসিনের বাবা ফারুখ কাজি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। তাঁর কথায়, 'সংস্কৃতী আমার মেয়ের মতোই। যেন মনে হচ্ছিল নিজের কন্যার বিয়ে হচ্ছে মঞ্চে।' সংস্কৃতীর বাবা চেতনের গলাতেও সম্প্রীতির সুর, 'এটাই আমার দেশ। আমার ভারতবর্ষ। দুই ধর্মের দুই পরিবার একসঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতে পারে যেখানে।'

যুদ্ধের ভাব বজায়ে নানা কৌশল খুব জরুরি

প্রথম পাতার পর

দূতাবাসের দ্বিতীয় কূটনীতিক এহসান-উর-রহিমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ভারত।

দানিশ নামে পরিচিত ওই কূটনীতিকের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে। প্রধানমন্ত্রীর রাজস্থান সফরের দিন আবার জানা গেল, নেপালি বংশোদ্ভূত এক পাক গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে একটা বড় নাশকতা ভেস্তে দেওয়া গিয়েছিল। আনরারুল মিয়ান আনসারি নামে ওই গুপ্তচর কিন্তু ধরা পড়েছিল অন্তত দু'মাস আগে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাঁচিতে আখলাক আজম নামে অপর একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই পুরোনো ঘটনাগুলি সামনে আনা হল এতদিনে।

কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতির দ্বিতীয় দিনে কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টরে ৪০ জন জঙ্গিকে যে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, সেই খবর এতদিনে বিএসএফের এক ডিআইজি সংবাদমাধ্যমকে জানালেন। ইতিমধ্যে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচারের পোস্টারে ছড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধবিমানের পাইলটের বেশে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি। যুদ্ধের আবহই বটে। কিন্তু যুদ্ধের ডঙ্কা শুনে কী করবেন আলিপুরদুয়ার তথা উত্তরবঙ্গের মানুষ। রাজস্থান না হয় পাকিস্তান সীমান্তে। যুদ্ধ উত্তেজনার আঁচ নিত্য থাকে সেখানে। কিন্তু পাক সীমান্ত থেকে এতদূরে উত্তরবঙ্গে সেই আঁচ ততটা নেই। তাহলে হঠাৎ আলিপুরদুয়ার কিংবা উত্তরবঙ্গকে সেই আঁচে সেঁকার পিছনে কি তবে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের বঙ্গে সম্মানের পরীক্ষায় উতরানোর কৌশল? যে পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের মাটি। লোকসভার ফল যত ভালোই হোক, যে মাটিতে বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মের ফলন উৎকৃষ্ট নয়, মোটামুটি।

উত্তরের আট জেলার ৫৪ আসনের মধ্যে ২০২১-এর ভোটে ২৫টি বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ফল ধরে রাখা যায়নি। মোদি যেখানে জনসভা করবেন, সেই আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালই ঘাসফুলের জমিতে ঝাঁপ দিয়েছেন। তাছাড়া পদ্মপুকুরের যত্নআত্তি করার লোকের বড় অভাব। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে ভেবে দেখতে হয়, গোপাল সাহা কোন কেন্দ্রের বিধায়ক! আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু, জুয়েল মুর্মু, কৌশিক রায়, বুধরাই টুডু প্রমুখকে কোথাও দেখেন?

আন্দোলন দূরের কথা, কোনও কর্মসূচিতে? এঁরা সবাই কিন্তু বিজেপি বিধায়ক। শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর নামডাক আছে। কিন্তু তাঁকে ইংরেজবাজারে দেখা যায় না। নিখোঁজ পোস্টার পড়ে। শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় কিংবা বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি লেখায় কিংবা দরবার করায় সক্রিয় বটে। কিন্তু আন্দোলন করতে গেলে দল তাঁর পিছন টেনে ধরে। পাহাড়ের বিপি বজগাইন তো আবার বিজেপি বিধায়ক কি না, মাঝেমধ্যে ভ্রম হয়। নীরজ জিম্বার তৎপরতা কেউ টের পান? কিন্তু উত্তরবঙ্গ মুখ ফেরালে পদ্ম ফলনে সমূহ সর্বনাশের আশঙ্কা। তার ওপর উত্তরবঙ্গে সমস্যার শেষ নেই। আলিপুরদুয়ার চা বলয়ের প্রাণকেন্দ্র। সংকটে চা শিল্প। মজুরি এত কম যে, স্থায়ী চাকরি ছেড়ে অনেক চা শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন বেশি পারিশ্রমিক রোজগারে। মালদা থেকে কোচবিহার- গ্রাম উজাড় করে বেকাররা এখন অন্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। জলপাইগুড়ির চা নিলামকেন্দ্রের উদ্বোধন আজ হচ্ছে, কাল হচ্ছে বলে ঝুলে আছে।

গত এক সপ্তাহে দু'দিন উত্তরবঙ্গে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উন্নয়নের দিশা, আন্দোলনের ডাক পরের কথা, এমন কিছু বললেন না, যা সংবাদ শিরোনাম হয়। তাঁর দুটি কর্মসূচিই ছিল তিরঙ্গা যাত্রা। সেই যুদ্ধের তাপ ছড়ানো আর কী! জঙ্গি দমন নিঃসন্দেহে গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রের সরকারের। কিন্তু কর্মসংস্থান, দু'মুঠো অন্নের সংস্থান তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তো নয়। তবে যুদ্ধের তাপ উসকে উঠলে জীবন-জীবিকা-খিদের মুখে তালা লাগিয়ে দেওয়া যায় বৈকি। তৃণমূলের ওপর রুষ্ট মানুষ ফি বছর ইভিএমে পদ্ম ছাপে বোতাম টেপেন। কিন্তু তৃণমূল বিরোধিতার হাওয়ায় ভোটে জিতে উত্তরবঙ্গে বিজেপির এত সংখ্যার জনপ্রতিনিধিরা করেনটা কী? রাজবংশী জাতিসত্তা উসকে দিয়ে যে ফায়দা বিজেপি তুলেছিল ২০১৪ সালে, তা ক্রমশ ফিকে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত না করে বাগানে বাগানে হনুমান মন্দির, রাম মন্দির গড়ে আদিবাসী সমর্থন আদায়ের তাৎক্ষণিক লাভের গুড়ে এখন পিঁপড়ে ধরেছে।

সাংগঠনিক খামতি, নেতা-জনপ্রতিনিধিদের অপদার্থতা ইত্যাদি সব ঢেকে রাখতে আপাতত তাহলে যুদ্ধের দামামাই অস্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। মোদির আলিপুরদুয়ার সফর তাহলে সেই কারণেই?

কাপড় কাচার যুদ্ধ ও শান্তি

জীবনের অন্য সব বিষয়ের মতো জামাকাপড় কাচাকুচিতেও এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। তার ধাক্কা লেগেছে সেকালের মানুষদের গায়ে। তবে তাঁরা মানিয়ে নিয়েছেন। কারণ এতে খাটুনি কম। আর জামাকাপড়ও হচ্ছে একেবারে চকচকে, আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

আছাড়ের কাল

সে এক কাল ছিল বটে। জামাকাপড় কাচার ধুপধাপ আওয়াজ শোনা যেত সব বাড়ির কোনায় কোনায়। বাড়িতে বড় কুয়োর পাড় কিংবা পাড়ার কোনও কুয়োর পাড়ে ৪-৫ জন একসঙ্গে হয়ে চলত কাপড় ঘষা। তখন ডিটারজেন্টের প্রচলন তেমন ছিল না। সাবান, সোডা দিয়ে রগড়ে রগড়ে পরিষ্কার করা হত জামাকাপড়। ভালো করে রগড়ে নিয়ে সেই কাপড় তুলে নিয়ে চলত পাকা জায়গার ওপর ধুপধাপ আছাড়। রীতিমতো সে এক যুদ্ধ হত। কুয়ো থেকে জল তুলে জামাকাপড় কেচে উঠতে উঠতে ভিজে একশা হতেন গিন্নি নিজেই। জামাকাপড় কেচে স্নান না করে ঘরে ওঠার জো ছিল না।

দুয়ারে ধোপা

কারও কারও বাড়িতে আবার তিন-চারদিন অন্তর অন্তর এসে হাজির হত ধোপা। বাড়ির সকলের দামি অথচ একটু নোংরা হয়ে যাওয়া কাপড় ধোপাকে দেওয়ার জন্য আলাদা করে রাখা হত। ময়লা যাতে একফোঁটাও না থাকে সেই নির্দেশ দিয়ে দিতেন বাড়ির গিন্নিরা। আবার কখনও জামাকাপড় থলিতে নিয়ে নিজেরাই সটান হাজির হয়ে যেতেন ধোপার দোরগোড়ায়।

বদলের হাওয়া

সেই কাজেও এসেছে অনেক বদল। ধোপা এখন আর বাড়িতে আসে না। ধুপধাপ করে বাড়ি মেরে মেরে জামাকাপড় ধোয়ার চলও আর নেই। কুয়োর পাড়ে বসে বালতিতে জামাকাপড় নিয়ে নানা আলোচনা করতে করতে কাপড় ধোয়ার সময়ও ফুরিয়েছে। সোডা, সাবানের ব্যবহারও প্রয়োজন অনুযায়ী সামান্যই হয়। তার বদলে এখন ঘরে ঢুকে গিয়েছে নানা কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন। দামি ডিটারজেন্ট। বাইরে রয়েছে প্রচুর লন্ড্রি। তাদের পরিষেবাও নাকি বেশ ভালো। জামাকাপড়, শাড়ি, লেপ, কম্বল সবই ধুয়ে পরিষ্কার করে ইস্ত্রি করে ব্যাগে ভরে হাতে তুলে দিচ্ছে খদ্দেরের। আর লোকও তাতে বেজায় খুশি। জামাকাপড় নাকি নতুনের মতো দেখতে হচ্ছে।

সময় ও শ্রম

জামাকাপড় বাইরে পাঠাতে না চাইলে ইএমআই-এর জমানায় এখন বহু বাড়িতেই রয়েছে ওয়াশিং মেশিন। মেশিনেই কাপড়, ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলে মেশিনই ধুয়ে দিচ্ছে জামাকাপড়। কোনও কোনও মেশিন তো কাপড় শুকিয়েও দিচ্ছে। এখনকার এই পার্থক্যগুলোই তো সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচিয়ে দিচ্ছে মানুষের।

বেনারসিতে ভয়

পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই বাসনা দত্ত বলছিলেন, 'আগে তো কুয়োর পাড়েই জামাকাপড় কাচতাম। যেগুলো দামি সেগুলো দেওয়া হত ধোপাকে। পাঞ্জাবি, ভালো শাড়ি এসব ধোপাকে দিয়ে দিলেই শান্তি।' তিনি বলেন, 'তবে বেনারসি শাড়িটা বড় যত্নের জিনিস। ওটা দিতে একটু ভয়ই পেতাম। নিজেই ওটা ধীরেসুস্থে যত্নে ধুয়ে তুলে রাখতাম। তবে এখন আবার সেটার সাহস পাই না। এখন অনেক লন্ড্রি রয়েছে। বেনারসি বা দামি যত জামাকাপড় আছে সব তাদের কাছেই যায়। বাকি সব যায় ওয়াশিং মেশিনে।'

ড্রাই ওয়াশ

মৃন্ময়ী দে বলছিলেন, 'এখন তো আবার কি সব ড্রাই ওয়াশ করতে হয় জামাকাপড়। অনেক নতুন সালোয়ারে দেখি তাই লেখা রয়েছে। ছেলেমেয়েরা বলে বাড়িতে এসব কেচে লাভ নেই। লন্ড্রিতে দিতে হবে।' তিনি বলছিলেন, 'আমাদের সময় তো ধোপাদের দিয়ে দিতাম জামাকাপড়। তবে এখন সেসব পালটে লন্ড্রি হয়েছে। অনেকরকম সুবিধা রয়েছে সেখানে। এখন তো সবকিছুই আরও উন্নতমানের হয়ে গিয়েছে।'

ইস্ত্রি করতে ৩০০

প্রায় ৬৩ বছর ধরে লন্ড্রির ব্যবসা করছেন জয়দেব রজক। কলেজপাড়ায় রয়েছে তাঁর দোকান। বহু পরিবর্তন দেখেছেন তিনি। আগের সঙ্গে এখন কাজের অনেক পার্থক্য। তবে তখনও তাঁদের যেমন প্রয়োজন ছিল এখনও রয়েছে।

তিনি বলছিলেন, 'ওয়াশিং মেশিনে তো সব কাচা যায় না। ভারী লেপ, ব্ল্যাঙ্কেট এসব আমরাই কাচি। জামাকাপড় কেচে ইস্ত্রি করে ভাঁজ করে দিই। জামাকাপড়ের ওপরই দাম ভিত্তি করে। ৮০ টাকা, ১০০ টাকা সবই দামের ওপর। ব্ল্যাঙ্কেট ধুয়ে দিয়ে নিই ৩০০ টাকা। বেনারসি শাড়ি এখন আর ধুই না তবে ইস্ত্রি করে দিই। এই শাড়িতে যেহেতু অনেক ছোট-বড় কাজ থাকে তাই এই শাড়ি ইস্ত্রি করতে নিই ২০০-৩০০ টাকা।'

কেচে ইস্ত্রি

আবার অন্য এক লন্ড্রি ব্যবসায়ী বললেন, 'আমরা প্রায় সমস্তকিছুই কেচে ইস্ত্রি করে দিই। সে ব্ল্যাঙ্কেট হোক বা বেনারসি, পাঞ্জাবি হোক বা সুতির জামা। জামাকাপড়ের ওপরই দামটা নির্ভর করে। তবে ব্ল্যাঙ্কেট, বেনারসি দুটোই ৩০০ টাকা নিই। সাধারণ শাড়ি নিই ১৫০-২০০ টাকা।'

জমছে বৃষ্টির জল, বাড়ছে ডেঙ্গির শঙ্কা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শহরের বিভিন্ন এলাকায় থাকা পরিত্যক্ত জমিগুলি ভরেছে জঙ্গল এবং আবর্জনায়। নিকাশিনালার মুখগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ধারাবাহিক বৃষ্টিতে জমিগুলিতে জমেছে জল। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আশপাশের মানুষ। আতঙ্কের মূলে রয়েছে শহরের ডেঙ্গি স্মৃতি। প্রতি বছরই বর্ষার সময় থেকে শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের খোঁজ মেলে। ফলে পরিত্যক্ত জমিগুলির থেকে আবর্জনা সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি যাতে জল জমতে না পারে, সেই ব্যবস্থা কার্যকরের দাবি উঠছে। এমন পরিত্যক্ত জমিগুলির ক্ষেত্রে কেন পুরনিগম কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'আমাদের নজর রয়েছে পরিত্যক্ত জমিগুলির ওপর। যে সমস্ত জমির মালিকদের পাওয়া যাবে না, সংশ্লিষ্ট জমিগুলিকে পরিষ্কার করে দেবে পুরনিগম। পরে যখন ওঁরা ট্যাক্স কিংবা মিউটেশনের জন্য পুরনিগমে আসবেন, তখন পরিষ্কারের বিল ধরিয়ে দেওয়া হবে।'

শাস্ত্রীনগর দিয়ে যাওয়ার পথে আবর্জনায় ভরা পরিত্যক্ত একটি জমিতে জল জমে থাকা নজরে পড়ে শুক্রবার। যা নিয়ে আশঙ্কার সঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা অলোক মাহাতো। ভানুনগরে এমন একটি জমি দেখিয়ে স্থানীয় প্রদীপ দাস বললেন, 'গতবছর ডেঙ্গির প্রভাব বেড়ে যাওয়ার পর জমিটি পরিষ্কার করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর এই জমি পরিষ্কারই করা হয়নি।'

পরিত্যক্ত জমিগুলির এমন পরিস্থিতি কার্যত প্রতিটা ওয়ার্ডেই। যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'পরিত্যক্ত জমিগুলি দেখার কেউ নেই। এরমধ্যে এলাকারই একটা বড় অংশের কাছে ওই জায়গাগুলো আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে গিয়েছে। যা নতুন বিপদ ডেকে আনছে।' তাঁর মতো অনেকের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছেন না কাউন্সিলাররা।

যদিও ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের দাবি, 'আমরা ইতিমধ্যেই এই ধরনের জমিগুলিকে চিহ্নিত করে তা পরিষ্কার করার কথা বলেছি।' একই বক্তব্য ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিংকি সাহার। তিনি বলেন, 'আমাদের ওয়ার্ডে এমন প্রায় ২৬টি জমি রয়েছে, যেখানে মালিকদের সচরাচর দেখা যায় না। আমরা সেখানে মশা মারার স্প্রে করেছি।'

সেবক রোডে ব্যাংকে আগুন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : সেবক রোডের পাশে একটি বহুতলে শুক্রবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। বহুতলের ওই অংশে একটি বেসরকারি ব্যাংকের শাখা রয়েছে। সেখানেই আগুন লাগে। হঠাৎ করেই পথচলতি মানুষ ওই বহুতলের দোতলার জানলা দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখেন। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা ঘটনার স্থলে পৌঁছান। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন নেভানোর পরে শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক রণবীর চৌধুরী বলেন, 'আগুন কীভাবে লেগেছিল তা ঠিক বোঝা যায়নি। তবে ব্যাংক ম্যানেজারের ঘরের বিদ্যুতের তারের সংযোগ পুরোপুরি পুড়ে গিয়েছে।'

পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ব্যাংক খোলার আগেই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছিল। রাস্তার ওপর কর্মরত ট্রাফিককর্মীরা প্রথমে জানলা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। বিষয়টা নজরে আসার পরই তড়িঘড়ি দমকলকে খবর দেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ম্যানেজারের অফিসে দুটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে নথি কিংবা অর্থের কোনও ক্ষতি হয়নি বলেই পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে ধোঁয়া বাড়তে থাকায় বহুতলের নীচে পথচলতি মানুষের ভিড় জমতে থাকে। অনেকে প্রশ্ন ছোড়েন, 'ভিতরে কোনও টাকা পুড়ে যায়নি তো?'

দমকলের তরফে রণবীর আরও বলেন, 'ব্যাংকের ভিতরে ঢুকে দেখি পুরো অফিস ধোঁয়ায় ঢেকে রয়েছে। এরপর আমরা ম্যানেজারের অফিস থেকেও ধোঁয়া বেরোতে দেখতে পাই। ভিতরে অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা ছিল। এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে ভেন্টিলেশন দিয়ে ধোঁয়া বাইরে বের করে দিই।' যদিও এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা রাতে ঘটলে আরও বড় বিপদ ঘটতে পারত বলে মনে করছেন দমকলকর্মীরা। যদিও অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে ব্যাংক ম্যানেজার কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

নথি অক্ষত

- আগুন কীভাবে লেগেছিল তা ঠিক বোঝা যায়নি
- ব্যাংক ম্যানেজারের ঘরের বিদ্যুতের তারের সংযোগ পুড়ে গিয়েছে
- অগ্নিকাণ্ডের জেরে দুটি কম্পিউটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
- নথি কিংবা অর্থের কোনও ক্ষতি হয়নি বলেই পুলিশ জানিয়েছে

সংবাদদাতা চাইছে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ফাঁসিদেওয়া

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২৯ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

সেবক মোড়ে ভেঙে পড়ল প্রাচীন গাছ

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : সেবক মোড়ের কাছে আস্ত একটি গাছ পড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে শুক্রবার বিকেলে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনার জেরে হিলকার্ট রোডের দুই লেনেই বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গাছটি আড়াআড়িভাবে রাস্তায় পড়েছিল। যদিও ওই ঘটনায় কেউ আহত হননি। রাস্তার ধারে বহু প্রাচীন ওই গাছ ছিল। সম্প্রতি ভূগর্ভস্থ কেবলের জন্য মাটি কাটার কাজ হয়েছে। তার ফলেই গাছের গোড়ার অংশ থেকে মাটি সরে যায় বলে অভিযোগ। এদিন বিকেলে হঠাৎ করেই হুড়মুড়িয়ে গাছটি রাস্তার উপর পড়ে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এনিয়ে বলেন, 'এমনিই এখন ঝড়-বৃষ্টি চলছে। ঠিক কী কারণে গাছটি উপড়ে পড়েছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা পড়ে যাওয়া গাছটিকে বাঁচিয়ে রেখে প্রতিস্থাপন করব।'

স্থানীয় বাসিন্দা দীবেশ দাস বলেন, 'গাছের গোড়া না দেখেই মাটি কাটা হয়েছে। যে কারণে এত পুরোনো একটি গাছ উপড়ে পড়ে গেল।' গত এক মাসে একাধিক জায়গায় রাস্তার ধারে থাকা গাছ পড়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও এর পেছনে রাস্তা প্রশস্তিকরণের কাজ থেকে শুরু করে ভূগর্ভস্থ কেবল বসানোর জন্য মাটি কাটাকেই দায়ী করেছেন শহরের সাধারণ মানুষ।

মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম কোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণের বিরোধিতায় শুক্রবার দার্জিলিং জেলা ১২ই জুলাই কমিটি শিলিগুড়িতে একটি মিছিল করে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে কাছাড়ি রোড, হিলকার্ট রোড সহ শহরের একাধিক রাস্তা পরিক্রমা করে।

সেবক মোড়ে গাছ পড়ে অবরুদ্ধ সড়ক। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

লাইসেন্স ছাড়া দোকানে হানা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ফুড লাইসেন্স ছাড়াই চোখধাঁধানো শোরুম। বিভিন্ন ধরনের পান ছাড়াও রকমারি জুস বিক্রি হচ্ছিল শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের ওই শোরুম বা দোকানটিতে। শুক্রবার সকালে ওই দোকানে হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের একটি দল। দোকান মালিককে ফুড লাইসেন্স দেখাতে বলা হলে, তা তিনি দেখাতে পারেননি। এরপরেই তাঁকে নোটিশ ধরিয়েছে পুরনিগম। এক মাসের মধ্যে ফুড লাইসেন্স তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন হিলকার্ট রোডে ফুটপাথে থাকা খাবারের দোকানগুলিতেও নজরদারি চালিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের ওই বিশেষ দলটি। কোন তেলে খাবার তৈরি করা হচ্ছে, কী পরিস্থিতিতে খাবার তৈরি হচ্ছে, সমস্ত বিষয় খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি, ফুটপাথের খাদ্য ব্যবসায়ীদের ঢাকাহীন খাবার বিক্রি করতে মানা করা হয়েছে। এদিন ওই দলে খোদ শিলিগুড়ি পুলিশের এসিপি ইবি (এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ) সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ কর্তারা ছিলেন। দলে থাকা এক কর্তা জানিয়েছেন, প্রতি শুক্রবার করে অভিযান হবে।

শিলিগুড়িতে বিরিয়ানি নিয়ে হইচই শুরু হতেই খাবারের দোকানে নজরদারির জন্য একটি দল তৈরি করা হয়। ওই দলে শিলিগুড়ি পুরনিগম, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, ফুড সেফটি বিভাগ, পুলিশ, দমকল, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা রয়েছেন। প্রতি শুক্রবার করে ওই দল অভিযান করবে এবং মঙ্গলবার করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়রকে রিপোর্ট জমা দেবে। সেইমতো গত শুক্রবার অভিযান করার সময় বাঘা যতীন পার্ক এলাকায় একাধিক রেস্তোরাঁর খাবার তৈরির জায়গা অপরিচ্ছন্ন দেখেন আধিকারিকরা। একটি রেস্তোরাঁয় খাবার শৌচালয়ে কমোডের পাশে রাখা ছিল, তাও তাঁদের নজর এড়ায়নি। যা প্রকাশ্যে আসতেই শহরজুড়ে হইচই শুরু হয়। এরপরেই মেয়রের নির্দেশ, প্রতি শুক্রবার করে অভিযান হবে। তাই এদিনও অভিযানে বের হয় ওই দল। এদিন হিলকার্ট রোডে অভিযান চালানো হয়। ফুটপাথের দোকানের পাশাপাশি বড় খাবারের দোকান, রেস্তোরাঁগুলিতেও যায় দলটি। ফুটপাথের দোকানগুলিতে কী মানের সস ব্যবহার করা হচ্ছে, কী মানের মশলা দিয়ে খাবার তৈরি হচ্ছে, খতিয়ে দেখা হয়। বেশ কয়েকটি দোকান থেকে সসের নমুনাও নেন তাঁরা।

হোর্ডিং নিয়ে কড়া পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : শিলিগুড়ি শহরজুড়ে এখন বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের ছড়াছড়ি। সেইসব বিশালাকার বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের আড়ালে যেন আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘাও হারিয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির উড়ালপুল থেকে নামার সময় রাস্তার দুই ধারে হোর্ডিংয়ে ছেয়ে গিয়েছে। আগে উড়ালপুল থেকে নামার সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত। কিন্তু এখন বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের জেরে কাঞ্চনজঙ্ঘাও মুখ ঢেকেছে। একাধিক এলাকায় ঝড়ের পর হোর্ডিং ছিঁড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ে থাকছে। শক্তিগড় শীতলাপাড়ার কাছে এরকমই হোর্ডিং ছিঁড়ে বিদ্যুতের হাইটেনশন তারের ওপর পড়েছে। ছেঁড়া হোর্ডিং দৃশ্য দূষণেরও কারণ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কড়া হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

এবার থেকে শহরের যে কোনও বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে কিউআর কোড রাখা বাধ্যতামূলক করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ওই কিউআর কোডে বিজ্ঞাপনের সব তথ্য রাখতে হবে বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগম। কোন সংস্থার বিজ্ঞাপন, কতদিন পর্যন্ত তা থাকবে, পুরনিগমকে কত টাকা ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে, সেই তথ্য রাখতে হবে ওই কিউআর কোডে। সময় পার হয়ে গেলেও যদি হোর্ডিং ঝুলে থাকে, তাহলে সেগুলি সরিয়ে দেবে পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট দপ্তর। পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'পুরনিগমের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের জন্যে পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক হোর্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা'র বক্তব্য, 'মেয়রের স্পষ্ট বার্তা রয়েছে, যে কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানার তিন থেকে চার দিনের বেশি থাকলে খুলে দিতে হবে। আমাদের দলের হোর্ডিং থাকলেও খুলে দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে কিউআর কোড অবশ্যই রাখতে হবে।'

রংদার রোববার

বর্ষামঙ্গল

সূচি অনুযায়ী আসার আগেই উত্তরবঙ্গে এবার বর্ষা কড়া নাড়ছে। বদলে যাচ্ছে তার চরিত্র, তাকে ঘিরে আমাদের সমস্ত অনুভূতিও। বর্ষার এই বদলে চলা ছবিকে নিয়েই এবারের রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনী।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, দেবদূত ঘোষঠাকুর ও রঙ্গন রায়
ছোটগল্প শুভময় সরকার ও জয়দেব সাহা
ফুড ব্লগ শুভ সরকার
কবিতা মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর সরকার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ ঘোষ, বিভা দাস ও ছবি ধর

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

অধিনায়ক হওয়ার অপেক্ষায় শুভমান

শুভমান গিলের জমানায় ঋষভ পন্থের ভূমিকা কী হবে? জানতে শনিবার চোখ থাকবে মুম্বইয়ে দল নির্বাচনি বৈঠকে।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ মে : জল্পনার আজ শেষবেলা। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার।

তারপরই শনিবার দুপুর দেড়টায় মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। ২০ জুন থেকে লিডসে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটমহলে প্রবল আগ্রহ। যার নেপথ্যে দুইটি নাম, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। 'রোকো' জুটির অবসরের পর বিলেতের মাটিতেই প্রথমবার টেস্ট খেলতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ফলে ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। শুধু তাই নয়, রোহিতের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। যদিও ভারতীয় টেস্ট দলের নয়া নেতার দৌড়ে সবার আগে শুভমান গিল। মনে করা হচ্ছে, তাঁর অধিনায়ক হওয়া নেহাতই সময়ের অপেক্ষা। যদিও শেষবেলায় জসপ্রীত বুমরাহ সমানে টক্কর দিয়ে চলেছেন শুভমানকে। সমস্যা একটাই, চোটপ্রবণ বুমরাহ পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে পারবেন কি না, সেটা কারোর জানা নেই। তাই বুমরাহ বনাম শুভমান লড়াই এখন তুঙ্গে।

রোহিত-বিরাটের অবসরের পর যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন, চার নম্বরে কে ব্যাট করবেন- এমন নানা বিষয় নিয়েও রয়েছে আগ্রহ। কাল ইংল্যান্ড সফরের দল ঘোষণার পরই হয়তো ছবিটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে লন্ডনের বিমানে ওঠার দৌড়ে মহম্মদ সামিকে নিয়ে তৈরি রয়েছে তুমুল ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি অংশের দাবি, সামি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন না। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর থেকে কোনও টেস্ট খেলেননি সামি। ফিট হয়ে মাঠে ফেরার পর টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাওয়ার আগে বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলেছিলেন সামি। কিন্তু সেটা কি সামির ফিটনেসের অবস্থান বোঝার জন্য যথেষ্ট? জল্পনা চলছে। রাতের দিকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্য নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মুম্বই থেকে বলছিলেন, 'সামির ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজে পুরো সময় ফিট সামিকে পাওয়া যাবে কি না, স্পষ্ট নয়। বুমরাহর জন্যও একই কথা বলতে হবে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট যদি বুমরাহর জন্য একটা ফ্যাক্টর হয়, তাহলে সামির জন্যও সেটা থাকবে।'

আজ মিশন ইংল্যান্ডের দল ঘোষণা ■ অনিশ্চিত সামি

প্রশ্ন
যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী ওপেনার ও চার নম্বর ব্যাটার।

সংশয়
বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলার পরও মহম্মদ সামির ফিটনেস।

পেসার
জসপ্রীত বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা।

অলরাউন্ডার
শার্দূল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজা।

নিশ্চিত
উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভূমিকায় ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল।

সম্ভাবনা
বাঁহাতি জোরে বোলার হিসেবে অর্শদীপ সিং।

সামি শেষপর্যন্ত লন্ডনের বিমানে না উঠলে নিশ্চিতভাবেই ধাক্কা খাবে টিম ইন্ডিয়ার পেস বোলিং শক্তি। যদিও বুমরাহর পাশে মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণাদের ইংল্যান্ড সিরিজের দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। অলরাউন্ডার হিসেবে শার্দূল ঠাকুরও থাকবেন দলে। প্রয়োজনে তিন বা চার নম্বর পেসারের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে সামিকে ইংল্যান্ড সফরের দলে না রাখা হলে অভিজ্ঞতার বিচারে ভারতীয় দলের বোলিং শক্তি কমতে বাধ্য। বোলিংয়ের পাশে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, লিডসে প্রথম টেস্টে জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলের ওপেন করার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁকেই বিলেত সফরে রোহিতের পরিবর্ত ওপেনার হিসেবে ভাবা হচ্ছে।

লোকেশ যদি যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করেন, তাহলে দলের মিডল অর্ডারের ছবিটা কেমন হবে? হবু অধিনায়ক শুভমান তিন নাকি চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন? স্বপ্নের ফর্মে থাকা বি সাই সুদর্শনকে কি তিন নম্বর জায়গা ছেড়ে দেবেন শুভমান? কোহলির ফেলে যাওয়া চার নম্বরে কে ভরসা দেবেন দলকে? করুণ নায়ার, শ্রেয়স আইয়ারদের (সম্ভাবনা কম) মতো বেশ কিছু নাম ভাসছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। কিন্তু কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা নেই। রবীন্দ্র জাদেজা নিশ্চিতভাবেই স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবে থাকছেন দলে। জোড়া উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেলকে নিয়েও সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবের ইংল্যান্ড সফরের দলে থাকা প্রায় নিশ্চিত। রাতের দিকের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার একজন বাঁহাতি জোরে বোলার বিলেত সফরে নিয়ে যেতে চাইছেন। অর্শদীপ সিংয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে স্কোয়াডে ঢুকে পড়ার।

শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ড সফরের ভারতীয় দলের ছবিটা যেমনই হোক না কেন, রোহিত-বিরাট পরবর্তী পর্বে 'নয়া' ভারতের বোধন শনিবারই হয়ে যাচ্ছে।

একান্ত সাক্ষাৎকারে রিচা ঘোষ

আবেগ নয়, কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে।

লর্ডসে নামার সময় মনে পড়বে

সৌরভের কথা

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২৩ মে : ছুটি প্রায় শেষ। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা হয়ে রিচা ঘোষ পৌঁছে যাবেন বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে। সেখানে প্রস্তুতি নিয়ে ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবেন। তারপরই সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশের মাটিতে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। ব্যস্ত ক্রিকেট সূচির মধ্যে মাসপাঁচেক হয়তো বাড়ি ফেরাই হবে না। তাই ব্যাগ গোছানোর সঙ্গে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাড়িতে পরিবার ও চেনাপরিচিতদের আবদার রক্ষা করে যেতে হচ্ছে রিচাকে। এর মধ্যেই তিনি সময় করে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন। যেখানে উঠে এসেছে লর্ডস নিয়ে তাঁর নস্টালজিয়ার কথা। জানিয়েছেন, ১৯ জুলাই লর্ডসে সিরিজের চতুর্থ টি২০ ম্যাচ খেলতে নামার সময় তাঁর মনে পড়বে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা।

লর্ডস আবেগ

আবেগ নয়, কিছু স্মৃতি আছে লর্ডসকে ঘিরে। (২০০২ সালে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয়ের পর) লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভদার জামা ঘোরানোর কথা এতবার শুনেছি যে ১৯ জুলাই মাঠে নামার সময় অবশ্যই সেটা মনে পড়বে। আমাদের ড্রেসিংরুমেও লর্ডস নিয়ে কথা শুনেছি। এর আগে ইংল্যান্ডে গেলেও জাতীয় দলের হয়ে লর্ডসে নামা হয়নি। তবে দ্য হান্ড্রেডে খেলার সময় লর্ডসে খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনই ওখানকার পরিবেশ, লর্ডসের অনার্স বোর্ড আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

অনার্স বোর্ডে নাম

না, সেই রকম কোনও পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি না। আমার কাছে দলের জয়, আমাকে টিম ম্যানেজমেন্টের দেওয়া দায়িত্বপালনই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। আমি হার্ড হিটার ব্যাটার। স্বাভাবিকভাবেই বিগ হিট নেওয়ার দায়িত্ব থাকে আমার ওপর। তাই সেটা করার সঙ্গে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম উঠলে অসুবিধা নেই। কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে দলের হার আমার সহ্য হবে না।

ইংল্যান্ডের চ্যালেঞ্জ

এটা আমার চতুর্থ ইংল্যান্ড সফর হতে চলেছে। জাতীয় দলের হয়ে তৃতীয়। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি ওখানে বল একটু বেশি নড়াচড়া করে। কিন্তু পরিবেশ ও পিচের বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আমার রান পেতে সমস্যা হবে না। এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে দ্য হান্ড্রেডে খেলার জন্য ৯ বছর ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব সামলানো হিদার নাইট আমাকে প্রস্তাব দেওয়ায়।

অধরা বিশ্বকাপ

সিনিয়ার পর্যায়ে আমার পঞ্চম বিশ্বকাপ হতে চলেছে। একবার ট্রফি হাতে নেওয়ার ইচ্ছা তো আছেই। গোটা দলই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের মাটিতে খেলার অ্যাডভান্টেজ আমাদের সঙ্গে থাকছে।

ফিনিশিং সমস্যা

শেষ কয়েকটা বিশ্বকাপে কাছাকাছি পৌঁছেও ট্রফি আসেনি আমাদের। ম্যাচ সিমুলেশনে আমরা ফিনিশিং নিয়ে খাটছি। এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বোলার কে, সেদিন তাঁর ফর্ম কেমন চলছে, নিজে এবং পার্টনার কেমন ছন্দে রয়েছে - পরিকল্পনা তৈরিতে সবকিছুর ওপর নির্ভর করতে হয়।

বড় সুযোগ বাকিদের জন্য, বলছেন গম্ভীর

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে নকিংয়ের জন্য চলেছেন বিরাট কোহলি। লখনউয়ে শুক্রবার।

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের শূন্যস্থান পূরণের কাজটা কঠিন। কিন্তু সেটাই এখন চ্যালেঞ্জ। রোহিত-কোহলি জুটির অনুপস্থিতি দলের বাকিদের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ।

রোহিত-বিরাটরা ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন কি না, সময় বলবে। তার আগে আমাদের সামনে রয়েছে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জ।

একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন খেলা থেকে অবসর নেবে, সেটা একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তকে সবসময় সম্মান করা উচিত।

রাত পোহালেই টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের দল ঘোষণা। শনিবার দুপুর দেড়টায় মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে 'নয়া' ভারতীয় দলের জন্ম হবে। সেই দলের কোচ হিসেবে আজ সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। সেই সাক্ষাৎকারে নরমে-গরমে গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার 'বস'। গম্ভীর বলেছেন, 'আমরা দুজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে ছাড়া ইংল্যান্ডে খেলতে নামব। কাজটা হয়তো কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, এমন পরিস্থিতি বাকিদের জন্য সুযোগ। বাকিরাও এবার এগিয়ে এসে বলুক, আমরা তৈরি।'

মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে প্রথমে রোহিত, পরে কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন।

রোকোহীন ভারতীয় ক্রিকেট

মাঝে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে এর আগে কখনও রোহিত-বিরাট নিয়ে মুখ খোলেননি টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর। আজ প্রথমবার 'রোকো' জুটিকে নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গম্ভীর বলেছেন, 'একজন ক্রিকেটার কখন খেলা শুরু করবে, কখন অবসর নেবে, এই ব্যাপারে কারও কিছু বলার থাকতেই পারে না। সিদ্ধান্তটা একেবারেই সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত। দীর্ঘসময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুবাদে একজন ক্রিকেটার ভালোই বুঝতে পারে কখন থামতে হবে।' মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে চোটের কারণে ভারতীয় দলে ছিলেন না জসপ্রীত বুমরাহ। বাকিরা তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করেছিলেন। টিম ইন্ডিয়াও সফল হয়েছিল। আসন্ন ইংল্যান্ড সফরেও তেমনই কিছু দেখার অপেক্ষায় কোচ গম্ভীর।

টেস্ট ছাড়লেও বিরাটরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি এখনও। 'রোকো' জুটি ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে চান। কিন্তু চাইলেই কি তাঁরা পারবেন? স্পষ্টভাবে কোনও জবাব দেননি কোচ গম্ভীর। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, '২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরের ব্যাপার। তার আগে ২০২৬ সালে দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। সেটা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপাতত।'

অবসর নিয়ে প্রশ্ন বেঙ্গসরকারের

মুম্বই, ২৩ মে : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা উত্তর পর্বে প্রথম টেস্ট সফর।

তাও একেবারে বিলেতের মাটিতে। ইংলিশ কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তরুণ ভারতীয় দল কীভাবে চ্যালেঞ্জ সামলায়, আশা-আশঙ্কার দোলাচল। আর এই প্রসঙ্গ টেনেই বিরাট-রোহিতদের অবসরের সময় নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ বেঙ্গসরকার।

লর্ডসে একমাত্র বিদেশি ব্যাটার হিসেবে টানা তিন টেস্টে শতরানের মালিকের মতে, ইংল্যান্ড সফরের পরই দুই তারকা অবসর নিতে পারত। রোকো-র সিদ্ধান্তে তিনি অবাক। এক সাক্ষাৎকারে বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।'

> দুইজনে দুর্দান্ত ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান অনস্বীকার্য। সামনে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের পর দুইজনে অবসর নিতে পারত। তবে ওদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। ভেবেই হয়তো নিয়েছে।
>
> **দিলীপ বেঙ্গসরকার**

অধিনায়ক রোহিত ৭ মে অবসর নেন। ইংল্যান্ড সফরে রোহিতকে ঘিরে টানাপোড়েন ছিল। এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। কয়েকদিনের মধ্যে অবাক করে একই পথে বিরাটও। দশ হাজার টেস্ট রানের মাইলস্টোন থেকে মাত্র ৭৭০ রান আগে থামার সিদ্ধান্ত নেন। বেঙ্গসরকারের কথায়, অতীতে ইংল্যান্ডের মাটিতে বিরাট-রোহিত সাফল্য পেয়েছেন। সেদিক থেকে দলের জন্য বড় ক্ষতি। তবে দুই তারকার বিদায় নতুনদের সামনে সুযোগ এনে দিচ্ছে। আশাবাদী, বাকিরা তা কাজে লাগাতে সমর্থ হবেন।

সম্ভাব্য বিকল্প কে বা কারা হতে চলেছে, সেই প্রসঙ্গে ঢুকতে নারাজ বেঙ্গসরকার। দায়িত্বটা ছাড়লেন নির্বাচকদের ওপর। প্রাক্তনের যুক্তি, ঘরোয়া ক্রিকেটে কড়া নজর রয়েছে নির্বাচকদের। তারাই এই ব্যাপারে কিছু বলা বা পদক্ষেপ করার পক্ষে উপযুক্ত। তবে শ্রেয়স আইয়ারের নামও ভাসিয়ে দিলেন। বেঙ্গসরকারের যুক্তি, শ্রেয়স ভালো ব্যাটার। অভিজ্ঞও। বিরাটদের শূন্যতা পূরণে মিডল অর্ডারে আদর্শ হতে পারে পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক।

বিরাট-রোহিতদের ঘিরে শূন্যতা তৈরি হলেও বেঙ্গসরকারের বিশ্বাস, তরুণ ব্রিগেডের মধ্যে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার রসদ রয়েছে। প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে। টিম ইন্ডিয়ার সামনে ভালো সুযোগ থাকবে বিলেতের মাটিতে বিজয়পতাকা ওড়ানোর। তবে লক্ষ্যপূরণে প্রথম দুই টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ, গৌতম গম্ভীরদের সতর্ক করে দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের কর্নেল। পাশাপাশি বিশ্বাসও রাখছেন, ইংল্যান্ড সফরে নতুন তারকা জন্ম নেবে। ভারতীয় দল সফল হবে।

বার্সার সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধি রাফিনহার

মাদ্রিদ, ২৩ মে : বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। ২০২৮ পর্যন্ত কাতালান ক্লাবটির হয়ে খেলবেন তিনি।

চুক্তিবৃদ্ধি হওয়ার পর রাফিনহা জানিয়েছেন, বার্সাতেই নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চান। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের পরিবারকে সবসময় বলি, বার্সাতেই নিজের কেরিয়ার শেষ করতে চাই। চেষ্টা করব আগামীদিনে বার্সার জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার।' আসন্ন মরশুমে বার্সেলোনার পাঁচজন অধিনায়কের তালিকাতেও নাম রয়েছে এই ব্রাজিলিয়ান তারকার। এই প্রসঙ্গে রাফিনহা বলেছেন, 'আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। যখন বার্সায় যোগ দিয়েছিলাম, তখনকার তুলনায় এখন আমি অনেক পরিণত। আমার একটাই লক্ষ্য, এই ক্লাবের জার্সিতে আরও অনেক খেতাব জিততে চাই।'

২০২২ সালে লিডস ইউনাইটেড থেকে ন্যু ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন রাফিনহা। প্রথম দুই মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। কিন্তু চলতি মরশুমে বার্সেলোনার দুরন্ত সাফল্যের পিছনে অন্যতম কারিগর রাফিনহা। এখনও পর্যন্ত ৫৬ ম্যাচে ৩৪ গোল ও ২৫টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। দলকে জিতিয়েছেন লা লিগা, কোপা ডেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ। ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে সতীর্থ লামিনে ইয়ামাল ও প্যারিস সাঁ জাঁ-র ওসমানে ডেম্বেলের সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন রাফিনহা।

কেক খাইয়ে বৈভবকে সংবর্ধনা জানালেন বন্ধু, পরিবারের লোকেরা।

গণ সংবর্ধনা নিয়ে বাড়িতে বৈভব

নয়াদিল্লি, ২৩ মে : আইপিএলে সবার মন জিতে ঘরে ফেরা। ঘরের ছেলে বৈভব সূর্যবংশীর যে ঘরে ফেরাকে রঙিন করে রাখলেন তার ভক্তেরা। বিহারের তাজপুরে নিজের গ্রামে ফেরা বৈভবকে ঘিরে কার্যত উৎসব। বন্ধুবান্ধব, গোটা গ্রামের লোক স্বাগত জানান তাঁদের ক্রিকেট নায়ককে। রাজস্থান রয়্যালস সেই মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছে সমাজমাধ্যমে।

এর মধ্যেই বিহার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে বৈভবের কোচ অশোক কুমার চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। জানান, আগামী ২ বছরের মধ্যে তাঁর ছাত্র ভারতীয় সিনিয়ার দলে খেলবে। বলেছেন, 'একার হাতে ম্যাচ জেতানোর মানসিকতা রয়েছে ওর মধ্যে। কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়, বিক্রম রাঠোর স্যরকে পাচ্ছে। গত তিন মাস ওঁদের কাছে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যা আরও এগিয়ে দেবে ওকে। আমার বিশ্বাস, ২ বছরের মধ্যে ভারতীয় টি২০ দলে জায়গা করে নেবে বৈভব।'

শেষ চারে শ্রীকান্ত

কুয়ালা লামপুর, ২৩ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সেমিফাইনালে উঠলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ২৪-২২, ১৭-২১, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়েছেন ফ্রান্সের টোমা পোপোভকে। জয়ের পর শ্রীকান্ত বলেছেন, 'আমি অনেকদিন পর একটানা এত ম্যাচ জিতলাম। আশা করছি এই ছন্দ ধরে রাখতে পারব।' সেমিফাইনালে জাপানের উসি তানাকার মুখোমুখি হবেন শ্রীকান্ত। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেন ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো। তাঁরা হেরে গিয়েছেন চিনের জিয়ান ঝেন ব্যাং-ওয়েই ইয়া জিনের কাছে।

নয়া ফুটবল মরশুমের ক্যালেন্ডারে বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যে ভাবনাচিন্তাই করুক না কেন, ডুরান্ড কাপ দিয়েই শুরু হতে চলেছে আগামী মরশুম। ফলে এআইএফএফের দেওয়া ক্যালেন্ডারে করতে হচ্ছে রদবদল।

গত মরশুম থেকেই ফেডারেশন কর্তারা চেষ্টা করছেন ঐতিহ্যবাহী ফেডারেশন কাপ আবার ফিরিয়ে আনতে। তাঁদের ভাবনায় ছিল, এবার মরশুম শুরুই করা হবে এই ফেডারেশন কাপ দিয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা সম্ভব হচ্ছে না কিছু রাজনৈতিক এবং সরকারি বাধ্যবাধকতায়। ডুরান্ড কাপই হবে প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট। যা আগে ১৮ জুলাই থেকে শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর উদ্বোধনের দিন পিছিয়ে সম্ভবত ২৩ তারিখ করা হচ্ছে। কারণ ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের বড় অনুষ্ঠান থাকে কলকাতায়। ফলে নেতা-মন্ত্রী তো বটেই, পুলিশ-প্রশাসনও এতে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু কলকাতাতেই উদ্বোধন, তাই তারপর একদিন বাদ দিয়ে ডুরান্ড শুরু করার ভাবনায় আয়োজকরা। অগাস্টের ২২ কী ২৩ তারিখ শেষ হবে ডুরান্ড। ফেডারেশন এখন চেষ্টা করছে আইএসএল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু করিয়ে মাঝের সময়টা ফেডারেশন কাপ করাতে। আইএসএল কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নাকি এফএসডিএলকে অনুরোধও জানাবে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেও থাকছে। অভিজ্ঞমহল মনে করছে, কিছুতেই কোচেরা আইএসএল শুরুর আগে রাজি হবে না পরপর দুটি টুর্নামেন্ট খেলতে। একান্তই তাঁরা রাজি না হলে ফেডারেশন বা সুপার কাপ, যাই হোক না কেন, সেটা জানুয়ারির ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতেই নিয়ে যাওয়া হবে।

সমস্যা অবশ্য এতেই থেমে থাকছে না। এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া এএফসি-র টুর্নামেন্ট খেলবে। যার মধ্যে গোয়ার প্লে-অফ অগাস্টেই পড়ার কথা। তাই তারা ডুরান্ড কমিটির কাছে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে, গোয়ার গ্রুপ লিগের ম্যাচ যাতে ওই মাসের শুরুর দিকেই দিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কারণে যদি ফেডারেশন কাপ অগাস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় তাহলে গোয়া যোগ্যতা অর্জন করলে তাদের এবং মোহনবাগানের পক্ষে এই টুর্নামেন্টকে গুরুত্ব দেওয়াই সমস্যা হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলির জন্য। সবমিলিয়ে ক্যালেন্ডার নিয়ে সবটাই এখনও অবিন্যস্ত অবস্থায় আছে। শুধুমাত্র ডুরান্ড দিয়ে মরশুম শুরু করাটা নিশ্চিত।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : কন্যাশ্রী কাপের ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। তারা সেমিফাইনালে ২-০ গোলে হারাল সার্দার্ন সমিতিকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল ও সন্ধ্যা মাইতি। অপর সেমিফাইনালে শ্রীভূমি এফসি মুখোমুখি হয়েছিল সুরুচি সংঘের। ৫৭ মিনিট পর্যন্ত খেলার ফলাফল ছিল গোলশূন্য। তারপর প্রবল বৃষ্টির কারণে আর খেলা হয়নি। অসম্পূর্ণ ম্যাচটি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনাল ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল মাঠে আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে আইএফএ।

মোহনবাগানের নির্বাচন হয়তো ২২ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মে : শনিবারই সম্ভবত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালন কমিটি জানাবে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের আসন্ন নির্বাচনের তারিখ। তার আগেই মোটামুটিভাবে যা জানা যাচ্ছে তাতে ২২ জুন হতে পারে এই অতি আলোচিত নির্বাচন।

আগেই অসীমকুমার রায় জানান, তাঁরা জুন মাসের দ্বিতীয় বা খুব দেরি হলে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। সেই অনুযায়ী ২২ জুন রবিবার দিনটিকেই বেছে নেওয়া হবে এই নির্বাচনের জন্য। ঐতিহ্যশালী টাউন হল বা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মধ্যে কোনও একটির কথা ভাবা হলেও যা খবর তাতে হয়তো টাউন হলকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে। এবার সচিব দেবাশিস দত্ত এবং বিরোধী শিবির বলে পরিচিত সৃঞ্জয় বসু গোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচনি প্রচার ঘিরে চাপানউতোর তুঙ্গে। নির্বাচনের দিনক্ষণ জানানো হলে, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। আগামী ২ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র তোলা এবং ৩ তারিখ পর্যন্ত জমা করার সময়সীমা শনিবারই হয়তো ধার্য করবেন বিচারপতি।

এদিকে, শনিবার সিএবি পরিচালিত জেসি মুখার্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

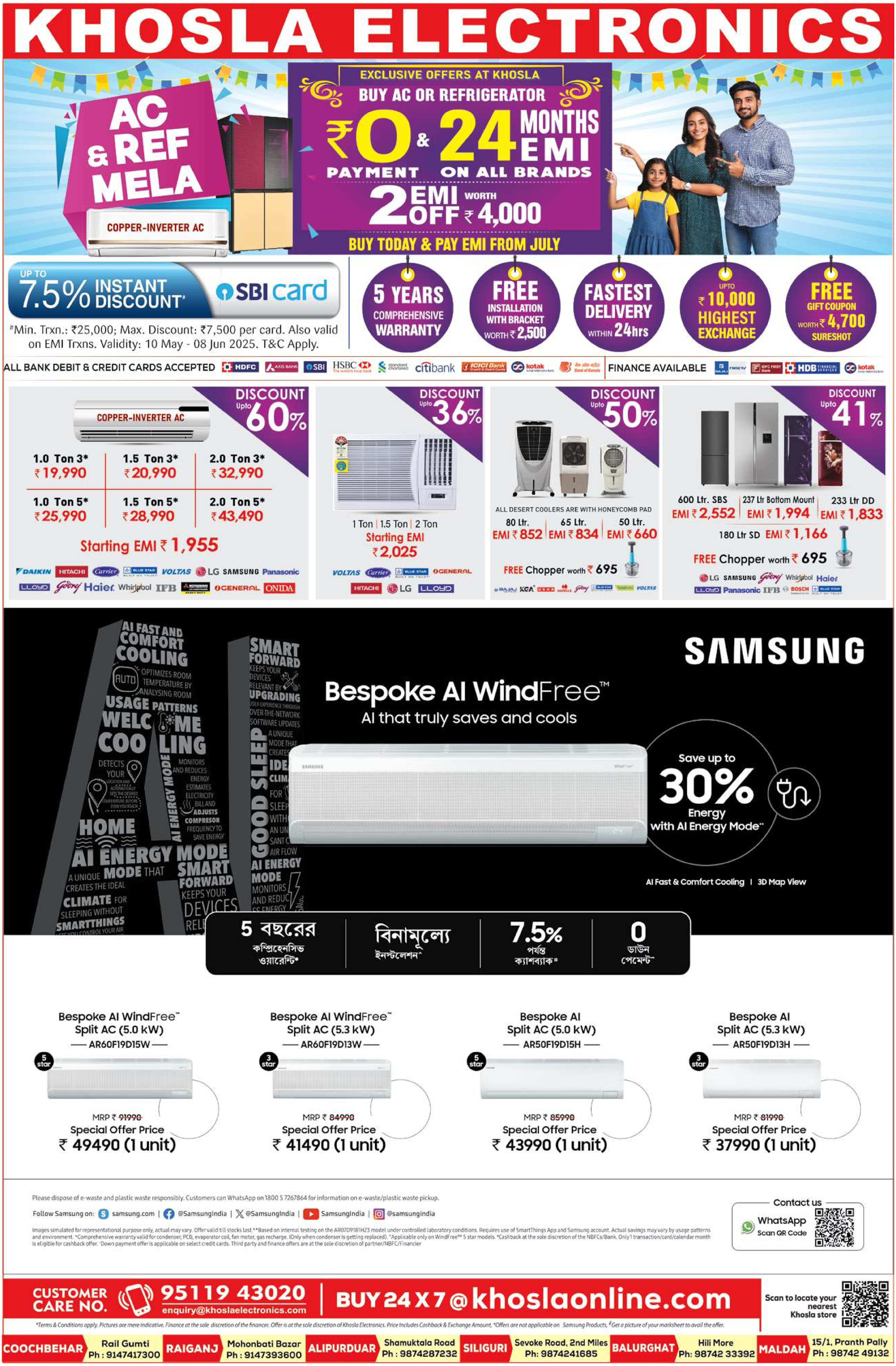
KHOSLA ELECTRONICS
AC & REF MELA
COPPER-INVERTER AC
EXCLUSIVE OFFERS AT KHOSLA
BUY AC OR REFRIGERATOR
₹0 PAYMENT & 24 MONTHS EMI ON ALL BRANDS
2 EMI OFF WORTH ₹4,000
BUY TODAY & PAY EMI FROM JULY
UP TO 7.5% INSTANT DISCOUNT SBI card
#Min. Trxn.: ₹25,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid on EMI Trxns. Validity: 10 May - 08 Jun 2025. T&C Apply.
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY
FREE INSTALLATION WITH BRACKET WORTH ₹2,500
FASTEST DELIVERY WITHIN 24hrs
UPTO ₹10,000 HIGHEST EXCHANGE
FREE GIFT COUPON WORTH ₹4,700 SURESHOT
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
FINANCE AVAILABLE
DISCOUNT Upto 60%
COPPER-INVERTER AC
1.0 Ton 3* ₹19,990
1.5 Ton 3* ₹20,990
2.0 Ton 3* ₹32,990
1.0 Ton 5* ₹25,990
1.5 Ton 5* ₹28,990
2.0 Ton 5* ₹43,490
Starting EMI ₹1,955
DISCOUNT Upto 36%
1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton
Starting EMI ₹2,025
DISCOUNT Upto 50%
ALL DESERT COOLERS ARE WITH HONEYCOMB PAD
80 Ltr. EMI ₹852
65 Ltr. EMI ₹834
50 Ltr. EMI ₹660
FREE Chopper worth ₹695
DISCOUNT Upto 41%
600 Ltr. SBS EMI ₹2,552
237 Ltr Bottom Mount EMI ₹1,994
233 Ltr DD EMI ₹1,833
180 Ltr SD EMI ₹1,166
FREE Chopper worth ₹695
SAMSUNG
Bespoke AI WindFree™
AI that truly saves and cools
Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**
AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View
5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি*
বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^
7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক#
0 ডাউন পেমেন্ট~
Bespoke AI WindFree™ Split AC (5.0 kW) — AR60F19D15W — 5 star — MRP ₹ 91990 — Special Offer Price ₹ 49490 (1 unit)
Bespoke AI WindFree™ Split AC (5.3 kW) — AR60F19D13W — 3 star — MRP ₹ 84990 — Special Offer Price ₹ 41490 (1 unit)
Bespoke AI Split AC (5.0 kW) — AR50F19D15H — 5 star — MRP ₹ 85990 — Special Offer Price ₹ 43990 (1 unit)
Bespoke AI Split AC (5.3 kW) — AR50F19D13H — 3 star — MRP ₹ 81990 — Special Offer Price ₹ 37990 (1 unit)
Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.
Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia
Images simulated for representational purpose only, actual may vary. Offer valid till stocks last.**Based on internal testing on the AR07D9181HZ3 model under controlled laboratory conditions. Requires use of SmartThings App and Samsung account. Actual savings may vary by usage patterns and environment. *Comprehensive warranty valid for condenser, PCB, evaporator coil, fan motor, gas recharge. (Only when condenser is getting replaced). ^Applicable only on WindFree™ 5 star models. #Cashback at the sole discretion of the NBFCs/Bank. Only 1 transaction/card/calendar month is eligible for cashback offer. ~Down payment offer is applicable on select credit cards. Third party and finance offers are at the sole discretion of partner/NBFC/Financier
Contact us WhatsApp Scan QR Code
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
Scan to locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount. *Offers are not applicable on Samsung Products. ǂGet a picture of your marksheet to avail the offer.
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

আজ বড় লক্ষ্যে প্রীতির পাঞ্জাব

জয়পুর, ২৩ মে : দুই শিবিরে দুই মেজাজ।

শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়েও প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার আফসোস কুরে-কুরে খাচ্ছে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে চালকের আসনে থেকেও যেভাবে ম্যাচ বেরিয়ে গিয়েছে, মানতে পারছেন না টিম ম্যানেজমেন্ট, ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা।

কাঠগড়ায় দুই জোরে বোলার বাংলার মুকেশ কুমার ও শ্রীলঙ্কান তারকা দুষ্মন্ত চামিরা। মুম্বইয়ের তারকাখচিত ব্যাটিংকে চাপে রেখেও শেষরক্ষা হয়নি মুকেশ-চামিরার শেষ দুই ওভারে ৪৮ রান গলে যাওয়ায়। বিশেষত, ৮ কোটি টাকায় নেওয়া মুকেশের পারফরমেন্স গোটা মরশুম জুড়েই আতশকাচের নীচে।

২০২৫ আইপিএলে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে দিল্লি শিবিরে মুকেশকে নিয়ে অনাস্থার আবহ তীব্র হচ্ছে। প্রশ্নের মুখে অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলও। বোলিংয়ে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি অধিনায়ককে। পাশাপাশি কুলদীপ যাদবকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারা নিয়েও সমালোচনা। থাকছে নিজেদের ঘরের মাঠ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া।

টিম দিল্লির বিদায়ি ম্যাচ অবশ্য জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে। প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস সেখানে প্রথম দুইয়ে থাকার মেজাজে। লখনউ সুপার জায়েন্টসের

দিল্লি ব্যস্ত কাটাছেঁড়ায়

কাছে গুজরাট টাইটান্সের (১৩ ম্যাচে ১৮) হারের ফলে পাওয়া সুবিধা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব (১২ ম্যাচে ১৭)। শেষ দুই ম্যাচে জিতলে ফাইনালে ওঠার বাড়তি সুযোগ হাতের মুঠোয়।

শনিবার যে লক্ষ্যে দিল্লির হতাশা, আক্ষেপ আরও বাড়াতে বদ্ধপরিকর পাঞ্জাব। প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্যর ওপেনিং জুটি সুপারহিট। তারুণ্যের তেজে সাফল্যের ভিত গড়ছে। মাঝে অধিনায়ক শ্রেয়সের সঙ্গে নেহাল ওয়াধেরারা হাল ধরছেন। নিট ফল, তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি।

বিদেশি মার্কো জানসেনের সঙ্গে দেশি ঘোড়া হরপ্রীত ব্রার, শশাঙ্ক সিংরাও ম্যাচ জেতাচ্ছে। জয়পুরের দ্বৈরথে নিঃসন্দেহে বিধ্বস্ত দিল্লির থেকে সবদিক দিয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে পাঞ্জাব। তবে নতুন করে হারানোর কিছু নেই অক্ষর ব্রিগেডের। ফলে চাপমুক্ত প্রতিপক্ষ পথের কাঁটা হতে পারে শ্রেয়স আইয়ারদের জন্য। আত্মতুষ্টি নয়, ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কথা বারবার আউড়াচ্ছেন হেডকোচ রিকি পন্টিং।

যুযবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, হরপ্রীত, নবাগত মিচেল ওয়েনরা প্রস্তুত দায়িত্ব ভাগ করে নিতে। ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিংয়ে জমাট দেখাচ্ছে পাঞ্জাব কিংসদের। গ্রুপ লিগের বাকি দুই ম্যাচে জয়ের অভ্যাস বজায় রেখে প্লে-অফে পা রাখা অগ্রাধিকার পাচ্ছে পন্টিংদের কাছে। সেখানে বিদায়ি ম্যাচের আগে জ্বলে ওঠার তাগিদ লোকেশ রাহুল, ফাফ ডুপ্লেসি, অভিষেক পোড়েলদের সামনে।

মুম্বই ম্যাচে অক্ষর খেলতে পারেননি। দলকে আশ্বস্ত করে অভিযান শেষের ম্যাচে আগামীকাল ফিরছেন বলে খবর। মুকেশ, চামিরার জন্য ভুল শুধরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ম্যাচ। তবে মুকেশদের বসিয়ে বাকিদের দেখে নেওয়ার ভাবনাও ঘুরছে দিল্লি শিবিরে।

হেডকোচ হেমাঙ্গ বাদানি গত ম্যাচের পর জানিয়েও দেন, শেষ দুই ওভারেই ম্যাচ হাত থেকে ফসকে যায়। পিচ মোটেই সহজ ছিল না। বল টার্ন করছিল। কিন্তু সুযোগ তৈরি করেও তা হাতছাড়া হয়। হতাশা, আক্ষেপ ঝেড়ে পাঞ্জাবের পার্টি পণ্ড করতে চাইছে দিল্লি। এখন দেখার, টগবগিয়ে ছুটতে থাকা পাঞ্জাব নাকি ছিটকে যাওয়া দিল্লি-জয়পুর জয় করে কারা।

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের জন্য প্রস্তুতিতে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে ঈশান কিষান। শুক্রবার।

ঈশান-ঝড়ে সান্ত্বনার জয় হায়দরাবাদের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৩১/৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- ১৮৯ (১৯.৫ ওভারে)

লখনউ, ২৩ মে : রজত পাতিদারের আঙুলের চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। তাঁকে ইমপ্যাক্ট করায় শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নবম অধিনায়ক হিসেবে টস করতে নামেন জিতেশ শর্মা। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের অভিষেক মঞ্চে রং ছড়ালেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ঈশান কিষান। শতরান করে এবারের আইপিএল শুরু করা ঈশান মাঝে ঝিমিয়ে থাকার পর এদিন ৪৮ বলে করলেন অপরাজিত ৯৪। যার হাত ধরে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া সানরাইজার্সের সান্ত্বনার জয় পেতে সমস্যা হয়নি।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ঝড় তুলেছিলেন অভিষেক শর্মা (১৭ বলে ৩৪)। করোনার জন্য গত ম্যাচে ছিলেন না ট্রাভিস হেড। এদিন তাঁকে উলটোদিকে দাঁড় করিয়ে রেখে অভিষেক কার্যত একাই ৪ ওভারে দলকে পঞ্চাশ পার করিয়ে দেন। সেইসঙ্গে তিনি টপকে যান টি২০-তে ৪ হাজার রানের গণ্ডিও। অভিষেককে ফিরিয়ে লুঙ্গি এনগিডি ওপেনিং জুটি ভাঙার পর স্থায়ী হননি হেড (১৭)। এখান থেকেই খেলা ধরেন ঈশান। হেনরিচ ক্লাসেনকে (২৪) নিয়ে ৪৮ রানের জুটি গড়েন তিনি। অহেতুক আগ্রাসী ব্যাটিং নয়, চার-ছক্কার সঙ্গে খুচরো রানে স্কোরবোর্ডও সচল রাখেন ঈশান। যেটা সচরাচর তাঁর ব্যাটিংয়ে দেখা যায় না। মাঠের সব প্রান্তে শট খেলে তিনি পরিণত ব্যাটিংয়ের নমুনা রাখেন। ক্যামিও ইনিংসে ঈশানকে সাহায্য করেন অনিকেত ভার্মা (৯ বলে ২৬)। এদিন হায়দরাবাদ ইনিংসে ১৫টি ছক্কা এসেছে। যা লখনউয়ের মাঠে কোনও টি২০-তে দ্বিতীয় সর্বাধিক। শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদ থামে ২৩১/৬ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে ফিল সল্ট (৩২ বলে ৬২) ও বিরাট কোহলি (২৫ বলে ৪৩) পালটা দেওয়ার মেজাজে থাকায় বেঙ্গালুরু ৭ ওভারে ৮০ রানে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এরপরই কোহলিকে ফিরিয়ে হর্ষ দুবে জুটি ভাঙতেই ম্যাচ থেকে সরে যেতে থাকে তারা। আউট হওয়ার আগে টি২০-তে ৮০০ বাউন্ডারির মাইলস্টোনে পা রাখেন। মাঝের ওভারে প্যাট কামিন্স (২৮/৩) ও এশান মালিঙ্গা (৩৭/২) চেপে ধরায় জিতেশ শর্মা (২৪), রজতরা (১৮) ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। বেঙ্গালুরু ১৯.৫ ওভারে ১৮৯ রানে অল আউট হয়।

ভারতীয় তারকা প্রসঙ্গে চুপ পাকিস্তানের আর্শাদ

ফের দ্বিতীয় নীরজ

ক্রোজ (পোল্যান্ড), ২৩ মে : নীরজ চোপড়ার নামের পাশে কি তাহলে এখন সেকেন্ড বয়ের তকমা সেঁটে গিয়েছে? শুক্রবারের পর প্রশ্নটা উঠলে অবাক হওয়ার থাকবে না। প্যারিস অলিম্পিকে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। গত বছরের ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে দ্বিতীয়। এবারের দোহা ডায়মন্ড লিগে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবারের কাছে 'হারতে' হয়েছিল নীরজকে। শুক্রবার পোল্যান্ডে জানুসজ কুসোচিনস্কি মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টেও ভারতের সোনার ছেলে সেকেন্ড বয় হয়েই রইলেন। নীরজের সামনে ফের 'কাঁটা' হয়ে হাজির হলেন ওয়েবার।

দোহায় দ্বিতীয় হলেও কেরিয়ারে প্রথমবার ৯০ মিটারের গণ্ডি টপকেছিলেন নীরজ। এদিন পোল্যান্ডের ক্রোজতে ১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বৃষ্টিভেজা ঠান্ডা আবহাওয়া জ্যাভলিন থ্রোয়ের জন্য একেবারেই আদর্শ ছিল না। ফলে প্রত্যেক জ্যাভলিন থ্রোয়ারই সমস্যায় পড়েছিলেন। ছয়টির মধ্যে তিনটি থ্রো ফাউল হয় নীরজের। সেখানে ওয়েবার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮৬.১২ মিটার ছুড়ে লিড নিয়ে নেন। তৃতীয় থ্রোয়ে গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স ৮৩.২৪ মিটার ছুড়ে নীরজকে আরও চাপে ফেলে দিয়েছিলেন।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, শেষ থ্রো-র আগে নীরজ তিনে নেমে যান। ২০২১ সালে শেষবার প্রথম দুইয়ের বাইরে শেষ করেছিলেন নীরজ। এদিন নীরজ তৃতীয় হলে তাঁর প্রথম দুইয়ে থাকার ১৪২৭ দিনের ধারাবাহিকতা ভেঙে যেত। কিন্তু ভারতীয় তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার তা হতে দেননি। শেষ প্রচেষ্টায় নীরজের বর্শা ৮৪.১৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। সেখানে অ্যান্ডারসনের থ্রো ফাউল হয়। ফলে আরও একবার দ্বিতীয় হন নীরজ।

পোল্যান্ডে ৮৪.১৪ মিটার সেরা থ্রো করে দ্বিতীয় স্থানে থাকলেন নীরজ।

> এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার পরিবার এবং আমি সবসময় দেশের সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি। আগামী দিনেও থাকব।
>
> **আর্শাদ নাদিম**

পহলগাম সন্ত্রাস হামলার পর পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রসঙ্গে নীরজকে বলতে শোনা যায়, তাঁরা 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' ছিলেন না। এমনকি দুজনের যে সম্পর্ক ছিল এবার হয়তো সেটাও থাকবে না। নীরজের সেই মন্তব্যের জবাব দিতে যদিও খুব বেশি শব্দ খরচ করেননি পাক জ্যাভলিন থ্রোয়ার। আর্শাদ বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নীরজের কোনও মন্তব্যের জবাব দিতে চাই না। আমি গ্রামের ছেলে। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার পরিবার এবং আমি সবসময় দেশের সেনাবাহিনীর পাশে রয়েছি। আগামীদিনেও থাকব।' প্যারিসে সোনাজয়ী আর্শাদ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় কি তবে দুই তারকা জ্যাভলারের বন্ধুত্বে দাঁড়ি টেনে দিল?

টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা ম্যাথিউজের

কলম্বো, ২৩ মে : টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন বর্ষীয়ান শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করেছেন তিনি।

আগামী মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। গলে সিরিজের প্রথম ম্যাচটি খেলেই লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন তিনি। ২০০৯ সালে এই গলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। নিজের বিদায়ি বার্তায় ম্যাথিউজ বলেছেন, 'একটানা ১৭ বছর শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলতে পেরে আমি গর্বিত। এবার টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টই আমার কেরিয়ারের শেষ টেস্ট হতে চলেছে।' তবে টেস্টকে বিদায় জানালেও সীমিত ওভারের ফরম্যাটে খেলবেন বলেই জানিয়েছেন ম্যাথিউজ। তিনি বলেছেন, 'টেস্টকে বিদায় জানালেও শ্রীলঙ্কার হয়ে ওডিআই ও টি২০ ফরম্যাটে খেলার জন্য সবসময় আমি তৈরি।'

এখনও পর্যন্ত ১১৮টি টেস্ট খেলে ৪৪.৬২ গড়ে ৮১৬৭ রান করেছেন ম্যাথিউজ। শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে টেস্টে তৃতীয় সর্বাধিক রানসংগ্রহকারী তিনি। টেস্টে ১৬টি শতরান ও ৪৫টি অর্ধশতরান রয়েছে এই বর্ষীয়ান ক্রিকেটারের। পাশাপাশি ৩৪টি টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্বও দিয়েছেন ম্যাথিউজ।

জয়ের পথে ইংল্যান্ড

ট্রেন্ট ব্রিজ, ২৩ মে : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে বড় জয়ের পথে ইংল্যান্ড। ৬ উইকেটে ৫৬৫ রান নিয়ে তারা প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করার পর জিম্বাবোয়ে প্রথম ইনিংসে অল আউট হয় ২৬৫ রানে। ব্রায়ান বেনেট ১৩৯ রান করেন। তাঁর শতরান এসেছে ৯৭ বলে। যা টেস্টে জিম্বাবোয়ের দ্রুততম। এরপর ফলো-অন করতে নেমে জিম্বাবোয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ উইকেটে ৩০ রান তুলেছে। হাতে ৮ উইকেট থাকলেও তারা এখনও পিছিয়ে ২৭০ রানে।

গণ সংবর্ধনা নিয়ে বাড়িতে বৈভব
-খবর চোদ্দোর পাতায়

একটা হারেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শুভমানরা

ম্যাচ জিতেও আক্ষেপ পন্তের

আহমেদাবাদ, ২৩ মে : প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে পা।

প্রথম দুইয়ে থাকার বড় দাবিদার। যদিও সেই ফুরফুরে মেজাজে হঠাৎ সিঁদুরে মেঘ। একটা ম্যাচ, একটা হারে বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। লখনউ সুপার জায়েন্টসের কাছে বৃহস্পতিবার অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে যাওয়ার পর গুজরাট টাইটান্স অধিনায়ক শুভমান গিল যা মেনেও নিচ্ছেন।

গিলের যুক্তি, ২৯ মে শুরু প্লে-অফে ভুলভ্রান্তির সুযোগ কম। উনিশ-বিশে গোটা বছরের স্বপ্ন, পরিশ্রম এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হতে পারে। সতীর্থদেরও যা মনে করিয়ে দিলেন। হেডকোচ আশিস নেহেরা, অধিনায়ক শুভমানদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে তিন বিভাগেই লখনউয়ের হাতে 'মাত' খাওয়া।

ফর্মে থাকা বোলিং পুরোপুরি ফ্লপ। বোলারদের কাজ কঠিন করেছে দলের ফিল্ডিং। প্রথম থেকে একঝাঁক ক্যাচ ফেলে লখনউ ব্যাটারদের সুযোগ করে দিয়েছে। মিচেল মার্শ (৬৪ বলে ১১৭), নিকোলাস পুরান (৫৬), আইডেন মার্করামরা (৩৬) যার ফায়দা তুলতে ভুল করেননি। দাগ কাটতে ব্যর্থ বোলাররাও। বিশেষত, রশিদ খানের ফর্ম কপালের ভাঁজ বাড়াতে বাধ্য।

২৩৬ টার্গেটের চাপ নিতে পারেনি গুজরাটের টপ অর্ডার। বি সাই সুদর্শন (২১), শুভমান (৩৫), জস বাটলার (৩৩), শেরফানে রাদারফোর্ডরা (৩৮) ক্রিজে জমে গিয়েও আসর জমাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত প্রত্যাশার ফানুস বাঁচিয়ে রাখলেও শাহরুখ খানের (৫৭) ইনিংসে বাঁচেনি ম্যাচ। ২০২ রানে আটকে গিয়ে ৩৩ রানে হার।

হার ছাপিয়ে প্লে-অফের ভাবনা, অজানা আশঙ্কা। বাটলার সহ একাধিক বিদেশি ক্রিকেটার ভারত ছাড়বেন নিজ নিজ দেশের হয়ে খেলার দায়বদ্ধতার কারণে। বাটলার না থাকা মানে মিডল অর্ডারে অনেকটা শূন্যতা তৈরি হওয়া। লখনউ ম্যাচের আগে শাহরুখ খান বলেছিলেন, টপ অর্ডারে শুভমান-সুদর্শনরা ভালো খেলছেন। প্রয়োজন পড়লে মিডল অর্ডারও প্রস্তুত। কিছুটা ঝলক শাহরুখের ব্যাটে দেখা গেলেও 'ফিনিশার' বাটলারের বিকল্প মেলা কঠিন তা পরিষ্কার।

দলকে ছন্দে ফেরানোর সঙ্গে বাটলারদের বিকল্প প্রস্তুত, প্লে-অফের আগে বড় চ্যালেঞ্জ গুজরাটের হেডকোচ আশিস নেহেরাদের জন্য। শুভমানও বোলিং ব্যর্থতা স্বীকার করছেন। জানান, ১৫-২০ রান বেশি দিয়ে ফেলেছেন। লখনউকে ২১০-২২০ রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

গিল আরও বলেছেন, '২৩৫ রান তাড়া করতে নেমে ১৭ ওভার পর্যন্ত আমরা লড়াইয়ে ছিলাম। শাহরুখ ও রাদারফোর্ড ওই সময় দারুণ ব্যাট করছিল। তাছাড়া আমরা পাওয়ার প্লে-তে খারাপ বল করিনি। কিন্তু তারপরও ১৪ ওভারে ওরা ১৮০-তে পৌঁছে যায়, যা ব্যবধান গড়ে দেয়। প্লে-অফের আগে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে (রবিবার, প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস) ছন্দটা ফিরে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।'

আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়ে উচ্ছ্বসিত ম্যাচের নায়ক মার্শের মুখে ২০১০ সালে ডেকান চার্জার্সের হয়ে অভিষেকের কথা। ১৫ বছরে বারবার দল বদলেছেন। অবশেষে লখনউয়ের জার্সিতে শতরান। কৃতিত্বটা ওপেনিং পার্টনার মার্করামকেও দিচ্ছেন। ভালো শুরু করেও প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি দলগতভাবে। সেই আক্ষেপ মার্শের গলাতেও।

লিগ টেবিলের এক নম্বর দলকে হারিয়ে আফসোস ঝরে পড়ল ঋষভ পন্থের কথায়। লখনউ অধিনায়ক বলেছেন, 'ভালো ক্রিকেট খেলার কথা বলি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে আমরা বারবার তা করে দেখিয়েওছি। আমাদের সামনেও সুযোগ ছিল প্লে-অফে ওঠার। দুর্ভাগ্য তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ আমরা। এটাই ক্রিকেট।'

জয়ে ফেরা দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও। লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার বলেছেন, 'শুভেচ্ছা জয়ে ফেরার জন্য। সুপার জায়েন্টস পরিবারের নতুন সদস্য উইল ও'রৌরককে অভিনন্দন দুর্দান্ত পারফরমেন্সের জন্য।'

অবশেষে হাসি ফুটল লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থের মুখে। আহমেদাবাদে বৃহস্পতিবার রাতে।

> ভালো ক্রিকেট খেলার কথা বলি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে আমরা বারবার তা করে দেখিয়েওছি। আমাদের সামনেও সুযোগ ছিল প্লে-অফে ওঠার। দুর্ভাগ্য তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ আমরা। এটাই ক্রিকেট।
>
> **ঋষভ পন্থ**

ম্যাচের সেরা নীতেশ শা।

৪ উইকেট নীতেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেটে শুক্রবার দার্জিলিং ৭ উইকেটে মিরিককে হারিয়েছে। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে টসে হেরে মিরিক ৩২ ওভারে ৮৩ রানে অল আউট হয়। সৈয়দ সইফ আলি ১৯ ও আরিয়ান থাপা ১৭ রান করে। ম্যাচের সেরা নীতেশ শা ২২ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে সন্দীপ লামাও (৮/৩)। জবাবে দার্জিলিং ১৮ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। সাহিলকুমার সিং ৩১ রানে অপরাজিত থাকে। তেজস শর্মার অবদান ২৯। শনিবার খেলবে কালিম্পং ও কার্সিয়াং।

নবোদয় কাপ ক্যারম শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মে : নবোদয় সংঘের নবোদয় কাপ ডাবলস ক্যারম শনিবার শুরু হবে। নবোদয়ের তরফে মনোজ দে জানিয়েছেন, নকআউট এই প্রতিযোগিতায় ৩২টি জুটি অংশ নেবে। ফাইনাল রবিবার।

খেলার আনন্দে ফুটবল কার্নিভাল উপভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মে : নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন। স্টেডিয়ামের মাঠকে মার্কার দিয়ে আটটি ভাগ করে খেলে চলেছে ১৬টি দল। প্রতিটি দলে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলে চলেছে মেয়েরাও। কোনও প্রতিযোগিতা ছাড়াই মনের আনন্দে খেলার সুযোগ পেয়ে খুশি প্রত্যেকেই। ফুটবল কার্নিভাল আয়োজনের দায়িত্বে থাকা জয়ব্রত ঘোষ বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-১২ বছর বয়সি প্রায় ২৫০ জন এসেছিল। তাদের ২৪টি দলে ভাগ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল প্রতিটি দলে ১০ জন করে রাখা হবে। কিন্তু উপস্থিত সবাইকে সুযোগ দিতে কোনও কোনও দলে ১১-১২ জন করেও রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকটি দল চারটি করে ম্যাচ ও চারটি ওয়ার্কশপ করার সুযোগ পেয়েছে।' এমন অভিনব ভাবনার কারণ হিসেবে জয়ব্রত বলেছেন, 'এএফসি গ্রাসরুট ফেস্টিভাল ডে ছিল আজ। এই উপলক্ষ্যে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ভিশন ২০৪৭-এর লক্ষ্যে সবাইকে মাঠে আনার ও ফুটবলে আগ্রহী করে তোলার কর্মসূচি নিয়েছে। সেভাবেই আমরা আয়োজন করেছি। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।' উপস্থিত খুদে ফুটবলারদের উৎসাহিত করেছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য। পরে মদনবাবু বলেছেন, 'যেভাবে প্রতিটি ছেলেমেয়ে উদ্দীপনা নিয়ে বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সময়টা উপভোগ করল তা আমাকে অবাক করেছে। এই ধরনের চেষ্টা শিলিগুড়ির ফুটবলকে আগামী দিনে এগিয়ে দেবে। অনেক প্রতিভাও নজরে এসেছে আজ।'

নতুন স্বাদের ফুটবলে মেতে থাকল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন। -দীপ্তেন্দু দত্ত